ভারতী মহাবিদ্যালয় গ্রন্থমালা
জৈনগ্রন্থ—৪

তত্ত্বার্থসূত্রম্

১ম খণ্ড

[মূল টীকা ও বঙ্গানুবাদ সমেত]

পণ্ডিত শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রী, পঞ্চতীর্থ
কর্তৃক সম্পাদিত ও অনূদিত

প্রকাশক—
শ্রীসতীশচন্দ্র শীল এম. এ., বি. এল্

সাধারণ সম্পাদক—
ভারতী মহাবিদ্যালয়
১৭০, মানিকতলা স্ট্রীট্।
কলিকাতা
১৩৫০

भारती महाविद्यालय ग्रन्थमाला
श्रीशान्तिप्रसाद जैन ग्रन्थमाला—१

तत्वार्थसूत्रम्

प्रथमखण्डम्

[मूल-टीका—वङ्गानुवादसमेतम्]

पण्डित श्रीईश्वरचन्द्र शास्त्रिणा सम्पादितम्

भारती जैन परिषदः
प्रकाशितम्
सम्वत् २००१

সূচনা

ভারতী মহাবিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য, কর্ম-পদ্ধতি ও বর্তমানের কার্যাবলী ইতিমধ্যে অনেকেই অবগত হইয়াছেন। প্রাচীন ভারতের গুরুকুল ও নালন্দা তক্ষশীলা প্রভৃতির ন্যায় বর্তমানযুগে ইহাকে অন্যতম আর্য-বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করাই ইহার কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য। অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে যাহাদের জন্য বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন পাঠ্যতালিকা বা পরীক্ষাদি (Faculty) নাই যেমন—ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা, আয়ুর্বেদ শিক্ষা, সমাজ-সেবা শিক্ষা, কৃষি-বিজ্ঞান শিক্ষা, শিল্প-বিদ্যা শিক্ষা, সামরিক শিক্ষা ইত্যাদি। নব-পরিকল্পিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সব বিষয় শিক্ষার জন্যও বিদ্যালয়াদি থাকিবে। তদ্ব্যতীত অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিষয়ও ইহার অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। সুতরাং ইহাকে প্রাচীন গুরুকুলের একটী নবসংস্করণ বলা যাইতে পারে না। ভারতীয় শিক্ষা ও কৃষ্টির উপর এবং গুরুকুলের পদ্ধতিতে ইহার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। বর্তমানে কলিকাতানগরীতে ইহার অন্তর্গত কয়েকটী বিভিন্ন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং এই নগরীরই কিছুদূরে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আবেষ্টনীর মধ্যে জাহ্নবী-তীরে কোন বিস্তীর্ণ ভূভাগে এই মহাবিদ্যালয়ের স্থায়ী স্থানের ব্যবস্থা হইলে এই সব বিদ্যালয়গুলিও সেখানে স্থানান্তরিত হইবে ও অন্যান্য বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহাই সংক্ষেপে ভারতী মহাবিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য।

ইহার বিভিন্ন কর্মপদ্ধতির সংক্ষিপ্ত আলোচনাও এখানে সম্ভব নহে। মাত্র একটি কর্ম-ধারার বিষয় বলা হইতেছে। প্রাচীন ভারতে বিভিন্ন আর্যধর্মাবলম্বীদের জন্য কিপ্রকার শিক্ষা-পদ্ধতি ছিল—যেমন বৈদিক যুগের শিক্ষা প্রণালী, বৌদ্ধযুগের শিক্ষাপদ্ধতি, জৈন শিক্ষাপদ্ধতি, আয়ুর্বেদ শিক্ষাপদ্ধতি প্রভৃতি, এবং বর্তমানে ভারত ও অন্যান্য দেশে যতপ্রকার শিক্ষানুষ্ঠান ও শিক্ষাপদ্ধতি আছে তৎসম্বন্ধে আলোচনা ও পুস্তক প্রকাশ এই মহাবিদ্যালয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য। *কারণ, ইহা দ্বারা কি প্রকার শিক্ষাপদ্ধতি বর্তমান ভারতে প্রযোজ্য তাহা অনুধাবন করা যাইবে।* ধর্ম, জ্ঞান ও কৃষ্টির অমূল্য রত্নরাজি ভারতীয় শাস্ত্রগ্রন্থ ও অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে নিহিত আছে, এবং উহা সংস্কৃত, পালি বা প্রাকৃত প্রভৃতি ভাষায় লিপিবদ্ধ থাকায় সাধারণের বোধগম্য হয় না। বিভিন্ন ধারায় (Series) অনুবাদাদি সহ এই সব গ্রন্থ প্রকাশও এই মহাবিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। আর এই সব গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া বিভিন্ন শ্রেণীর পুস্তকাগার সৃষ্টি করাও এই মহাবিদ্যালয়ের কার্য।

দাল্‌মিয়ানগরস্থ শ্রীযুক্ত শান্তিপ্রসাদ জৈন মহাশয় জৈনধর্ম ও শাস্ত্রানুরাগী। এই সব বিষয়ে তাঁহার বদান্যতার জন্য প্রত্যেক ভারতবাসীই, বিশেষতঃ জৈনধর্মাবলম্বী ব্যক্তি মাত্রই তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ। যাহাতে ভারতী মহাবিদ্যালয়ের অন্তর্গত একটী জৈন পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠিত হয়, জৈন গ্রন্থসমূহের গবেষণা ও প্রকাশ হয়, এবং ইহার অন্তর্গত 'ভারতী ধর্মতত্ত্ব-

কলেজে' একটী 'মহাবীর অধ্যপক পদ' সৃষ্ট হয়—এই তিনটী বিষয়ের জন্য তিনি মাসিক তিন শত টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। বর্তমানে জৈন শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে মহাবীর অধ্যাপনার কতকগুলি অতিরিক্ত বক্তৃতা প্রদত্ত হইতেছে এবং এইগুলি শিক্ষা-গ্রন্থমালার প্রথম গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হইবে।

জৈন ধর্ম, দর্শন ও কৃষ্টি প্রভৃতি বিষয়ক বহু গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য ও অপ্রকাশিত আছে। ইংলণ্ডে পালি টেক্সট্ সোসাইটী যে ভাবে পালিগ্রন্থ প্রকাশ করিয়া বহির্ভারতে বৌদ্ধধর্ম-প্রচারের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে, ঐ প্রকারে জৈনগ্রন্থ প্রকাশের বিশেষ চেষ্টা হয় নাই। বোম্বাই প্রভৃতি অঞ্চলের কয়েকটী সমিতি কিছুকাল যাবৎ কতকগুলি গ্রন্থ প্রকাশ করিতেছেন, কিন্তু জৈন গ্রন্থের সংখ্যা-তুলনায় তাহা অতি সামান্য। যাহাতে এইভাবে জৈনগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়া ভারতীয় দর্শনের ও জ্ঞানের গভীরত্ব জগতে প্রচারিত হয় তদুদ্দেশ্যে ভারতী মহাবিদ্যালয় জৈন গ্রন্থমালা প্রকাশ আরম্ভ করিয়াছে এবং বর্তমান গ্রন্থখানি ইহার প্রথম গ্রন্থ। ইহার সম্পাদক ও অনুবাদক জৈনশাস্ত্রে ও সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশিষ্ট পণ্ডিত। ইহার ১ম খণ্ডে মূল, সম্পাদকের টীকা ও বিস্তৃত বাংলা ব্যাখ্যা প্রকাশিত হইতেছে এবং ২য় খণ্ডে ইংরেজী ও হিন্দী অনুবাদ প্রকাশিত হইবে। ইহার গ্রন্থকার এবং গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় সম্পাদক তাঁহার ভূমিকায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, সুতরাং সে বিষয়ের পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। ডক্টর ডি. আর. ভাণ্ডারকর প্রমুখ বিখ্যাত মনীষীবর্গ এই সব কার্যের জন্য বিশেষ সাহায্য করিতে ও পরিশ্রম করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ডক্টর বেণীমাধব বড়ুয়া মহাশয়ও আর একখানি জৈনগ্রন্থ সম্পাদনা করিতেছেন। জৈন সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ধনী ও উৎসাহী ব্যক্তি এবং জৈন সাহিত্যের বিশিষ্ট পণ্ডিত লইয়া একটী 'জৈন কমিটী' ও একটী 'জৈন সম্পাদকীয় কমিটি' গঠিত হইয়াছে। আশা করা যায় এই সম্প্রদায়ের অন্যান্য ধনী ব্যক্তিরাও শ্রীযুক্ত শান্তিপ্রসাদ জৈন মহাশয়ের ন্যায় এই কার্যে অর্থ সাহায্য করিয়া তাঁহাদের ধর্ম ও কৃষ্টির এবং ভারতীয় জ্ঞান প্রচারের কার্যে একান্ত সহযোগিতা করিবেন। ভারতের প্রত্যেক পুস্তকাগারও এইসব গ্রন্থ ক্রয় করিয়া ইহাদের প্রচারে সাহায্য করুন ইহা প্রার্থনীয়। জৈন-ধর্মানুরাগী শ্রীযুক্ত ছোটেলাল জৈন মহাশয়ও এইসব কার্যের জন্য ধন্যবাদার্হ।

গুরু পূর্ণিমা,
১১ই শ্রাবণ, ১৩৪৯ সন
(ইং ২৭শে জুলাই, ১৯৪২)

শ্রীসতীশ চন্দ্র শীল
সাধারণ সম্পাদক,
ভারতী মহাবিদ্যালয়,
কলিকাতা।

তত্ত্বার্থসূত্রম্

ভূমিকা

ভারতে স্মরণাতীত কাল হইতে দার্শনিক গবেষণা বা তত্ত্বানুশীলন চলিয়া আসিতেছে। দর্শনশাস্ত্রসমূহের মধ্যে বিভিন্ন দার্শনিক আচার্য পৃথক্ পৃথক্‌রূপে (গ্রন্থের) শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন। (ক) ষড়্দর্শন বিভাগ এইরূপ—(১) মহর্ষি জৈমিনির "মীমাংসাদর্শন" (২) মহর্ষি গোতমের "ন্যায়দর্শন" (৩) মহর্ষি কণাদের "বৈশেষিক দর্শন" (৪) মহর্ষি কপিলের "সাংখ্যদর্শন" (৫) মহর্ষি ব্যাসের বেদান্ত দর্শন (৬) মহর্ষি পতঞ্জলির "যোগদর্শন"। প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রের এইরূপ বিভাগ সম্বন্ধে "হয় শীর্ষপঞ্চরাত্রে" লিখিত আছে—

"গোতমস্য কণাদস্য কপিলস্য পতঞ্জলেঃ।
ব্যাসস্য জৈমিনেশ্চাপি দর্শনানি ষডেব হি* ।।"

এইরূপ দর্শন বিভাগে জৈন বৌদ্ধ প্রভৃতি দর্শনকে পরিহার করা হইয়াছে। বীর-নির্বাণ সম্বৎ সম্প্রতি ২৪৬৬ বৎসর প্রচলিত থাকাতে জৈন সময় বৌদ্ধকালের পূর্ববর্তী অবধারিত হয়।

(খ) "জৈন ষড়্দর্শন সমুচ্চয় সন্দর্ভ" প্রণেতা হরিভদ্র সূরির মতে ষড়্দর্শন বিভাগ অন্যপ্রকারে লিখিত আছে। যথা—

"বৌদ্ধং নৈয়ায়িকং সাংখ্যং জৈনং বৈশেষিকন্তথা।
জৈমিনীয়ঞ্চ নামানি দর্শনানি অমূন্যহো ।।"

এই মতে "যোগদর্শন" ও "বেদান্তদর্শন" বাদ দিয়া ষড়দর্শন নিরূপণ করা হইয়াছে। (১) বৌদ্ধ (২) নৈয়ায়িক (৩) সাংখ্য (৪) জৈন (৫) বৈশেষিক (৬) মীমাংসা (জৈমিনীয়) এই ছয়টি দর্শন অবধারিত। অপর পণ্ডিতগণ সূরি হরিভদ্রের এই গ্রন্থখানিকে "সদ্দর্শন সমুচ্চয়" নামেও অভিহিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থের টীকাকার দুইজন। (ক) শ্রীমদ্‌গুণরত্ন সূরি (খ) এবং মণিভদ্র সূরি, উভয়ের মধ্যে গুণরত্নসূরির ব্যাখ্যাই অতি গভীর বিচার পূর্ণ। (গ) "ষড়দর্শন শিরোমণি" নামক অন্য একটি ক্ষুদ্র পুস্তকে উল্লেখ যোগ্য বিশেষ কিছু নাই।

---

* স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য তদীয় স্মৃতিতত্ত্বে লিখিয়াছেন যে ভূপতি বল্লাল সেন দেশান্তর হইতে দ্বিখণ্ডাক্ষরে লিখিত "হয় শীর্ষপঞ্চরাত্র" আনয়ন করিয়াছিলেন। অনেক সুধীজনের মতে ইহা প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থ। ইহাতে ধর্ম, ভক্তি, ইতিবৃত্ত এবং শিল্প সম্বন্ধে বহু বিষয় উল্লিখিত আছে। এই পুস্তক এখনও মুদ্রিত হয় নাই। সম্পূর্ণ পুস্তক রাজসাহীর কুমার শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায় এম, এ, বাহাদুরের নিকট আছে।

"সর্বসদ্দর্শনসংগ্রহ" নামক অন্য গ্রন্থে সর্বদর্শন সংগ্রহ হইতে অধিক বিষয় বর্ণিত হয় নাই।

"অদ্বৈত ব্রহ্মসিদ্ধি" গ্রন্থ রচয়িতা ব্রহ্মানন্দ সরস্বতীর শিষ্য কাশ্মীরক সদানন্দ যতি তাঁহার এই সন্দর্ভে ছয় খানি আস্তিকদর্শন এবং ছয়খানি নাস্তিক-দর্শন—আস্তিকদর্শন মধ্যে (১) "মীমাংসা" (২) "বেদান্ত" (৩) "ন্যায়" (৪) "সাংখ্য" (৫) "বৈশেষিক" (৬) "যোগদর্শন"। নাস্তিক দর্শন মধ্যে "বৌদ্ধ যোগাচার", "সৌত্রান্তিক," বৈভাষিক", "মাধ্যমিক", "জৈন," "চার্বাক্"—এই দ্বাদশখানি দর্শন পরিগৃহীত হইয়াছে।

শ্রীমৎ সায়ণ মাধবাচার্যের "সর্বদর্শনসংগ্রহে" চার্বাক, বৌদ্ধ, আর্হত (জৈন), রামানুজ, পূর্ণপ্রজ্ঞ, পাশুপত (শৈব), প্রত্যভিজ্ঞা (অপর শৈব) রসেশ্বর (আয়ুর্বেদ ও মন্ত্রশাস্ত্রীয়), ঔলুক্য (কাণাদ), অক্ষপাদ (ন্যায়), জৈমিনীয় (পূর্ব মীমাংসা), পাণিনি, সাংখ্য, পাতঞ্জল (যোগ), শাঙ্কর (বেদান্ত), শৈবদর্শন (কাশ্মীরের), এই ষোলখানি দর্শনের নাম উল্লিখিত আছে। ষোলখানির আর অধিক দর্শনশাস্ত্রীয় (মূল) গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় না। এইগুলির মধ্যে "প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন" শৈবদর্শনের অন্তর্গত। কাশ্মীর হইতে এই দর্শনের অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। "রসেশ্বর দর্শন" প্রাচীন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের মধ্যে সন্নিবিষ্ট, তাহারও বহু পুস্তক বোম্বাই হইতে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহার সঙ্গে যোগশাস্ত্র ও তন্ত্রশাস্ত্রের সম্বন্ধ দেখা যায়।

এক্ষণে জৈনদর্শন ও বর্তমান গ্রন্থ সম্বন্ধে কয়েকটী বিষয়ের অবতারণা করা হইতেছে।

জৈনগণ আর্যাবর্তের আর্যজাতিরই অন্তর্গত। তাঁহারা দুই সমাজে বিভক্ত—দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর। তাঁহাদের দর্শন অবতীর্ণ জিনদেবের উক্তি পূর্ণদর্শন। ইহার নামান্তর জৈনসিদ্ধান্ত, অনেকান্তবাদ, স্যাদ্বাদ, আর্হতমত, জৈনদর্শন, অহিংসাশাস্ত্র। ["স্বাত্মনীবজিনো যথা"—যোগবাশিষ্ট রামায়ণ।]

জৈনদর্শনের সন্দর্ভনিচয়ের মধ্যে উমাস্বাতি আচার্যের (অথবা উমাস্বামী) "তত্ত্বার্থ সূত্র" কিংবা "তত্ত্বার্থাধিগমসূত্র"ই সুধীসমাজে প্রসিদ্ধ আছে। এই সূত্র এবং তাহার ভাষ্য রচয়িতা শ্রীমদ্ উমাস্বাতি আচার্য। শ্বেতাম্বর এবং দিগম্বর এই উভয় সমাজের মধ্যে তত্ত্বার্থসূত্র শ্রদ্ধেয় সন্দর্ভ। সূত্রোক্ত দার্শনিক তত্ত্বসকলের মধ্যে সূত্রের পাঠরীতিতে কিছু মতের অনৈক্য দেখিতে পাওয়া যায়। গবর্ণমেণ্ট বেঙ্গল সংস্কৃত এসোসিএশনের উপাধি পরীক্ষায় সভাষ্য তত্ত্বার্থ সূত্র (জৈন দর্শনের) গৃহীত হইয়াছে। এই সূত্রগ্রন্থে দশটী অধ্যায় আছে। 'গন্ধহস্তি-মহাভাষ্য' নামে প্রসিদ্ধ শ্লোকাত্মক গ্রন্থখানি উক্ত তত্ত্বার্থসূত্রের একটি বৃহৎ ভাষ্য। সম্প্রতি এই গ্রন্থ ভারতবর্ষে পাওয়া যায় না। ইহাতে দশটি অধ্যায় আছে। প্রতি অধ্যায়ই দার্শনিক তত্ত্ববিচারে পরিপূর্ণ। তাহার শ্লোকের পরিমাণ (৮৪০০০) চতুরশীতিসহস্র। দিগম্বর সম্প্রদায়ের মতে এই ভাষ্যগ্রন্থ প্রণেতা শ্রীমৎ সমন্তভদ্র স্বামী, আর শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের মতে শ্রীমৎ সিদ্ধসেন দিবাকরাচার্য। সম্প্রতি যে অভিনব তত্ত্বার্থসূত্রের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে সে সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব লিখিতেছি। পূর্বের কথিত উমাস্বাতির তত্ত্বার্থসূত্র ভিন্ন প্রভাচন্দ্রাচার্য-বিরচিত আর একখানি পুরাতন তত্ত্বার্থসূত্র প্রকাশিত হইয়াছে। জৈন পণ্ডিতসমাজ-

মধ্যে তাহাকে প্রভাচন্দ্রাচার্যের রচিত "বৃহৎ তত্ত্বার্থসূত্র'' বলা হইয়া থাকে, এই প্রবাদ একেবারে ভিত্তিহীন নয়। কালবিলুপ্ত বহু গ্রন্থ পুনঃ কালান্তরে প্রকাশিত হইয়া থাকে। 'প্রভাচন্দ্রাচার্য' নামে সুগৃহীতনামা অনেক জৈন বিদ্বান্ ছিলেন। তাঁহাদের গ্রন্থাবলীও সম্প্রতি পাওয়া যাইতেছে; (ক) প্রভাচন্দ্রাচার্য দার্শনিক শ্রেষ্ঠ, ইঁহার বিরচিত বৃহদ্‌গ্রন্থ—প্রমেয়কমলমার্ত্তণ্ড এবং ন্যায়কুমুদচন্দ্র। সর্বদর্শন সংগ্রহে শ্রীমৎ সায়ণমাধবাচার্য উপাধিবাদ খণ্ডন প্রসঙ্গে তাঁহার নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার বিবরণ মাণিকচন্দ্রগ্রন্থমালায় প্রকাশিত 'রত্ন করণ্ড শ্রাবকাচারের' ভূমিকার ৫৭—৬৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে এবং 'প্রমেয়কমলমার্ত্তণ্ডে'র (নির্ণয় সাগর প্রেসে মুদ্রিত) অবতরণিকায় রহিয়াছে। (খ) ইঁহার পূর্বেও অপর একজন প্রভাচন্দ্রাচার্য নামে প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ছিলেন, ইঁহাদের একজন দক্ষিণাপথে পরমুরুনিবাসী বিনয়নন্দী আচার্যের শিষ্য ছিলেন। চালুক্য ভূপতি কীর্তিবর্মার অগ্রহারে (ব্রহ্মত্র, জাইগির্) তাঁহার সাধুতা এবং পাণ্ডিত্যের প্রসিদ্ধি ছিল। এই ইতিহাস 'সাউথ ইণ্ডিয়ান্ জৈনিজম্' পত্রের দ্বিতীয় ভাগে বর্ণিত আছে।* এই প্রভাচন্দ্রাচার্যের অবস্থান কাল বিক্রমাদিত্য সম্বতের ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে, যেহেতু উল্লিখিত কীর্তিবর্মার সময় বিক্রম সম্বতের ৬২৪ বলিয়া ইতিহাস-নিপুণ পণ্ডিতগণ অবধারিত করিয়াছেন, (গ) অন্য এক প্রভাচন্দ্রাচার্যের নাম দৃষ্টি গোচর হয়। তাঁহার উল্লেখ জৈনেন্দ্রব্যাকরণে "রাত্রেঃ কৃতিঃ প্রভাচন্দ্রস্য" এই সূত্রে আছে, অতএব জৈন পূজ্যপাদাচার্যের সময় বিক্রমসম্বতের ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগে অবধারিত হইয়াছে। তৃতীয় প্রভাচন্দ্রাচার্যের পরিচয় শ্রবণ (শ্রমণ) বেল্‌গোলায় যে প্রথম শিলালিপিতে উৎকীর্ণ হইয়াছে, ইহার বিষয়ে এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে মৌর্য সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত এক সময়ে শ্রুতকেবলী (জৈন সাধু) ভদ্রবাহু আচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার সময় বিক্রম সম্বতের অনেক পূর্বকালে। ভদ্রবাহু শ্রুতকেবলীর শিষ্য প্রভাচন্দ্রাচার্যের যে এই প্রাচীন তত্ত্বার্থ সূত্র তাহা নিঃসন্দেহরূপে বলা যাইতে পারে না, কারণ তিনজন প্রভাচন্দ্রাচার্যের মধ্যে এই সূত্র নিচয় কাহার প্রণীত সে বিষয়ের সংশয় থাকিয়া গেল। ইহার পর সুধী সমাজের অনুশীলনে প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। এই পর্যন্ত শ্রুতকেবলী-শিষ্য প্রভাচন্দ্রাচার্য দ্বারা বিরচিত কোন গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

যাহা হউক উক্ত সূত্র ও ভাষ্যকার দিগম্বর সমাজে উমাস্বামী এবং শ্বেতাম্বর সমাজে উমাস্বাতি এই নামে প্রসিদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। জৈন বহুগ্রন্থে উমাস্বাতি নামই স্পষ্ট অঙ্কিত আছে। এই দর্শনগ্রন্থে আচার্য শ্রুতসাগর বিরচিত "শ্রুতসাগরী" টীকায় (†) "উমাস্বামী'' এইরূপ নাম একাধিক স্থানে উল্লিখিত আছে। কিন্তু নামাংশে কিছু প্রভেদ থাকিলেও উক্ত উভয় সম্প্রদায়ে সূত্রকার উমাস্বামী দেব সম্মানার্হ। তদীয় বিরচিত সূত্রাবলী

* সাউথ্ ইণ্ডিয়ান্ জৈনিজম্ পত্র দ্বিতীয় ভাগ ৮৮ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত।

† তাঁহার রচিত "যশস্তিলক" মহাকাব্যের টীকা অতি প্রশস্ত। তদীয় বিবরণ বম্বে মুদ্রিত উক্ত মহাকাব্যের ভূমিকায় আছে।

দর্শনের মুখ্য গ্রন্থ এবং এই সমাজে শ্রদ্ধেয়। এই সূত্রসন্দর্ভে জৈনধর্ম ও দর্শনের সম্পূর্ণ সিদ্ধান্ত অতি সংক্ষেপে সুচিন্তার সম্বদ্ধ হইয়াছে। এইরূপ কোনও তাত্ত্বিক বিষয় নাই যাহা এই সূত্রগ্রন্থে সংগৃহীত হয় নাই। শাস্ত্রসিদ্ধান্তসমুদ্রকে আচার্যদেব, তত্ত্বার্থসূত্ররূপ ক্ষুদ্র ঘট মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া অতি দক্ষতা ও প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন।

এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তত্ত্বার্থ সূত্রাবলীর অর্থগভীরতা দেখিলে সুধীসমাজকেও বিস্মিত হইতে হয়। এই সূত্রাবলী অপর কোন দর্শনের বিষয় ও সূত্রনিচয়ের অনুকরণে রচিত হয় নাই। কেবল প্রমেয় বা পদার্থনিরূপণ প্রমাণাধীনহেতু মহর্ষি গোতমোক্ত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয় উল্লিখিত ও অবধারিত হইয়াছে। এই তত্ত্বার্থাধিগমসূত্রের প্রথম চারি অধ্যায়ে জীবতত্ত্ব, পঞ্চম অধ্যায়ে অজীবতত্ত্ব, (‡) (যাহা পুদ্গল নামে খ্যাত), ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে আস্রব-তত্ত্ব, অষ্টম অধ্যায়ে বন্ধতত্ত্ব, নবম অধ্যায়ে সম্বর ও নির্জরতত্ত্ব, এবং দশম অধ্যায়ে মোক্ষতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। সকল দর্শনশাস্ত্রেরই চরম লক্ষ্য মোক্ষ বা পরিনির্বাণ, সুতরাং এই দর্শনেও সন্দর্ভের শেষভাগে মোক্ষতত্ত্ব বিস্তারিত হইয়া মানবের চিরদুঃখনাশের পথ প্রদর্শিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের শেষভাগে উক্ত জীবাদি সপ্ত পদার্থের ব্যাখ্যা করিবার অভিলাষ আছে।

আচার্য উমাস্বামী ন্যগ্রোধিকা নগরীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন; কিন্তু এই দর্শনশাস্ত্র-প্রণয়ন কুসুমপুর বা পাটলিপুত্র নগরে বিহরণকালে করিয়াছিলেন। জ্ঞানপ্রদাত্রী সরস্বতী দেবীর উপাসনাকালে তিনি পাষাণময়ী দেবীর সঙ্গে আরাধনাতত্ত্ব বিষয়ে কথোপকথন করিয়াছিলেন বলিয়া সুধীসমাজে প্রসিদ্ধি আছে। ইঁহার পিতৃদেবের নাম স্বাতি, জননীর নাম উমা ও বাৎসী; এই উভয় সংজ্ঞায় মিলিত হইয়া তিনি উমাস্বাতি নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। আচার্য বিজয় সিংহ স্বীয় জম্বূদ্বীপসমাস নামক টীকায়ও লিখিয়াছেন—"আচার্যের মাতার নাম উমা এবং জনকের নাম স্বাতি ছিল" ইহাতেই তাঁহার নাম উমাস্বাতি হইয়াছে + + + "অস্য গ্রন্থকারস্যোমা মাতা স্বাতিঃ পিতা তৎসম্বন্ধাদ্ উমাস্বাতিরিতি সংজ্ঞা"। বৈয়াকরণসমাজেও উমাস্বাতি প্রসিদ্ধ ব্যাকরণাচার্য ছিলেন এইরূপ প্রচার রহিয়াছে। হেমচন্দ্রাচার্যসূরি স্বরচিত "শব্দানুশাসন" নামক ব্যাকরণ গ্রন্থে অনু এবং উপ উপসর্গের উৎকৃষ্টতা অর্থ প্রসঙ্গে উমাস্বাতির নাম উল্লেখ পূর্বক উদাহরণ করিয়াছেন।

শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের মতেও উমাস্বাতি কর্তৃক রচিত গ্রন্থের মধ্যে "প্রশমরতি", "যশোধরচরিত্র", "শ্রাবকপ্রজ্ঞপ্তি", "জম্বূদ্বীপসমাস", পূজাপ্রকরণ প্রভৃতি সন্দর্ভ পাওয়া যায়। জিনপ্রভসূরি স্বকীয় "তীর্থকল্প" নামক গ্রন্থে এবং হরিভদ্রসূরির প্রশমরতি নামক গ্রন্থের

---

‡ "নানামুনীনাং মতয়োর্বিভিন্নাঃ।"—অতএব জৈনমতে কণাদঋষির বৈশেষিক দর্শনের ন্যায় সাতটি পদার্থ উক্ত আছে। জীব, অজীব, সম্বর, নির্জর, আস্রব, বন্ধ, মোক্ষ, এই সাতটি পদার্থের সংক্ষেপে জীব ও অজীব এই দুই পদার্থ। এই পদার্থ সকলের বিবরণ বেদান্তভাষ্য, ভামতী, কল্পতরু, ষড়্দর্শন সমুচ্চয়টীকা, অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি, জৈনদর্শনের ভাষ্য, টীকা ও অন্যান্য সন্দর্ভাদিতে লিখিত আছে।

টীকাতে উমাস্বাতি আচার্যকে পাঁচশত গ্রন্থরচয়িতা বলিয়া লিখিয়াছেন। ইহা দ্বারা প্রতীতি হইতেছে যে, উমাস্বামি অতুল প্রতিভাভূষিত বিদ্বান্ ছিলেন,—"ইহাচার্য্যঃ শ্রীমানুমাস্বাতি-পুত্রঃ পঞ্চশত প্রবন্ধপ্রণেতা বাচকমুখ্যঃ"। নগর তালুকের শিলালিপিতে (নং ৪৬) ভাষ্যকার উমাস্বাতি সম্বন্ধে এইরূপ একটি শ্লোক উৎকীর্ণ রহিয়াছে।

"তত্ত্বার্থসূত্রকর্ত্তারমুমাস্বাতি-মুনীশ্বরম্।
শ্রুতকেবলি-দেশীয়ং বন্দেঽহং গুণমন্দিরম্॥"

আমি তত্ত্বার্থসূত্রপ্রণেতা মুনিশ্রেষ্ঠ শ্রুতকেবলী সাধুতুল্য অসীম গুণালয় উমাস্বাতি আচার্যকে অভিবাদন করিতেছি, যেহেতু ইনি বিদ্বৎসমাজে বরণীয় ও শ্রুতকেবলী সাধু সদৃশ ছিলেন।

শ্রবণ (শ্রমণ) বেলগোলার শিলালিপিতে (নং ১০৫) আচার্য উমাস্বাতি বিষয়ে লিখিত আছে,—

"শ্রীমানুমাস্বাতিরয়ং যতীশস্তত্ত্বার্থসূত্রং প্রকটীচকার।
যন্মুক্তিমার্গাচরণোদ্যতানাং পাথেয়ধর্ম্ম্যং ভবতি প্রজানাম্॥"

যতিশ্রেষ্ঠ শ্রীমদুমাস্বাতি (স্বীয় অশেষ বৈদুষ্যগুণে) জৈনদর্শনের তত্ত্বার্থ সূত্রাবলীর ব্যাখ্যা (ভাষ্য) রচনা করিয়াছেন। তাঁহার প্রদর্শিত মহার্ঘ্য (নির্বাণ) তত্ত্বই মুক্তিপথে গমনোদ্যত জনগণের পাথেয় হয়। শ্রবণ বেল্ গোলার অপর একখানি শিলালিপিতেও (নং ১০৮) উমাস্বাতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট অঙ্কিত আছে,—

"অভূদুমাস্বাতি মুনিঃপবিত্রে, বংশে তদীয়ে সকলার্থবেদী।
সূত্রীকৃতং যেন জিনপ্রণীতং, শাস্ত্রার্থজাতং মুনিপুঙ্গবেন॥"

সকল তত্ত্ববেত্তা মুনি উমাস্বাতি (কুন্দকুন্দাচার্য্যের) প্রশস্তবংশে আভিজাত্য সহিত জন্মপরিগ্রহণ করিয়াছিলেন। সে মুনিশার্দুল ভগবান্ জিনদেবের পূত উক্তিসমূহ সূত্রমালায় গ্রথিত করিয়াছিলেন। (এই মতে উমাস্বাতি সূত্র ও ভাষ্যপ্রণেতা) ॥ ১ ॥

"স প্রাণিসংরক্ষণ সাবধানঃ বভার যোগী কিল গৃধ্রপক্ষান্।
তদাপ্রভৃত্যেব বুধাযমাহুরাচার্য্যশব্দোত্তর গৃধ্রপিচ্ছম্॥" ২ ॥

আচার্য উমাস্বাতি প্রাণিবধ ভয়ে সকল সময়ে খুব সাবহিত থাকিতেন। যোগী বেশ ধারণ করিয়া (কোনও কারণবশতঃ) গৃধ্র পক্ষীর পুচ্ছসকল বেশরূপে ব্যবহার করিয়াছিলেন; সে অবধি সুধীগণ তাহাকে "গৃধ্র পিচ্ছাচার্য্য" নামে অভিহিত করিয়াছেন।

প্রথম শ্লোকটি পাঠান্তরিত ভাবে দেখিতে পাওয়া যায় যথা,—

"তত্ত্বার্থসূত্রকর্তারং গৃধ্রপিচ্ছোপলক্ষিতম্।
বন্দে গর্ণীন্দ্র সংঘাতমুমাস্বাতিংমুনীশ্বরম্॥"

এই শ্লোকে 'গৃধ্রপিচ্ছ-উপলক্ষিত' এইটি উমাস্বাতির অপর নাম। এই মতে উমাস্বাতির গুরু কুন্দকুন্দাচার্যের (তদীয়) শিষ্য উমাস্বাতি উপলক্ষিত বিধায় প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। এই বিষয়ে জৈনাচার্যগণের মধ্যে নানারূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে; বিশেষ বিস্তার ভয়ে

এই স্থলে উল্লেখে বিরত হইলাম। একজন আচার্যের অবস্থা ও সময় বা কার্য ভেদে অনেক নাম দেখিতে পাওয়া যায়। যেরূপ কুন্দকুন্দস্বামীর পদ্মনন্দী, এলাচার্য, বক্রগ্রীব, গৃধ্রপিচ্ছ প্রভৃতি নাম প্রকাশিত আছে। পদ্মনন্দী নামে আচার্য স্থানীয় সপ্তম ও অষ্টম অনেক আচার্য হইয়াছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে "পঞ্চবিংশতিকা" এবং "জম্বুদ্বীপপ্রজ্ঞপ্তি" সন্দর্ভপ্রণেতা বিখ্যাত। এই প্রসঙ্গে প্রশস্তির শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়,—

"তস্যান্বয়েভূবিদিতেবভুব যঃ পদ্মনন্দী প্রথমাভিধানঃ।
শ্রীকুন্দকুন্দাদিমুনীশ্বরাখ্যঃ সৎ সংযমাদুদ্ভুত-চারণর্দ্ধিঃ ॥" ১ ॥
"অভুদুমাস্বাতিমুনীশ্বরোঽসাবাচার্য শব্দোত্তর গৃধ্রপৃচ্ছঃ।
তদন্বয়ে তৎসদৃশোঽস্তি নান্যঃ স্তাৎকালিকাশেষ পদার্থবাদী ॥" ২ ॥

পূর্বের লিখিত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকের মধ্যে কিছু পাঠের তারতম্য দৃষ্ট হয়। এই গ্রন্থকার প্রথমে কুন্দকুন্দাদিনামে পরিচিত হইয়া পরিণত বয়সে উমাস্বাতি আচার্য-গৃধ্রপিচ্ছাদি নাম ধারণ করিয়াছিলেন। 'প্রাকৃত বৈদগাহা' (প্রাকৃত বৈদ্যগাথা) নামে চিকিৎসা শাস্ত্রীয় একখানি প্রাকৃত গ্রন্থ কুন্দকুন্দাচার্যের বিরচিত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে চিকিৎসা বিষয়ে চারিহাজার গাথা আছে। ভাষ্যকার উমাস্বাতির পরবর্তী অপর এক উমাস্বাতি ছিলেন তাঁহার বিরচিত গ্রন্থ—"পঞ্চ নমস্কার স্তবন" এবং "শ্রাবকাচার" (সন্দর্ভ) ইহা প্রসিদ্ধ আছে। অপর কাহারও মতে কুন্দকুন্দস্বামী-বিরচিত চতুরশীতি সংখ্যক প্রাভৃত (পাহুড়) সন্দর্ভ প্রখ্যাত রহিয়াছে। এই সকল গ্রন্থ হইতে দেখা যায় প্রাকৃত নাটক সময়সার, পঞ্চাস্তিকায়, প্রবচনসার, রয়ণসার, ষট্‌পাহুড় প্রভৃতি প্রাকৃত ভাষায় বহুগ্রন্থ প্রচারিত রহিয়াছে, কিন্তু উমাস্বাতি আচার্য-বিরচিত একমাত্র সংস্কৃত তত্ত্বার্থসূত্রভাষ্য ভিন্ন অপর কোন সংস্কৃত সন্দর্ভ পাওয়া যাইতেছে না। সম্প্রতি তত্ত্বার্থসূত্রের ভাষ্যকার, টীকাকারগণের কথা বলিয়া তাহার পর দর্শনোক্ত পদার্থ বিষয়ে কিছু বলিবার ইচ্ছা আছে। এই তত্ত্বার্থাধিগমসূত্রের ভাষ্য ও টীকা-বৃত্তিকার অনেক। এখন তত্ত্বার্থসূত্রের যে সকল ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তৎসমূহের সংক্ষেপে বিবরণ প্রদান করিতেছি—(১) উক্ত সূত্রভাষ্য শ্রীমৎ সমন্ত ভদ্রস্বামী-বিরচিত, ইহার শ্লোক সংখ্যা চতুরশীতিসহস্র (৮৪০০০)। এই ভাষ্য সম্প্রতি ভারতবর্ষে দুষ্প্রাপ্য, শতবৎসর পূর্বে ইহা ভারতবর্ষে বিদ্যমান ছিল। এই ভাষ্যের প্রারম্ভিক মঙ্গলাচরণ একশত পনের (১১৫) শ্লোকে পূর্ণ হইয়াছে। এই মঙ্গলাচরণকে "দেবাগমস্তোত্র" বা "আপ্তমীমাংসা" নামে অভিহিত করা হইয়াছে। আপ্তমীমাংসার উপরে ভট্ট অকলঙ্ক দেব "অষ্টশতী" এবং বিদ্যানন্দস্বামী "অষ্টসহস্রী" পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। এই দুইখানি সন্দর্ভ দার্শনিক সমাজে বিশেষ সমাদৃত।

"আরাধনাকথাকোষ" নামক সন্দর্ভে সমন্ত ভদ্রস্বামীর চরিতকথা স্পষ্টরূপে বর্ণিত আছে। তাঁহার সময় বিক্রম সম্বতের ১২৫ শকাব্দ বলিয়া প্রাচীন আচার্যেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে "আপ্তমীমাংসা" পুস্তকের ভূমিকায় স্পষ্টভাবে আলোচিত হইয়াছে।

উদয়পুর ও জয়পুরের জৈনপুস্তকালয়ে "গন্ধহস্তি মহাভাষ্যে"র অস্তিত্ব সম্বন্ধে শুনিতে পাওয়া যায়। ভট্টাকলঙ্কদেবের "অষ্টশতী" এবং শ্রীমদ্ বিদ্যানন্দী স্বামীর "অষ্টসহস্রী" এই দুই পুস্তক দার্শনিক তত্ত্ববিচারে পরিপূর্ণ। বিদ্যানন্দী স্বামী সম্বৎ ৬৮১তে বর্তমান ছিলেন। বিক্রম শতাব্দীর ছয়শত সম্বৎসরে (৬০০) অকলঙ্কদেব বিদ্যমান ছিলেন। খেত নামক নগরে তাঁহার জন্ম হয়; স্বীয় অশেষ পাণ্ডিত্য প্রভাবে ভূপতি শ্রীমৎ হিমশীতলের সভায় তিনি প্রধান পণ্ডিত ছিলেন।

(২) সূত্রের টীকা "সর্বার্থসিদ্ধি", এই টীকা মুদ্রিত হইয়াছে। ইহার রচয়িতা পূজ্যপাদ স্বামী। দেবনন্দী, জিনেন্দ্রবুদ্ধি, নন্দিসঙ্ঘাচার্য প্রভৃতি ইঁহার নামান্তর ছিল। প্রসিদ্ধ কলাপ ব্যাকরণের টীকাকারগণ উপাদেয় বুদ্ধিতে বহুশ্লোক "যদাহ জিনেন্দ্র-বুদ্ধিঃ" বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন। জিনেন্দ্রবুদ্ধির স্বতন্ত্রভাবে অপর একখানি ব্যাকরণের সন্দর্ভ মুদ্রিত হইয়াছে। সর্বার্থসিদ্ধি টীকার শ্লোকসংখ্যা ৫৫০০। (৩) তত্ত্বার্থরাজবার্ত্তিক (রাজবার্তিকালঙ্কার) শ্রীভট্টাকলঙ্কদেব-বিরচিত; ইহার শ্লোকসংখ্যা ১৬০০০। (৪) শ্লোক বার্ত্তিকালঙ্কার—স্বামী বিদ্যানন্দী প্রণীত, তাহার শ্লোক পরিমাণ ১৮০০। এই গ্রন্থখানি দুইখণ্ডে পরিষ্কৃতভাবে মুদ্রিত হইয়াছে। (৫) তত্ত্বার্থসূত্রের "শ্রুতসাগরী" টীকা, শ্রীমৎ শ্রুতসাগর সূরি বিরচিত, তদীয় শ্লোক পরিমাণ ৮০০০। এই শ্রুত সাগর সূরি, সোমদেব সূরি বিরচিত "যশস্তিলক" মহাকাব্যের টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। এই মহাকাব্য বোম্বে মুদ্রিত হইয়াছে। ইঁহার "যশস্তিলকচন্দ্রিকা" বিশেষ কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ। বিরচনের সময় সম্বৎ ১৫৫০। (৬) তত্ত্বার্থাধিগমসূত্রের "সুখবোধিনী" টীকা (ইহা নব্য শ্রুতসাগর পণ্ডিত কর্তৃক বিরচিত ?) ইহার শ্লোকসংখ্যা প্রায় (৭০০০) সাত হাজার। মতান্তরে ভাস্করনন্দ সূরি ইহার প্রণেতা, গ্রন্থের আরম্ভ শ্লোকদ্বারা বোধহয় যে অনন্তনাথ শর্মাই (বঙ্গীয়) সুখবোধিনীর কর্তা। এই টীকা সুখবোধা ও সুখবোধিনী টীকা এই দুই নামে উল্লেখিত আছে। (৭) তত্ত্বার্থ টীকা বিবুধ সেনাচার্য-বিরচিত, ইহার শ্লোক পরিমাণ ৩২৫০। ইহার বিশেষ ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় নাই। (৮) তত্ত্বার্থ প্রকাশিকা টীকা, শ্রীমদ্ যোগীন্দ্র দেব কর্তৃক রচিত। এই টীকার বিবরণ এখনও পাওয়া যায় নাই। (৯) তত্ত্বার্থবৃত্তি—শ্রীযোগদেবগৃহাচার্য প্রণীত, ইহার কোনরূপ ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় নাই। (১০) তত্ত্বার্থ টীকা—শ্রীলক্ষ্মীদেবগৃহাচার্য কৃত, এখনও ইহার কোন বিবরণ প্রাপ্ত হই নাই। (১১) তাৎপর্যতত্ত্বার্থ টীকা, অভয়নন্দি-সূরি-বিরচিত। ইহার পূর্বে অভয়নন্দি সূরি নামে আরও দুইজন আচার্য জন্মলাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং ইনি তৃতীয় অভয়নন্দি। (১২) তত্ত্বার্থসূত্র-ব্যাখ্যান, ইহা কর্ণাটদেশীয় ভাষায় রচিত। গ্রন্থকর্তা শ্রীলক্ষ্মী সেন ভট্টারক। আচার্য অভয়নন্দি সম্বৎ ৭৭৫ শকে বিদ্যমান ছিলেন; ইঁহার প্রণীত জৈনেন্দ্র ব্যাকরণের "বৃহদ্‌বৃত্তি" সুপ্রসিদ্ধ ও মুদ্রিত।

এখন শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের অভিমত ভাষ্যকার ও টীকাকারাদির নাম উল্লিখিত হইতেছে।

(ক) গন্ধহস্তি মহাভাষ্যকার,—সিদ্ধসেন দিবাকর; ইঁহার জন্ম হয় দক্ষিণাপথের প্রতিষ্ঠানপুর নামক নগরে। মহাবীর সম্বতের ৫০০ শতবর্ষে তাঁহার সমাধি লাভ হয়। ইঁহার প্রণীত "দ্বাত্রিংশতশতিকা", "একবিংশতি গুণস্থানপ্রকরণ" "শাশ্বতজিন স্তুতি", "কল্যাণমন্দির স্তোত্র" প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছে। এই বিষয়ে মহাপুরাণের লেখানুসারে "কবয়ঃ সিদ্ধসেনাদিঃ" বুঝিতে পারা যায় যে এই নামে অপর একজন কবি ছিলেন।

(খ) সূত্রের সিদ্ধসেন গণি-বিরচিত টীকা, ইহার শ্লোক সংখ্যা ১৮২৮২। এই বিষয়ে উক্তি এইরূপ,—

"অষ্টাদশ সহস্রাণি দ্বেশতে চ তথাপরে।
অশীতিরধিকাদ্বাভ্যাং টীকায়াঃ শ্লোকসংগ্রহঃ ॥"

এই বিষয়ে অপর কোন পণ্ডিত বলেন যে, 'হরিভদ্রসূরি' এই টীকা লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার শরীর পরিহারের পর তদীয় শ্রেষ্ঠ শিষ্য যশোভদ্র সূরি অবশিষ্ট টীকা রচনা করিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়া যান।

হরিভদ্র সূরি-রচিত "ষট্দর্শন সমুচ্চয়" নামক (জৈনমতে) ছয়খানি দর্শনের সার-সংগ্রহরূপ পুস্তক সুধী সমাজে অতিশয় উপাদেয়। ইহার টীকা সূরিবর-গুণরত্ন-প্রণীত। ইহা বহু তত্ত্ব ও গবেষণাপূর্ণ। অপর একখানি টীকা মণিভদ্রদেব সূরি-বিরচিত। ইহাও মুদ্রিত হইয়াছে।

(গ) তত্ত্বার্থ টীকা, এই টীকা-প্রণেতা উক্ত হরিভদ্রসূরিবর্য্য। ইহার শ্লোকপরিমাণ ১১০০।

(ঘ) তত্ত্বার্থাধিগম সূত্রের ভাষ্যকার উমাস্বাতিবাচক। এই ভাষ্যকার বাচকদিগম্বর সম্প্রদায়ের পট্টাবলী (প্রাচীন আচার্যগণের পুরাবৃত্ত লেখা) অনুসারে বিক্রমার্ক-সম্বতের ১০১ কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে নন্দিসঙ্ঘের আচার্যপদে একচত্বারিংশদ্ (৪১) বৎসরে ধর্মের উপদেষ্টারূপে সমাসীন ছিলেন। ভগবান্ মহাবীর তীর্থঙ্করের মহানির্বাণ সময়, বিক্রমাদিত্য শকাব্দের ৬০৫ বৎসর পূর্বে। ইহা উভয় জৈন সম্প্রদায়ের অভিপ্রায় অনুযায়ী অবধারিত। বিক্রমার্ক সম্বৎ ও শালিবাহন ভূপাল শকাব্দ বিষয়ে জৈনাচার্যগণের মধ্যে মতভেদ এখনও বর্তমান আছে। জৈনাচার্যগণের কালনিরূপণ প্রসঙ্গে তাঁহারা প্রায় বিক্রমার্ক সম্বতের অনুসরণ করিয়াছেন। চতুর্বিংশতি তীর্থঙ্করের (২৪ ধর্মে অবতার) বিষয় পরে বলিতে ইচ্ছা রহিল। বিক্রমার্ক সম্বতের পূর্বে যাঁহারা ধর্মাচার্যপদে উপবিষ্ট ছিলেন তাঁহাদের নাম এই স্থলে সংক্ষেপে উল্লেখ করা উচিত মনে করি—(১) কেবলী সাধু—গোতম স্বামী (ক) সুধর্মাস্বামী (খ) জম্বূস্বামী (গ)। (২) শ্রুতকেবলী—বিষ্ণুকুমার (ক) নন্দিমিত্র (খ) অপরাজিত (গ) গোবর্দ্ধন (ঘ) ভদ্রবাহু (ঙ)।

(৩) একাদশ অঙ্গ এবং দশপূর্বপাঠী (আচার্যগণের বিভাগ অনুসারে উপাধি)—(ক) বিশাখাচার্য (খ) নক্ষত্রাচার্য (গ) নাগসেনাচার্য (ঘ) জয় সেনাচার্য (ঙ) সিদ্ধার্থাচার্য (চ) ধৃতি সেনাচার্য (ছ) বিজয়াচার্য (জ) বুদ্ধিলিঙ্গাচার্য (ঝ) দেবাচার্য (ঞ) ধর্ম্মসেনাচার্য।

একাদশ (১১) অঙ্গের পাটী—দ্বিতীয় নক্ষত্রাচার্য (ক) জয়পালাচার্য (খ) পাণ্ডবাচার্য (গ) কংসাচার্য (ঘ)।

দশাঙ্গ—সুভদ্রাচার্য। নবাঙ্গ—যশোভদ্রাচার্য, বিক্রমাব্দের পরে যাহারা আচার্য অঙ্গ স্থানীয় তাহাদের নামও উল্লিখিত হইতেছে—(ক) আট অঙ্গ পাটী, দ্বিতীয় ভদ্রবাহু আচার্য, ইনি বিক্রমার্ক শকাব্দের চৈত্র শুক্ল পক্ষের চতুর্দশী তিথিতে আচার্যের আসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। সপ্তাঙ্গপাটী—লোহাচার্য, ইহার সময়ে কাষ্ঠ সঙ্ঘ স্থাপিত হইয়াছিল। একাঙ্গপাটী, অর্হদবলি (ক) মাঘনন্দি (খ) ধরসেন (গ) পুষ্পদন্ত (ঘ) ভূতবলি (ঙ)। এই আচার্যভূতবলির পরে অঙ্গজ্ঞানের (রীতি) বিচ্ছেদ হইয়াছিল। তাহার পর বিক্রম শকের ২৬ বৎসরে ফাল্গুন মাসের শুক্ল চতুর্দশীতে গুপ্তিগুপ্তাচার্য; উক্ত শকের ৩৬ বৎসরে আশ্বিন মাসের শুক্ল পক্ষে মাঘনন্দী, এবং ৪০ বিক্রম শকের ফাল্গুন মাসের ত্রয়োদশী তিথিতে দিন চন্দ্রাচার্য; বিক্রমার্কশকের ৩৯ বৎসরে পৌষমাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে বহু সংস্কৃত জৈনগ্রন্থ প্রণেতা আচার্য ক্রমানুসারে শ্রীমৎ কুন্দাচার্য, আচার্য পদে আরোহণ করেন। তাঁহারই শিষ্য ভাষ্যকার সুখ্যাত শ্রীমৎ উমাস্বামী, বিক্রম সম্বতের ১০১ অব্দেতে আচার্যপদে বৃত হইয়াছিলেন ইহা পূর্বেও উক্ত হইয়াছে। সম্প্রতি তত্ত্বার্থাধিগমসূত্রের যে সকল পণ্ডিতগণ হিন্দী ভাষ্য ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছেন তাঁহাদেরও নামাদি সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি—

(ক) সর্বার্থসিদ্ধি টীকার ভাষানুবাদক পণ্ডিত জয়চন্দ্রজী, ইহার শ্লোক সংখ্যা— ১০০০০
(খ) অর্থপ্রকাশিকা, পণ্ডিত সদাসুখদাসজী বিরচিত ,, ,, ১০৮৩২
(খ) রাজবার্ত্তিকভাষা, ,, ফতেহলালজী প্রণীত ইহার শ্লোক অজ্ঞাত।
(ঘ) সূত্রদশাধ্যায় ,, টেকচন্দ্রজী বিরচিত (শ্রুত সাগরী টীকার অনুসার) শ্লোক সংখ্যা অজ্ঞাত।

(ঙ) ,, বচনিকা ,, জয়বন্তজী রচিত। ইহার শ্লোক সংখ্যা ৪২৭০।
(চ) ,, ,, ,, শিবচন্দ্রজী। ইহার শ্লোক সংখ্যা ৪০০০০।
(ছ) ,, ,, ,, সদাসুখজী [২] শ্লোক সংখ্যা ১৯০০
(জ) ,, ,, ,, ফতেহলালজী [২য়] ,, অজ্ঞাত
(ঝ) ,, ,, ,, দেবীদাস জী ,, ,,
(ঞ) ,, ,, ,, মকন্দজী ,, ,,
(ট) ,, ,, ,, প্রভাচন্দ্রজী ,, ,,
(ঠ) ,, ,, ,, বন্তাবর রতনলাল জী ,, ,,
(ড) ,, ,, ,, "ছন্দোবদ্ধ", হীরালালজী ,, ,,
(ঢ) ,, ,, ,, ছোটেলালজী ,, ,,
(ণ) ,, ,, ,, বিধিচন্দ্র জী [বুধ জন] ,, ,,

তত্ত্বার্থাধিগম সূত্র বা জৈন দর্শনের বর্তমান সময়ে এই পনের খানি ভাষা টীকা প্রকাশিত হইয়াছে।

সম্প্রতি প্রাপ্ত† সূত্র গুলির সংক্ষেপে সংস্কৃত টীকা ও বাঙ্গালা ব্যাখ্যা রচনা পূর্বক প্রকাশিত করা সমুচিত মনে হয়। সূত্রের পূর্ণসংখ্যা ১০৫টি। এই সূত্রগুলির সঙ্গে পূর্ব প্রকাশিত সভাষ্য উমাস্বাতি আচার্যের সূত্র সমূহের বহুস্থলে পাঠভেদ ও সূত্র সংখ্যার তারতম্য দৃষ্ট হয়। ইহা অনুবাদ বা ব্যাখ্যার সময় প্রদর্শিত হইবে। এইরূপ পাঠভেদের হেতু সম্প্রদায় (দিগম্বর এবং শ্বেতাম্বর) বিভাগ এবং ভিন্ন গ্রন্থকারের মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। সভাষ্য-জৈন-দর্শনের একাধিক টীকা, বার্ত্তিক, ভাষ্য পড়িবার সুযোগ পাইয়াছি। এখানে "অনেকান্ত" পত্রে প্রাপ্ত সূত্রগুলি (প্রভাচন্দ্রাচার্যের) প্রাচীন হইলেও ইহার পূর্বে কখনও প্রকাশিত হয় নাই।

ইহা আনন্দের বিষয় যে এই গ্রন্থখানি মূল এবং মদীয় সংস্কৃত টীকা ও বাংলা ব্যাখ্যাদি সমেত ভারতী মহাবিদ্যালয়ের জৈন গ্রন্থমালার ১ম পুস্তকরূপে প্রকাশিত হইতেছে। শুনিলাম দাল্‌মিয়া নগরের শ্রীযুক্ত শান্তিপ্রসাদ জৈন মহোদয় ইহার জন্য অর্থসাহায্য করিবেন। জৈন সম্প্রদায়ের অন্যান্য ধনী ব্যক্তিও যদি তাঁহার ন্যায় অর্থসাহায্য করেন তাহা হইলে বহু অমূল্য জৈনগ্রন্থ অচিরে প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা হয়। আমি এবিষয়ে তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ইতি

আষাঢ়ী পূর্ণিমা, ১৯৯৯ সংবৎ
কলিকাতা।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রী

---

† 'অনেকান্ত' পত্রে প্রাপ্ত সূত্র (বর্ষ ৩, কিরণ ৬-৭, এপ্রিল ও মে)।

तत्त्वार्थसूत्रम् ।

प्रागभाषणम्

स्वस्ति। अयि भो भारतीयप्रत्नविद्यारसिकाः! अतिरोहितमेतद् विपश्चिदपश्चिमानां यन् महानुभावेन जैनमतभास्करेण श्रीमता उमास्वातिना आर्हतागमसमुद्रमामथ्य तत्त्वार्थाधिगमसूत्रं स्वोपज्ञभाष्यसनाथीकृतम् इदंप्राथम्येन संस्कृतभाषया विरचय्य जैनदर्शनबुभुत्सूनां महानुपकारप्राग्भार आरचितः खृष्टीयप्रथमशतके। इतस्ततो विप्रकीर्णानां तत्त्वानामेकत्र समाहारेण आगमोदधिः क्रीड़ापुष्करिणी व्यधायि। दिगम्बरीयाणां श्वेताम्बरीयाणां चाविशेषेण तस्मिन् बहुमानबुद्धिः। अनन्तरं च कालेन क्रमोपचीयमानं विनेयानां मतिमान्द्यं श्रमभीरुतां चोपलभ्य उमास्वातिसूत्रं दुर्बोधतामापद्यमानमालक्ष्य श्रीमता प्रभाचन्द्रेण सूरिवरेण तत् संचिक्षिपे। इदन्तु न प्राक् प्रकाशितं केनापि। अधुना भारतीजैनपरिषदो मन्त्रिणा श्रीमता सतीशचन्द्रशीलेन पण्डितप्रकाण्डेन जैनदर्शननिष्णातेन श्रीमता ईश्वरचन्द्रशास्त्रिणा विरचितया व्याख्यया भूषितं कृत्वा चुत्रत्पादकमिदं पुस्तकमिदंप्रथमतया प्रकाश्यते। व्याख्या चेयमर्थगाम्भीर्येण पदसौष्ठवेन च प्राचीनानां लेखशैलीं विड़म्बयन्ती सुबोधतया च छात्राणामतितमामुपकुर्वती आर्हतमतपरिशीलनकामानां प्राथमकल्पिकानामुपजीव्यभूता भवेदिति नातिशयोक्तिरस्माकम्। अधुनातनविद्यार्थिनां शास्त्रानुशीलनं गौणमेव समजनि। अल्पीयसा प्रयत्नेन यथा शास्त्रार्थाधिगतिर्जायेत तथैव प्रवर्त्तन्ते चाधुनिकाः। अतो ग्रन्थगौरवं परिहृतं टीकाकर्त्रा। तत्त्वार्थसूत्रप्रमेयाणां प्रायः सर्वेषामेवात्र प्रतिपादनं कृतं मूलकारेण। टीकाकारेणापि ग्रन्थकारस्वरसमनुरुन्धानेन ग्रन्थलाघवकामेन उमास्वातिभाष्यविवरणादिभ्यो वचनानि समाकृष्य व्याख्यायां भूयसा नोपन्यस्तानि स्वपाण्डित्यप्रख्यापनार्थम्। मितं च सारं च वचो हि वाग्मितेति कविवचः सार्थकीकुर्वते पण्डिताग्रेसराय श्रीमते ईश्वरचन्द्र शास्त्रिणे साधुवादं प्रयच्छता वाक्प्रपञ्चनान्मयोपरम्यते। तेन च न केवलं प्रामाणिकार्हतवचनं स्वोक्तुत्रपोद्वलकतया स्वव्याख्यायामुपन्यस्तं परन्तु वैदिकमतानुरोधिनामपि मतं तत्र तत्र उपादाय सपारिषदमिदं व्याख्यानं कृतम्। तावता च सर्वप्रवादुकानां सर्वथा एकवाक्यता प्रतिपिपादयिषितेति न चिन्तनीयम्। अतस्तत्र सिद्धान्तविरोधः कृत इति सर्वथा सर्वत्र नाभिनिवेष्टव्यम्। अस्य ग्रन्थस्य पठनपाठनप्रणालिकया प्रचयगमनं भूयसा कामयामहे वयमिति

श्रीसातकड़ि मुखोपाध्यायशर्मणः।

সূচী

সমাপ্ত

तत्त्वार्थसूत्रम्

(প্রভাচন্দ্রাচার্যের স্থত্রসন্দর্ভারম্ভ)

ऐं ओं नमः सिद्धम्। अथ दश सूत्रं लिख्यते।

टीकारम्भः।

शान्तिप्रदं शान्तिसिन्धुं भवरोगमहौषधम्।
सर्वदुःखप्रहर्त्तारं भुवनेशं जिनं भजे॥ १॥
श्रीयुतेश्वरचन्द्रेण विप्रेण सुधियां मुदे।
श्रीमत्तत्त्वार्थसूत्रेषु क्रियते बालबोधिनी॥ २॥

अयैमिति मन्त्रशास्त्रोक्तं सारस्वतं वीजम् सर्वेषाम्। ओं इति सुप्रसिद्धः प्रणवमन्त्रः। ग्रन्थादौ अनयोः संकीर्त्तनात् एतद्ग्रन्थस्य निष्प्रत्यूह-समाप्तिः। तत्त्वज्ञापकत्वं कल्याणं गुरुपरम्परागतं शिष्टाचरणञ्च सूचितम्भवति। अस्मिन्नथशब्दोऽपि ग्रन्हारम्भ परिसूचकः। दशसूत्रमित्यत्र अथादर्शसूत्रमिति साधुपाठः।

लेखक प्रमादादेतादृशो विकलः पाठः। सिद्धमिति सकललोकाराध्य-त्वेन प्रविदितं आर्हतं सुप्रसिद्धम्। अत्र चतुर्थ्यर्थे प्रथमा सूत्रत्वात्। मन्त्रपूर्वक सिद्धाय नम इत्यर्थः। यद्वा देवस्तुत्यनन्तरं शिष्यजिज्ञासानन्तरं वाथ-शब्दस्यानन्तर्य्यार्थः। लिख्यते लोकानां निर्वाणार्थं विरच्यते॥

ঐং ওঁ এই মন্ত্রদ্বয় উচ্চারণ পূর্বক সিদ্ধদেবকে নমস্কার করিয়া অনন্তর দশস্থত্র (অর্থাৎ আদর্শ স্থত্র) লিখিত হইতেছে।

(সংক্ষেপে শাস্ত্রের তাত্ত্বিক বিষয় যাহাতে স্থচিত হয় তাহার নাম স্থত্র)। দশ শব্দটি লিপিকরের প্রমাদবশতঃ উল্লিখিত হইয়াছে। তাহার স্থানে 'আদর্শ' এইরূপ পাঠ শুদ্ধ, আদর্শ মূল বা প্রথম। পূর্বোক্ত মন্ত্রদ্বয় তন্ত্র ও অপর শাস্ত্র প্রসিদ্ধ, স্থতরাং এই মন্ত্রদ্বয়ের ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না, কোন কোন জৈনাচার্যের মতে লিপিকর প্রমাদ বশতঃ অথবা অ-জৈনের অনুলিপিকালে উক্ত মন্ত্রদ্বয় লিখিত হইতে পারে। পণ্ডিত রতন লাল জৈনজী যেরূপ পুরাতন পুঁথি পাইয়াছেন সেই রূপই লিখিয়াছেন।

এইটি গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে মঙ্গলাচরণ।

सद् दृष्टिज्ञानवृत्तात्मा मोक्षमार्गः सनातनः।
आविरासीद् यतोवन्दे तमहं वीरमच्युतम्॥ १॥

टीका। सदिति। सद्दृष्टिः सम्यग्दर्शनम्, एवं ज्ञानपदेन सूत्रोक्तं सम्यग् ज्ञानम्। वृत्तपदेन सम्यक् चारित्रम्। अत्र सत्शब्देन सम्यग् बोधकेन प्रत्येकं सम्बध्यते। तदव्यवहितपर सूत्रे स्फुटी भविष्यति। एतत्रितयं आत्मा स्वरूपं यस्य सः। तस्मादत्र भुवने सनातनः शाश्वतः। मोक्षमार्गः कैवल्य पन्था येनाविष्कृतः तमच्युतं अविनश्वरं वीरं जिनदेवम्। वन्दे नमस्करोमीति। यस्मात् सम्यज्ज्ञानादिकं प्रादुरभूत् तं देवं प्रणमामीतिभावः। वीरमिति। विशेषेण ईरयति लोकमानसे शान्त्युद्रेकं सम्यज् ज्ञानञ्च जनयति इति वीरः। जयति रागादीन् सर्वान् यः स जिनः। "जिनोर्हति वुद्धे च पुंसिस्याज्जित्वरेत्रिषु" इति कोषः। जिनदेवोपदेशज्ञापकं दर्शनं जैनदर्शनम्। दृश्यते ज्ञायते येन तद्दर्शन मिति दृशे ज्ञानार्थतेति॥ क॥

সব্যাখ্যানুবাদ। এই দর্শন শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় মোক্ষমার্গ। যাহার উপদেশ দ্বারা সনাতন মোক্ষপথের দর্শন সমাজে আবির্ভূত হইয়াছে তিনিই অমর বিশ্বপ্রভু, সকল সদ্‌গুণাধার অবিনশ্বর সেই জিন দেবকে গ্রন্থের প্রারম্ভে নমস্কার। এক সময়ে অবতীর্ণ হইয়া বীর প্রভু সম্যক্ জ্ঞান প্রভৃতির উপদেশ দ্বারা মানবের কল্যাণ ও নির্বাণের নিমিত্ত যাহা প্রচার করিয়াছিলেন সে সকল তত্ত্ব পুনঃ প্রচার করিবার প্রয়োজন হয়, যেহেতু প্রচারিত তত্ত্ব সকল কালের প্রভাবে সমাজ মধ্যে লোকের অনাদরেও লুপ্ত হইয়া যায়। এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় প্রাচীন জিন দেবের উপদিষ্ট, তদনুসারে প্রভাচন্দ্রাচার্যও বর্ণনা করিয়াছেন॥ ক॥

सूत्रारम्भः

सम्यग्दर्शनावगमवृत्तानि मोक्षहेतुः॥ १॥ *

टीका। सम्यगिति। सम्यग् दर्शनं, सम्यज् ज्ञानं, सम्यक् चारित्रम्। सम्मिलितमेतत्रितयं मोक्षसाधनमित्यर्थः। अत्रावगमवृत्तपदाभ्यां ज्ञानचारित्रयोर्ग्रहणं भवति।

---

* सभाष्यतत्वार्थाधिगम सूत्रपाठएवमेव दृश्यते। "सम्यग्दर्शन ज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः॥" इति अः १, सूत्र १। अनयोः सूत्रयोरेकार्थता।

नन्वत्र प्रत्येकं मोक्षहेतुः। मोक्षो जीवस्य नित्यं कर्म्मबन्धरहितस्य अलोकाकाशगमनम्। चरमनिर्वृतिर्वा। त्रिषु मध्ये एकस्याभावे अन्यद्द्वयं नैवमोक्ष-साधनं भवति। त्रिषुमध्ये पूर्व्वस्यलाभेऽवश्यमपरलाभः। उत्तरलब्धौ नियत-म्पूर्वलाभः। समञ्चतीति सम्यक्। अयं शब्दः निपातोवा। सङ्गतं प्रशस्तं वा दर्शनं सम्यगदर्शनम्। अनयोर्ज्ञानचरित्रयोरपि प्रशस्तसमीदृग्बोध्यम्। अन्यदग्रे वक्ष्यते ॥ १ ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। সম্যক্ দর্শন, সম্যক্ জ্ঞান, সম্যক্ চারিত্র এই তিনটি সম্মিলিতভাবে মোক্ষের কারণ রূপে কীর্তিত আছে। উমাস্বাতি আচার্যের সভাষ্য সূত্র পাঠ অন্য প্রকার, যথা,—"সম্যক্দর্শন-জ্ঞান-চারিত্রাণি মোক্ষমার্গঃ"। 'জ্ঞান'পদের স্থানে 'অবগম' পদ এবং 'চারিত্র' এই পাঠের স্থলে 'বৃত্ত' এই পদটি সূত্রে পরিদৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু উভয় সূত্রস্থ পদ বিভিন্ন হইলেও একার্থের বোধক। সূত্রের অর্থ উক্ত ভাষ্যে এবং সর্ব্বার্থসিদ্ধিনামক টীকাতে বিশদরূপে বর্ণিত আছে। সভাষ্য সূত্রের টীকা সমূহ এবং ভাষ্যের বিবরণ এই সূত্র গ্রন্থ সমাপ্তির পর পরিব্যক্ত হইবে ॥ ১ ॥

* সভাষ্য তত্ত্বার্থাধিগম সূত্রে পাঠ এইরূপ—সম্যগ্দর্শন জ্ঞানচারিত্রাণি মোক্ষমার্গঃ।" ইতি অঃ ১, সূঃ ১।

जीवादि सप्ततत्त्वम् ॥ २ ॥

टीका। जीवादिति। अत्रादिपदात् अजीवादयः षड्ज्ञेयाः। तथाहि जीवाजीवाश्रव-सम्बर-निर्जर-बन्धमोक्षाः। एतानि जीवादयः सप्ततत्त्वानि सप्तपदार्था-इत्यर्थः। जैनागमेतु एतेषां सप्तविधानां तत्त्वसंज्ञेति। वेदान्तदर्शने भाष्य-टीकाकद्भिः सप्तपदार्था इत्यभानि। एवं षड्दर्शनसमुच्चयेऽन्यत् पुष्कलं वर्णित-मस्ति। सूत्रमिदं प्रथमाध्यायेऽत्र द्वितीयं स्थानं गतम्। स भाष्यतत्त्वार्थाधि-गमसूत्रेषु अत्राध्याये चतुर्थं स्थानं प्राप्तम्। तत्रैवंपाठरीतिः "जीवाजीवाश्रव-बन्धसम्बरनिर्जर-मोक्षास्तत्त्वम्"। अत्र तु आदिपदोपादानेनाजीवादीनां षण्णां संग्रहः कृतः। परमत्रार्थभेदोनास्ति। अपरेषु अष्टसहस्री प्रभृतिदर्शनसन्दर्भेषु एतेच सप्त पदार्थाः प्रसिद्धिं गताः सम्यग् विचारिताश्च। द्वितीयेऽध्याये जीवादी-नामपरं वृत्तं वक्ष्यते ॥ २ ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। এই সূত্রে আদিপদ দ্বারা অজীব প্রভৃতি ষট্ পদার্থ জ্ঞাপন করা হইয়াছে। জীব, অজীব, আস্রব, বন্ধ, সম্বর, নির্জর ও মোক্ষ এই সাতটী তত্ত্ব বা পদার্থ জৈনাগমে চির খ্যাত আছে। গ্রন্থকার দ্বিতীয় অধ্যায়ে জীবাদি সপ্তপদার্থের লক্ষণ বলিবেন। সভাষ্য তত্ত্বার্থাদিগম সূত্রে এই সূত্রটী চতুর্থ স্থান লাভ করিয়াছে। প্রভাচন্দ্রাচার্যের তত্ত্বার্থ সূত্রের এই অধ্যায়ে দ্বিতীয় স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। এই সূত্রে তত্ত্ব সমূহ সংক্ষিপ্তভাবে উল্লিখিত। উমাস্বাতির সভাষ্য সূত্রে প্রত্যেক জীবাদির পৃথক্ পৃথক্ উল্লেখ আছে। এই স্থলে কোনরূপ সাম্প্রদায়িক পাঠ ভেদ নাই। সংক্ষেপে উল্লেখ মাত্র ॥২॥

तदर्थ श्रद्धानं सम्यगदर्शनम् ॥ ३ ॥

टीका। तदिति। तत् तेषां जीवादि सप्त पदार्थानां तत्त्वानामित्यर्थः। तेषां योऽर्थस्तस्मिन् निश्चयात्मकः यः सम्यक् श्रद्धानं अभिरुचि विशेषः। तथाहि

" रुचिर्जिनोक्ततत्त्वेषु सम्यक् श्रद्धानमुच्यते।
जायते तन्निसर्गेण गुरोरधिगमेन च ॥"

एषाऽभिरुचिः स्वाभाविकी भवति अनादिसिद्धकृपातः। अथवागुरोः सकाशाल्लब्धज्ञानेन च सा भवेदिति। सैवाभिरुचिः सम्यगदर्शननाम्नाख्याता शास्त्रेषु। सभाष्यसूत्रे पाठक्रमश्चेत्थम्। यथा तदर्थ इत्यत्र तत्त्वार्थ इति पाठोऽस्ति। परमनेननार्थ प्रभेदः स्यात्। सम्यगदर्शनमिति तत्त्वेन भावतो निश्चितमित्यर्थः। तत्त्वानां अर्थानां श्रद्धानं तत्त्वेन वा अर्थानां श्रद्धानं तत्त्वार्थश्रद्धानमिति। प्रचुर मन्यद्भाष्येऽस्ति ॥ ३ ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। পূর্বোক্ত জীব, অজীব প্রভৃতি সাতটি পদার্থে যে সম্যক্ (যথার্থ) অভিরুচি নির্বিশেষ শ্রদ্ধা বা তাহাই সম্যগ দর্শন অর্থাৎ সুসঙ্গত প্রশস্ত দর্শন। সভাষ্য উমাস্বাতি সূত্রে 'তদর্থ' স্থানে 'তত্ত্বার্থ' এইরূপ পাঠ বিদ্যমান আছে। ইহাতে সূত্রস্থ পদার্থের কোন বৈপরীত্য হয় নাই। সামান্য পাঠ ভেদ মাত্র, তদ্দ্বারা অর্থের প্রভেদ হয় নাই। ইহা সভাষ্য সূত্রের দ্বিতীয় সূত্র। শ্রীমৎ প্রভাচন্দ্রাচার্য সূত্রানুসারে 'তদর্থ' পদ দ্বারা তত্ত্বার্থ-ই বুঝিতে হইবে। সংক্ষেপে পদার্থ সূচিত করা হয় বলিয়াই সূত্র সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে ॥৩॥

तदुत्पत्तिर्द्विविधा ॥ ४ ॥

टीका। तदिति। तस्य सम्यगदर्शनस्य। उत्पत्तिः सम्यक् प्रत्ययः

प्रतीतिरिति। द्विविधा द्वैविध्य' भवति। अर्थाद्द द्वाभ्यां प्रकाराभ्यां स्यात्। स च प्रकारः निसर्गात् स्वभावात् सम्यग्दर्शनम्। अधिगमः सम्यग्दर्शनञ्च। द्विहेतुकत्वाद्द द्विविधमित्यर्थः। निसर्गः स्वभावः परिणामः अपरोपदेश इति यावत्। यद्वा निसर्गः आगमोक्तः। गुरोः सविधे प्रज्ञानमधिगमः। सभाष्य सूत्रे उमास्वातिना "तन्निसर्गादधिगमाद्वा" इति सूत्रितम्। तत्रैतत्तृतीय सूत्रम्। अन्यद्वभाष्ये सर्वदर्शन संग्रहे च सुबोधमुल्लिखितमस्ति। तच्च सम्यग्दर्शन "प्रशमसंवेद-निर्वेदानुकम्पा-स्तिक्याभिव्यक्ति लक्षणमेव तत्त्वार्थ श्रद्धानं सम्यग् दर्शनमिति" भाष्यकृदाह ॥ ४ ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। পূর্বোক্ত সম্যক্‌দর্শনের উৎপত্তি দুই প্রকারে হইয়া থাকে। সম্প্রতি উক্ত দুইরূপ অর্থাৎ আগমোক্ত নিসর্গ (জৈনশাস্ত্র নির্দিষ্ট) এবং গুরুর উপদিষ্ট অধিগম দ্বারা সম্যক্ দর্শন হইবে। এই সূত্রে তৎশব্দদ্বারা সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। সভাষ্য উমাস্বাতি সূত্রে "তন্নিসর্গাদধিগমাদ্বা" এইরূপ তৃতীয় সংখ্যক সূত্রদ্বারা সরলভাবে লিখিত হইয়াছে। উভয় গ্রন্থে এইরূপ সূত্রের পাঠ ভেদ। ভাষ্যকারের মতে 'প্রশম, সংবেগ, নির্বেদ, অনুকম্পা, আস্তিক্য, অভিব্যক্তি লক্ষণকে তত্ত্বার্থ শ্রদ্ধা বা সম্যক্‌দর্শন' বলা হইয়াছে ॥৪॥

नामादिना तन्न्यासः ॥ ५ ॥

टीका। नामेति। एतैर्नामादिभिः सम्यग्दर्शनादीनां तथैव जीवादीनाञ्च तत्त्वानां न्यासः निक्षेप इत्यर्थः। स्पष्टतया व्यवस्थापन' बिभाजनञ्च-क्रियते। तथाहि विस्तरेण लक्षणतः विधानतश्चाधिगमार्थ' न्यासोनिक्षेप इति भाष्यकृतः। नाम संज्ञाकर्मत्येकार्थ वाचकम्। नामजीवः स्थापनाजीवः द्रव्य-जीवो भावना जीवः इति। सर्व्वमन्यद्वभाष्ये षट्खण्डागमादिमूलग्रन्थेच विशेष-प्रसिद्धमस्ति। चेतनस्याचेतस्य च द्रव्यस्य जीव इति नाम क्रियते अयं नाम जीवः। काष्ठ पुस्तकचित्रितादिषु स्थाप्यते योजीवः सः स्थापना जीव इति। भाष्येऽन्यद्वर्णितमस्ति। सभाष्योमास्वाति सूत्रमीदृशं "नामस्थापना द्रव्यभावत-स्तन्न्यासः।" अनयोरेव' पाठनिर्देशो दृश्यते। पूर्व्वोक्त द्वितीय सूत्रे उमास्वाति-धृतचतुर्थ' सूत्रस्य "जीवाजीवास्रव बन्ध सम्बर-निर्जरमोक्षास्तत्त्वम्" इत्यस्यान्त-र्भावः पूर्व्व' कथितः ॥ ५ ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। এই সূত্রে আদি শব্দ দ্বারা স্থাপনা, দ্রব্য, ভাব এই তিনের প্রথম গ্রহণ করা হইয়াছে। অতএব নাম, স্থাপনা, দ্রব্য, ভাব এই চারি পদার্থ অনুযোগ দ্বারা জীব, অজীব প্রভৃতি সপ্তপদার্থের ন্যাস বা নিক্ষেপ হইবে। উমাস্বাতি আচার্যের মতে "নামস্থাপনাদ্রব্যভাবতস্তন্ন্যাসঃ" এই পাঠ বিস্তৃতরূপে আছে। এই নাম প্রভৃতির অর্থ পরে সুস্পষ্ট ভাবে বলা যাইবে ॥৫॥

प्रमाणे द्वे ॥६॥

टीका। प्रमाण इति। प्रमेयप्रतीतौ प्रमाणप्रयोजनम्। यतः "मानाधीना मेयसिद्धिः"। सर्वत्रैव प्रमेयप्रमाणप्रमातारः पदार्थप्रतीतौ अपेक्षन्ते। एवमेव वात्स्यायनीये न्याय भाष्येचास्ति "प्रमाणतोऽर्थ प्रतिपत्तिः प्रवृत्ति-सामर्थ्यादर्थवत्प्रमाणम्" इति। सामर्थ्यमत्र योग्यता बोध्या। सूत्रेऽत्र द्वे इति निर्देशात् शास्त्रोक्तं प्रत्यक्षं परोक्षश्चेति द्वावेव प्रमाणपदार्थौ मन्तव्यौ। प्रमीयते ज्ञेयस्वरूपावधारणं क्रियते येन तत्प्रमाणम्। तत् समानजातीयेभ्योऽनुकृष्यासमान-जातीयेभ्योव्यावृत्त्य यत्तदेव ज्ञेयम्। उमास्वातिसूरीणां सभाष्ये ग्रन्थे दशमसूत्रं "तत्प्रमाणे" इत्थमस्ति। परमनेनाभिन्नार्थबोधकत्वमनयोः। केवलसंक्षेप विस्ताररूपेण कथनमिति। तत्र नवमसूत्रे यद्व "मतिश्रुतावधिमनः पर्य्याय-केवलानि ज्ञान"मिति पञ्चविधं ज्ञानमुक्तम्। तत् पञ्चविधं ज्ञानं द्वयोःप्रमाणयो-रन्तभूतमिति पश्चाद्व वक्ष्यते। एवञ्च सभाष्यसूत्रग्रन्थे प्रोक्तं "आद्ये परोक्षम्"। "प्रत्यक्षमन्यत्" (१-११-१२) इति। आद्ये मतिज्ञानश्रुतज्ञाने द्वे परोक्षे प्रमाणे भवतः। अन्यानि अवधि मनःपर्याय केवलानि त्रीणि प्रत्यक्षेऽन्तनीतानि। एव-मनुमानोपमानागमार्थापत्तिसम्भवाभावैतिह्यानि प्रमाणानि सर्वाणि वाद्यन्तर-स्वीकृतानि मतिश्रुतयोरन्तर्भूतानि। इन्द्रियार्थ सन्निकर्षजन्यत्वादिति ॥६॥

সব্যাখ্যানুবাদ। প্রমাণ ভিন্ন প্রমেয় (পট, ঘট, মঠাদি) জ্ঞান হইতে পারে না। অতএব সকল দার্শনিকই স্বীয় স্বীয় মতে দর্শনোক্ত বিষয় জ্ঞানের জন্য একাধিক প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছেন। কেবল চার্বাক, এক মাত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন। প্রমাণ বিষয়েও দার্শনিকগণের মতভেদ আছে। সূত্রে দুই সংখ্যার উল্লেখ থাকাতে শাস্ত্রোক্ত প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষরূপে প্রমাণের ভিন্নতা জানা যায়, সভাষ্য উমাস্বাতির দশম সূত্রে ও একাদশ সূত্রে মতি,

শ্রুত, অবধি, মন পর্যায়, কেবল, এই পঞ্চবিধ জ্ঞান প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষের মধ্যে পরিগণনীয়। অনুমান, উপমান প্রভৃতি জ্ঞানও মতি শ্রুতজ্ঞানের অন্তর্গত ॥৬॥

नयाः सप्त ॥৭॥

टीका। नया इति। पूर्वं संक्षेपेण ज्ञानस्वरूप मुक्तं। विहिते च द्वे प्रमाणे। चारित्रं पश्चादवक्ष्यते। सम्प्रति नयान् व्याकुर्वन्ति। ते च यथा शास्त्रोक्ताः नैगमः संग्रहः व्यवहारः ऋजुसूत्रः शब्दः समभिरूढ़ः एवम्भूतश्चेति सप्त नयशब्द-वाच्या भवन्ति। सभाष्यसूत्रे उमास्वातिना "प्रमाणनयैरधिगमः" इति षष्ठसूत्रे उक्ताः। परं तेषां संख्याविभक्तानां पृथङ्नामोल्लेखश्च प्रथमाध्यायस्यान्ते चतुस्त्रिंशत् सूत्रे कृतः। तथाहि "नैगमसंग्रहव्यवहार ऋजुसूत्र शब्दाः नयाः" इति पञ्चधा भिन्ना उक्ताः। पश्चान्नैगमस्य द्विविधभेदः देशपरिक्षेपी सर्वपरिक्षेपीचेति। पुनः शब्दस्त्रिभेदः कथितः साम्प्रतः समभिरूढ़ः एवम्भूतश्चेति। अत्र श्वेताम्बरीयाणां मते नयाः पञ्चविधाः। परमत्रसूत्रे "आद्यशब्दौ द्वित्रिभेदौ" इत्यष्टविधाः प्रोक्ताः। अन्यद्भाष्ये प्रपञ्चितम्। दिगम्बरीयाणां मते सप्तविधा नया स्तेषामागमप्रसिद्धा-इतीदृशे मतद्वैधेऽपि नमूलतत्त्वहानिरिति। तथा हि सांख्यभाष्ये प्रोक्तं "सर्वं न्याय्य' युक्तिमत्वाद्द विदुषां किमशोभनमिति" ॥৭॥

সব্যাখ্যানুবাদ। নয় পদার্থ সাত প্রকার। পূর্বে সম্যক্ দর্শন, সম্যক্ জ্ঞান ও দুই প্রকার প্রমাণের কথা বলা হইয়াছে। চারিত্র সম্বন্ধে পরে বলা যাইবে। শাস্ত্রোক্ত নয় শব্দ দ্বারা নৈগম, সংগ্রহ, ব্যবহার, ঋজুসূত্র, শব্দ, সমভিরূঢ়, এবম্ভূত এই সাত প্রকার অবধারিত হইয়াছে। ভাষ্যকার উমাস্বাতি "প্রমাণনয়ৈরধিগমঃ" তত্রত্য ষষ্ঠসূত্র দ্বারা সাধারণভাবে নিশ্চয় করিয়া প্রথম অধ্যায়ের শেষে নয় পদার্থের নাম উল্লেখ পূর্বক পূর্বোক্ত সূত্রের আশয় চতুস্ত্রিংশৎ (৩৪) সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। এবং সভাষ্য গ্রন্থ হইতে এই সূত্র সন্দর্ভে ভিন্নরূপ আশয় বর্ণনা অষ্টম সূত্র দ্বারা করা হইয়াছে। দিগম্বর সম্প্রদায়ের মতে নৈগম প্রভৃতি নয় আট প্রকার। শ্বেতাম্বরীয় জৈনাগমে সাত প্রকার প্রসিদ্ধ ॥৭॥

तैरधिगमस्तत्त्वानाम् ॥৮॥

टीका। तैरिति। तैः पूर्वोक्त द्वाभ्यां प्रमाणाभ्यां नयैश्च भुवने सर्वेषां तत्त्वानां पदार्थानाम्। अधिगमः यथार्थज्ञानं भवति। "प्रमाणनयैरधिगमः"

इत्यत्र इत्थमेव सूत्रितः आचार्यैः। तत्त्वानामितिपदं सभाष्यसूत्रेणापि सन्निविष्टम्। तत्राधिकं तत्पदं दृश्यते। परमिदं तत्त्वपदप्रदानेन अधिगम ज्ञानस्य निखिल-ज्ञेय पदार्थः सूचितः तत्र सभाष्य षष्ठसूत्रे एतत् पदं नास्ति। जीवाजीवा-स्रव-सम्बर-निर्जरबन्धमोक्षाणां सप्तपदार्थानां एवं नामस्थापन-द्रव्य-भावपदार्थानां च तत्त्वानां अधिगमः सम्यग् ज्ञानं स्यादिति ॥८॥

সব্যাখ্যানুবাদ। পূর্বের কথিত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রমাণ এবং নৈগম, সংগ্রহ, ব্যবহার, ঋজুসূত্র, শব্দ এই পাঁচ প্রকার নয় দ্বারা জীব, অজীব, আস্রব, বন্ধ, সম্বর, নির্জর, মোক্ষ ঈদৃশ সপ্তপদার্থরূপ তত্ত্ব সকলের প্রকৃত জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। নাম, স্থাপন, দ্রব্য, ভাব, এই চারি প্রকার অনুযোগ দ্বারাও জীব প্রভৃতি সপ্তপদার্থের ন্যাস বা নিক্ষেপ (স্পষ্টরূপে জ্ঞান) হয়। ভাষ্যের হিন্দী ভাষানুবাদে বিস্তৃতরূপে সকল বিষয় বর্ণিত আছে ॥ ৮ ॥

सदादिभिश्च ॥ ९ ॥

टीका। सदिति। सत् प्रभृति पदैः तत्त्वानां विशेष ज्ञानं भवति। अत्रादिपदेन संख्या-क्षेत्र-स्पर्शन-कालान्तर-भावाल्प बहुत्वादयोऽष्टौ बोध्याः। मतान्तरे तु सप्त इति। अल्पबहुत्वयोरेकत्वस्वीकारात्। सत्पूर्व्वकं एभिरनु-योगैरष्ट संख्याका एते षट्खण्डागमेषु सुप्रसिद्धा विस्तृतरूपेण वर्णिताश्च सन्ति। "सत्संख्याक्षेत्र स्पर्शने"त्यादिसूत्रे सभाष्ये यदुक्तं तदत्राभिन्नार्थकम्। अन्यदष्टम-सूत्रे उमास्वातिभाष्ये पुष्कलमस्ति। तत्र सूत्रोक्तं प्रतिपदं व्याख्यानञ्च विद्यते ॥ ९ ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। সৎ প্রভৃতি দ্বারাও তত্ত্ব বিশেষের জ্ঞান হয়। এই সূত্রে 'আদি' শব্দ দ্বারা সংখ্যা, ক্ষেত্র, স্পর্শ, কালান্তর, ভাব, অল্প, বহুত্ব নামের সহযোগে অনুযোগ দ্বারা গ্রহণের নির্দেশ করা হইয়াছে। ষট্খণ্ডাগম প্রভৃতি গ্রন্থে এই সকলের বিশেষভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই সূত্রের সহিত সভাষ্য উমাস্বাতির "সৎসংখ্যাদি" আট্ সূত্রের অর্থগত কোন পার্থক্য নাই ॥ ৯ ॥

मत्यादीनि ज्ञानानि * ॥ १० ॥

टीका। मतीति। अत्र ज्ञानस्य पञ्चविधत्वं प्रदर्श्यते। अस्मिन्नादि-

---

* "মত্যাদীনি (পঞ্চ) জ্ঞানানি" ঈদৃশঃ পাঠভেদোঽস্তি।

शब्देन श्रुतावधिमनःपर्य्याय-केवलानां चतुर्णां संग्रहोबोध्यः। तद्यथा मतिज्ञानं श्रुतज्ञानमवधि ज्ञानं मनः पर्य्यायज्ञानं केवलज्ञानमिति आगमशास्त्रानुसारेण पञ्च-विधान्येतानि ज्ञानानि। "मत्यादीनि पञ्चज्ञानानीति" सूत्रस्य पाठान्तरमप्यस्तीति। प्राचीन शास्त्रतः श्रुतादीनां चतुर्णां मतिज्ञानपूर्व्वकत्वं ज्ञेयम्। मतिज्ञानस्याव-ग्रहादयः श्रुतज्ञानस्यचाङ्गानङ्ग प्रविष्टादयः अवधिज्ञानस्य भवप्रत्ययादयः मनः-पर्य्यायस्य ऋजुमत्यादयः सन्ति। केवलज्ञानस्य तु न सन्त्येव। अन्यत् पश्चाद्-वक्ष्यते ॥ १० ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। মতি প্রভৃতি জ্ঞান পাঁচ প্রকার। সূত্রে আদি শব্দ দ্বারা শ্রুত জ্ঞান, অবধিজ্ঞান, মনপর্যায়জ্ঞান, এবং কেবলজ্ঞান এই চারিটি গ্রহণ করা হইয়াছে। যেহেতু সকল জ্ঞানই মতিপূর্বক হইয়া থাকে, ইহাই আগম শাস্ত্রের অভিপ্রায়। সভাষ্য তত্ত্বার্থাধিগমসূত্রে এইটি নবমসংখ্যক সূত্র ॥ ১০ ॥

क्षयोपशमहेतवः (†) ॥ ११ ॥

टीका। क्षयेति। मति प्रभृति ज्ञानानि क्षयोपशम-क्षयहेतुकानि भवन्ति। मति श्रुतावधि मनः पर्य्यायानि चत्वारि ज्ञानानि मतिज्ञानावरणादि कर्म्मणां क्षयोपशमतः स्युः। अतः क्षायोपशमिकत्वमिति तेषाम्। केवलज्ञानस्य आवरणादि घाति कर्म्म स्वभावात् क्षयादेव उत्पन्नत्वं स्यात्। अतः क्षायिक संज्ञा तस्य स्यात्। कर्म्म द्विविधं घातिकर्म्माघातिकर्म्म चेति। क्षयोपशम-विषयः पश्चाद् वक्ष्यते। अत्र प्रागवदादि शब्दोर्थः ज्ञेयः॥ ११ ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। মতি, শ্রুত, অবধি, মনঃপর্য্যায় এই চারিটি জ্ঞান মতিজ্ঞানের আবরণাদি কর্মের প্রকৃতি হইতে ক্ষয়-উপশমরূপে প্রকাশিত হয়। এই হেতু তাহাদিগকে "ক্ষায়োপশামিক" সংজ্ঞায় শাস্ত্রে আখ্যাত। এবং কেবলজ্ঞান জ্ঞানাবরণাদি চারি প্রকার ঘাতি কর্ম প্রকৃতি হইতে ক্ষয় দ্বারা উৎপন্ন হয়। এই নিমিত্ত ইহাদিগকে "ক্ষায়িক" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। কর্ম্ম দ্বিবিধ—ঘাতী ও অঘাতী। ঘাতি কর্ম চারি প্রকার, অঘাতী কর্ম চারি প্রকার, উভয় মিলিত হইয়া আট প্রকার ॥ ১১ ॥

---

† "ক্ষয়োপশম (ক্ষয়) হেতবঃ" ইত্থং পাঠান্তরমপি দৃশ্যতে।

षड्विधोऽवधिः ॥ १२ ॥

टीका। षडिति। अत्रावधिज्ञानं यत् प्रागुक्तं तत् षट्प्रकार भेदेन भिन्नं भवति। सूत्र षट्संख्याभिनिर्देशाद् अवधिज्ञानस्य षड्भेदा भवन्ति। तद्यथा आनुगामिकम्, अनानुगामिकम्, वर्द्धमानकम्, हीयमानकम्, अनवस्थितम्, अवस्थितञ्चेति। एतेषां व्याख्यानं "क्षयोपशमनिमित्तः षड्विकल्पः शेषाणाम्" इति द्वाविंशतिसूत्रे तद्भाष्येचास्ति। अस्मिन्नपि तदेवोक्तम्। ये च सर्वे क्षयोपशमनिमित्ताद्भवन्ति। भवप्रत्ययोऽवधिज्ञानं यच्च देवानां नारकाणां च स्यादिति। तच्च क्षयोपशमौ विना न भवेदिति। अयं षड्भेदः तस्यान्तर्भूतः। अतोऽत्र तस्मात् पृथग् रूपेण ग्रहणं नस्यात्। अन्यद्वृत्तौ भाष्येचास्ति ॥ १२ ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। এই সূত্রে অবধিজ্ঞানকে ছয় ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। অনুগামী, অননুগামী, বর্দ্ধমান, হীয়মান, অবস্থিত, অনবস্থিত এই ছয় সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। এই সমুদায়ের কারণ ক্ষয়োপশম জানিবে, ভবপ্রত্যয়-অবধি জ্ঞান নারক ও দেবগণের হইবে। ভবপ্রত্যয় অর্থাৎ ভবহেতুক, ভব নিমিত্তক অর্থ। এই ছয় প্রকার ভেদের মধ্যে ভবপ্রত্যয় ও অন্তর্গত। অতএব সূত্রকার পৃথক্রূপে গ্রহণ করেন নাই। সভাষ্য উমাস্বাতিসূত্রের ২২। ২১ সূত্রেরভাষ্যে বিশেষ যাহা বলা হইয়াছে এই সূত্রে তাহাই কথিত হইয়াছে জানিবে ॥ ১২ ॥

द्विविधोमनः पर्यायः ॥१३॥

टीका। द्विविध इति। अत्र मनः पर्यायः प्रागुक्तो द्विविधो द्विधा भिन्नः स्यात्। द्विविधेतिकथनान्मनः पर्यायस्य ऋजुमति-विपुलमति भेदेन द्वैविध्यं भवति। पूर्वं अवधिज्ञानमुक्तमेतर्हि मनःपर्याय उच्यते। सभाष्यसूत्रेतु "ऋजु-विमलमतिः मनःपर्यायः" इति वर्त्तते। ऋजुमतिविमलमत्याख्यं ज्ञानमित्यर्थः। अन्यत् सर्व्वार्थसिद्धौ भाष्येचास्ति ॥१३॥

সব্যাখ্যানুবাদ। মনঃপর্যায় জ্ঞান দুই ভাগে বিভক্ত, ঋজুমতি ও বিমলমতি। ঋজুমতি মনঃপর্যায় জ্ঞান হইতে বিমলমতি মনঃপর্যায় জ্ঞান বিশুদ্ধতর বা শ্রেষ্ঠ। সভাষ্য সূত্রে এই দুই জ্ঞানের বিষয় স্পষ্টরূপে কথিত হইয়াছে ॥১৩॥

अखण्डं केवलम् ॥१४॥

टीका। अखण्डमिति। अत्र यत् केवलज्ञानं तदखण्डमिति। केवलज्ञानस्यतु प्रकारभेदादिकं नास्ति। तथाहि भाष्ये "केवलं परिपूर्णं समग्रमसाधारणं निरपेक्षं विशुद्धं सर्वज्ञापकं लोकालोकविषयमनन्तपर्यायमित्यर्थः।" तच्च सूत्रं "सर्व्वद्रव्यपर्य्यायेषु केवलस्य" इति ॥१४॥

সব্যাখ্যানুবাদ। কেবল জ্ঞানের কোনরূপ ভেদ নাই, যেহেতু তাহা অখণ্ড। তাহা কেবল, পরিপূর্ণ, সমগ্র, অসাধারণ, নিরপেক্ষ, বিশুদ্ধ, সর্বজ্ঞাপক, অনন্ত ইহা ভাষ্যকারের অভিমত। এইরূপ সভাষ্য ত্রিংশৎসূত্রে "সর্বদ্রব্যপর্যায়েষু কেবলস্য" ইহাতে বিশেষ ভাবে কথিত হইয়াছে ॥১৪॥

समय (*)समयमेकत्र चत्वारि ॥१५॥(†)

टीका। समयमिति। कस्मिन् कस्मिन् समये एकस्मिन् जीवे सकृत् चत्वारि ज्ञानानि भवेयुः। अर्थात् केवलज्ञानं विहाय अन्यानि मति श्रुतावधि मनः पर्य्यायाख्यानि चत्वारि ज्ञानानि भवन्ति। तथाहि कस्मिंश्चिज् जीवे मत्यादिषु एकं ज्ञानं भवति। अन्यस्मिंश्च द्वे ज्ञाने स्याताम्। अन्यस्मिन् जीवे त्रीणि ज्ञानानि भवन्ति। कस्मिंश्चिच्चत्वारि ज्ञानानिस्युरिति। अन्यत् सभाष्य "एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्नाचतुर्भ्यः" इति सूत्रे भाष्ये च विस्ताररूपेण वर्णितमस्ति ॥१५॥

इति श्रीमत्प्रभाचन्द्राचार्य्य कृते तत्त्वार्थसूत्रे
श्रीमद् ईश्वरचन्द्र शर्म्मशास्त्रि विरचितायां बालबोधिन्यां टीकायां
प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ (‡)

---

* "সময়ং সময়ঃ" দুইরূপ পাঠ ভেদও দেখা যায়।

† সভাষ্যতত্ত্বার্থাধিগমসূত্র "একাদীনি ভাজ্যানি যুগপদেকস্মিন্নাচতুর্ভ্যঃ।" এই সূত্রের আশয়ের সঙ্গে "সময়ং সময়ং একত্র চত্বারি" এই সূত্রেব অভিপ্রায় গত কোন ভেদ দেখা যায় না। কোন কোন পণ্ডিতের মতে এই সূত্রে পাঠান্তর আছে। যথা—(ক) "একত্র চত্বারি" এইস্থানে "একত্রেক দ্বিত্রিচত্বারি" এইরূপ পাঠ হওয়াই সঙ্গত।

‡ ইতি শ্রীবৃহৎ প্রভাচন্দ্র বিরচিত তত্ত্বার্থসূত্রে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥ আদর্শগ্রন্থে—'বৃহৎ' এইরূপ উল্লেখ থাকাতে প্রথম প্রভাচন্দ্রাচার্য অর্থাৎ তিনজনের মধ্যে যিনি প্রধান ও প্রথম তাহার বিরচিত এইরূপ বোধহয়। অথবা বহুসূত্র অনন্তকাল সাগরে নিমজ্জিত হইয়াছে তাহার মধ্যে এখনমাত্র ১০৪—৫টী মাত্র সূত্র প্রাপ্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সভাষ্যতত্ত্বার্থাধিগমসূত্র গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে ৩৫টী সূত্র। এই গ্রন্থে (এই সন্দর্ভের) সেই ৩৫ সূত্রের সম্পূর্ণ অভিপ্রায় ১৫টী সূত্র দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে।

সব্যাখ্যানুবাদ। কেবল জ্ঞান পরিহারপূর্বক শেষ যে মতি, শ্রুত, অবধি, মনঃপর্যায় এই চারিটি জ্ঞান এক জীবে বা এক স্থানে এক সময়ে হইতে পারে। ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে দুই তিন জ্ঞানও একসঙ্গে একত্র হইয়া থাকে। দুইটি জ্ঞান একযোগে উপস্থিত হয় তো মতিজ্ঞান ও শ্রুতজ্ঞান হওয়া সম্ভব। তিনটি একসঙ্গে হয়তো মতি, শ্রুত, অবধি জ্ঞানের সম্ভব। অথবা মতি, শ্রুত, মনঃ পর্যায় জ্ঞানও হইতে পারে। কিন্তু অন্যের অপেক্ষা শূন্য কেবল জ্ঞান হইয়া থাকে। ইহার সহিত অন্য জ্ঞান থাকিতে পারে না। এই সকল বিষয় "একাদীনি ভাজ্যানি" ইত্যাদি সভাষ্য সূত্রে বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ॥১৫॥

ইতি শ্রীমৎ প্রভাচন্দ্রাচার্য কৃত বৃহৎ তত্ত্বার্থসূত্রে শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্ম-শাস্ত্রিকৃত-সব্যাখ্যানুবাদে প্রথম অধ্যায় ॥১॥

द्वितीयोऽध्यायः

जीवस्य पञ्चभावाः ।।१।।

टीका। जीवस्येति। पूर्व्वं ग्रन्थकृद्भि जीवादीनां सप्त संख्याकानां तत्त्वानां उल्लेखः कृतः। सम्प्रति अनेन जीवस्य लक्षणं स्वरूपञ्चोच्यते। तत्त्व-संक्षेपकरणे जीवाजीवौ सप्तसु द्वावेव पदार्थौ भवतः। तत्र जीवपदार्थस्य पञ्चविधा भावा भवन्ति। ते च औपशमिकः क्षायिकः क्षायोपशमिकः औदयिक पारिणामिक-श्चेति पञ्च भावा जीवस्य स्वतत्त्वं भवन्ति। तथा च सभाष्य सूत्रम् "औपशमिक क्षायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्त्वमौदयिक पारिणामिकौ च" इति। सूत्र-मिदं जीवस्य पञ्चभावपरिद्योतकम्। तत्र पञ्चानां भावानां नाम्ना कीर्त्तनात्तद्-वृहत्सूत्रमभूत्। अत्र संक्षेपेण सूत्रितम्। परमनयोः सूत्रयोराशय भेदोनास्ति। औपशमिकाद्योभावा उत्तरोत्तर सूत्रे तत्र वर्णिताः सन्ति ॥१।।

সব্যাখ্যানুবাদ। জীবের পাঁচ প্রকার ভাব জৈন আগমে প্রসিদ্ধ। সূত্রস্থিত পঞ্চ সংখ্যা দ্বারা শাস্ত্রে উক্ত পাঁচ ভাব এইরূপ, ঔপশমিক, ক্ষায়িক, ক্ষায়োপশমিক, ঔদয়িক, পারি-ণামিক। এই পাঁচটি ভাব জীবতত্ত্বে স্বতঃই বিদ্যমান। সভাষ্য সূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম সূত্রে কথিত বিষয় উক্ত জীবের পাঁচ ভাবের পরিপোষক। সেই সূত্রে পাঁচভাবের উল্লেখ থাকাতে তাহা বৃহৎ হইয়াছে। এই সূত্রে সংক্ষেপে বলাতে সূত্র সংক্ষিপ্ত। কিন্তু উভয় সূত্রের অভিপ্রায় একই রূপ। ভাষ্যে ও পরবর্তী সূত্রে পাঁচভাব ব্যাখ্যাত আছে ॥১॥

उपयोगस्तल्लक्षणम् ।।२।।

टीका। उपेति। अत्रोपयोगः लक्षणं जीवस्य भवति। स च उपयोगः द्विविधः। एकः साकारः अपरोऽनाकारश्च। ज्ञानोपयोगः दर्शनोपयोगश्च। अन्यत् तत्र भाष्ये प्रपञ्चितमस्ति। श्रीमदुमास्वाति सूत्रे। तत्रतु "उपयोगोलक्षणम्" इत्युक्तम्। एवं रीत्योभयोरेकार्थबोधकत्वं मन्तव्यम् ।।२।।

সব্যাখ্যানুবাদ। জীবতত্ত্বের লক্ষণ উপযোগ, এই উপযোগ দুই প্রকার, সাকার ও অনাকার। এই সূত্রের সহিত (অষ্টম সংখ্যক) সভাষ্য উমাস্বাতি সূত্রের অর্থগত কোনরূপ পার্থক্য দেখা যায় না। অন্য বিষয় পরবর্তী সূত্রে ক্রমেই ব্যক্ত হইবে ॥২॥

स द्विविधः (*) ॥ ३ ॥

टीका। स इति। स उपयोगोद्विधा भिन्नो भवति। साकारेणाऽनाकारेण च। अत्र द्विधाभेदो जैनागमाद्बोध्यः। नतु कल्पितभेदः। अत्र तु भेद निदानं तत्प्रकारश्च नोक्तं। सभाष्य सूत्रेतु "स द्विविधः अष्टचतुर्भेदः"। इति द्वितीयाध्यायस्य नवमसूत्रम्। तथाच ज्ञानोपयोगोऽष्टविधः। दर्शनोपयोगश्चतुर्विधः। परं तदेतत् सूत्रयोर्द्वयोरर्थवैषम्यं नास्ति। अन्यद्व भाष्येऽनुसन्धेयम् ॥ ३ ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। পূর্বে জীবের লক্ষণ উপযোগ বলা হইয়াছে। সে উপযোগ দুই প্রকার, সাকার ও অনাকার। জ্ঞানোপযোগ, দর্শনোপযোগ। জ্ঞানোপযোগ আটপ্রকার, দর্শনোপযোগ চারিপ্রকার। এই সকল সভাষ্য সূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ে নবম সূত্রের ভাষ্যে ব্যাখ্যাত আছে। সেই সূত্র ও এই সূত্রের অর্থগত পার্থক্য নাই ॥৩॥

द्वीन्द्रियादयस्त्रसाः ॥ ४ ॥

टीका। द्वीति। येतु द्वीन्द्रियादयः ते जीवाः त्रससंज्ञका भवन्ति। अत्रादि पदेन त्रीन्द्रियचतुरिन्द्रिय संज्ञसंज्ञ्यादि भेदेन पञ्चेन्द्रियजीवानां ग्रहणं भवति। एते त्रसाख्याः। संसारिणस्त्रसाः स्थावराः सुत्रः। ये मुक्तास्ते नैव त्रसा-नैव स्थावराः। सभाष्य चतुर्दशसूत्रे एवमेव वर्णितमस्ति। परन्तु श्वेताम्बरीय-सूत्रपाठे "तेजोवायूद्वीन्द्रियादयश्च त्रसाः" इति दृश्यते। एतन्मते तेजः कायिकाः अङ्गारादयः। वायु कायिका उत्कलिकादयश्च जीवास्त्रसान्तर्गताः। तदनयोः सूत्रार्थयोर्भेदोनास्ति ॥ ४ ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। দ্বি-ইন্দ্রিয় প্রভৃতি জীবগণ ত্রসসংজ্ঞায় অভিহিত। সূত্রে আদি শব্দের দ্বারা ত্রীন্দ্রিয়, চতুরিন্দ্রিয়, সংজ্ঞী, অসংজ্ঞী প্রভেদরূপে পঞ্চেন্দ্রিয় জীবেরও গ্রহণ করা হইয়াছে। এই সূত্রের সভাষ্য দ্বিতীয়াধ্যায়ের চতুর্দশ সূত্রের সহিত অর্থগত পার্থক্য দেখা যায় না ॥৪॥

---

* এই সূত্রে "তদ্ দ্বিবিধঃ" এইরূপ পাঠের ভেদ দেখিতে পাওয়া যায় ॥

शेषाः स्थावराः (*) ॥ ५ ॥

टीका। शेषा इति। अत्र शेषा एकेन्द्रिय जीवाः स्थावरसंज्ञका भवन्ति। सभाष्यसूत्रे अय मेव पाठः। "पृथिव्यब्वनस्पतयः स्थावराः" इति। संक्षेपतः पुनर्द्विविधा जीवाः समनस्का अमनस्काश्चेति। तेच त्रसाभिधाः स्थावरनामानश्च। पृथिवीवारिवनस्पतिकायिकाजीवाः स्थावरत्वेन कीर्त्तिता इति सारः। अन्यदस्ति भाष्ये। तदनयोः सूत्रयोरर्थभेदोनास्ति। मतान्तरे पृथिव्यादयः स्थावरा जीवाः पञ्चविधाःसुरिति। अन्येषां मते त्रिविधाः॥ ५ ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। শেষ একেন্দ্রিয় জীবের সংজ্ঞা স্থাবর বলিয়া শাস্ত্রে কীর্তিত। সভাষ্য উমাস্বাতির (দিগম্বরীয়) সূত্র এইরূপ "পৃথিব্যপ্‌তেজোবায়ু বনস্পতয়ঃ স্থাবরাঃ"। পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, বৃক্ষ প্রভৃতি স্থাবর সংজ্ঞক। অন্যমতে পৃথিবী, জল, বনস্পতি, এই তিন স্থাবর জীব। টীকা ও ভাষ্যে বিশেষ বর্ণিত আছে। সভাষ্য সূত্র ও এই সূত্রের আশয়গত কোন পার্থক্য নাই। সভাষ্য সূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ে ত্রয়োদশ সংজ্ঞক। সেখানে পাঠ ভেদ যথা "পৃথিব্য ব্বনস্পতয়ঃ স্থাবরাঃ" ইতি ॥৫॥

द्रव्यभावभेदादिन्द्रियं द्विप्रकारम्॥ ६ ॥

टीका। द्रव्येति। अस्मिन् द्रव्यभावभेदेन इन्द्रियं द्विविधं भवति। द्रव्येन्द्रियाणि, भावेन्द्रियाणिच। पुनर्द्रव्येन्द्रियं द्विविधम्। निर्वृत्तीन्द्रियं उपकरणेन्द्रियश्चेति। भावेन्द्रियश्च द्विविधम्। लब्धिरुपयोगश्च। सभाष्यसूत्रयोर्द्वयोरुमास्वातिसूरिविषयस्य विस्ताररूपेणार्थकथनमस्ति। अत्रतु संक्षेपेण कथनम्। तदीय सूत्राणि षोड़शसप्तदशाष्टादशसंज्ञितानि। "द्विविधानि"। निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम्"। "लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियम्।" भाष्ये एतेषामर्थाः स्पष्टाः सन्ति। अस्मिंस्तु संक्षिप्तोक्तिः॥ ६ ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। দ্রব্য এবং ভাবভেদে ইন্দ্রিয় দুইপ্রকার। সভাষ্যসূত্রে উমাস্বাতি আচার্য তিনটি সূত্রদ্বারা ও ভাষ্য ব্যাখ্যা দ্বারা সুস্পষ্টরূপে ইন্দ্রিয় বিষয়ে বলিয়াছেন। এই তত্ত্বার্থসূত্রে তাহা সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে। "ইন্দ্রিয় দুই প্রকার" দ্রব্যেন্দ্রিয় ও ভাবেন্দ্রিয়। দ্রব্যেন্দ্রিয় দুই প্রকার নির্বৃত্তি করণেন্দ্রিয় এবং উপকরণেন্দ্রিয়। ভাবেন্দ্রিয় দ্বিবিধ—লব্ধি ও উপযোগ।

---

* "পৃথিব্যব্‌ বনস্পতয়ঃ স্থাবরাঃ"। ১৩।১৪। "তেজোবায়ু দ্বীন্দ্রিয়াদয়স্ত্রসাঃ" ইতি সূত্রদ্বয়ং দিগম্বরীয়াণাং মতে ত্রস স্থাবরয়োঃ পৃথকত্ব সূচকমস্তি।

অপর বিষয় সকল বৃত্তি ও ভাষ্যে বর্ণিত আছে। জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্। ইহাদের বিষয় রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ। কর্মেন্দ্রিয় পাঁচ—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ। ইহাঁদের বিষয়—কথন, আদান বা গ্রহণ, গমন, মল পরিহার, হর্ষ বা আনন্দ ॥৬॥

विग्रहाद्या गतयः ।। ७ ।।

टीका। विग्रहेति। विग्रहप्रभृतयः गतिसंज्ञका भवन्ति। अत्र विग्रहादीनां संख्या नैव कथिताः। विग्रहगतिः संसारिणोजीवस्य। मुक्तानां जीवानां अविग्रहा गतयः। केषाञ्चिन्नये इषुगतिरेवा-विग्रहागतिः। विग्रहागति स्त्रिविधा। एका पाणिमुक्ता। द्वितीयालाङ्गलिका। तृतीयाच गोमूत्रिका। आगम शास्त्रे च इषुगत्यासह। एताश्चतस्रोगतयोहुक्ताः। अतश्च विग्रहाविग्रहयोरपराः या गतयः तास्तु तिर्य्यग्गतिः देवगतिः नरकगतिः मनुष्यगतिश्चेति चतस्रोऽस्मिन् सूत्रेऽन्तर्भूताः। अस्मिन विषये सूत्राणि त्रीणि सभाष्याणि यथा "अविग्रहा-जीवस्य"। "विग्रहवती च संसारिणः प्राक्चतुर्भ्यः।" "एकसमयः अविग्रहाः।" त्रिष्वेतेषु सूत्रेषु गतीनां उल्लेखो वैशद्यश्च विद्यते ।। ७ ।।

সব্যাখ্যানুবাদ। এই সূত্রে বিগ্রহ প্রভৃতিকে গতি নামে সংজ্ঞিত করা হইয়াছে। গতিসমূহের সংখ্যার উল্লেখ গ্রন্থকার করেন নাই। সংসারী জীবগণের বিগ্রহ গতি এবং মুক্ত জীবগণের অবিগ্রহ গতি। অবিগ্রহ গতিকে জৈনাগমে 'ইষুগতি'ও বলা হইয়াছে। বিগ্রহ গতির তিনপ্রকার ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, (১) পাণি মুক্তগতি, (২) লাঙ্গলিকা গতি, (৩) গোমূত্রিকা গতি। জৈনাগমে এই তিন গতি ইষুগতির সহিত যুক্ত হইয়া চারি প্রকার ভেদ কীর্তিত হইয়াছে। বিগ্রহ ও অবিগ্রহ গতি হইতে অতিরিক্ত যে গতি তাহাকে নরকগতি, দেবগতি, তির্যগ্‌গতি, মনুষ্যগতি এই চারি প্রকার ভেদ আরও আছে, এই সকল গতিও সূত্রের অন্তর্গত বুঝিতে হইবে। সভাষ্য তত্ত্বার্থসূত্রে "অবিগ্রহাজীবস্য", "বিগ্রহবতী চ সংসারিণঃ প্রাকৃচতুর্ভ্যঃ", "এক সময়াঽবিগ্রহা" এইরূপ অভিন্নার্থবোধক গতির বিষয় উভয় সূত্রে দৃষ্ট হয় ॥৭॥

सचित्तादयो योनयः ।। ८ ।।

टीका। सेति। स चित्तप्रभृतयोयोनिशब्द वाच्याः स्युः। परमत्र योनीनां संख्योल्लेखोनास्ति किन्तु सचित्तयोनितोयस्य प्रारम्भोऽभूत् तस्य तु संख्यानवधा भवन्ति। अस्मिन् योनय इति बहुवचनात् नवसंख्या अनुमेयाः। अत्र तु

विषये सभाष्य सूत्रे द्वात्रिंशत्संख्यके "सचित्त शीतसंवृताः सेतरा मिश्राश्चैकशस्तद्योनयः" इति। तदनयोस्तुल्याशयस्त्वं दृश्यते वैमत्यं नैवास्ति ॥ ८ ॥

সব্যাখ্যানুবাদ—সচিত্ত প্রভৃতি যোনি নামে আগম শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। সূত্রে যোনি সম্বন্ধে সংখ্যার উল্লেখ নাই, কিন্তু সচিত্ত যোনি হইতে যাহার প্রারম্ভ হইয়া থাকে তাহার সংখ্যা আগম শাস্ত্রে নয় প্রকার উল্লিখিত আছে। এই যোনি শব্দের উত্তর বহুবচন প্রদান করাতে তাহার নববিধ ভেদ অনুমিত হওয়া সুসঙ্গত। সভাষ্য উমাস্বাতির দ্বাত্রিংশৎ সূত্রেও উক্ত আশয় দেখিতে পাওয়া যায় ॥৮॥

औदारिकादीनि शरीराणि ॥ ९ ॥

टीका। औदारिकेति। शरीराणि औदारिकादीनि विविधानि भवन्ति। शीर्य्यन्ते रोगादिना यत्तच्छरीरम्। अत्रादि शब्दतः संकेतेन वैक्रियकाहारकतैजस-कार्मणनामभिः शरीराणि संगृह्याणि। औदारिकेनसार्द्धं मिलित्वा पञ्चविधानि शरीराणि भवेयुः। अत्रार्थं ऐक्ये सभाष्यसूत्रमीदृशमस्ति यथा "औदारिकवैक्रियाहारक-तैजस-कार्मणानि शरीराणि" इति। अन्यत्तद्भाष्ये टीकायाञ्च वर्णितमस्ति ॥ ९ ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। ঔদারিক প্রভৃতি বহু শরীর হইয়া থাকে। এইরূপ জীবগণের ঔদারিক, বৈক্রিয়ক, আহারক, তৈজস, কার্মণ এই পাঁচ প্রকার শরীর প্রসিদ্ধ। সূত্রে আদি শব্দদ্বারা বৈক্রয়িক প্রভৃতির গ্রহণ করা হইয়াছে। জৈনাগমেতে ঔদারিকের সহিত উক্ত চারি প্রকার শরীরের প্রসিদ্ধি আছে। সসূত্র ভাষ্যের সহিত এই সূত্রের আশয়গত কোন প্রভেদ নাই। ঔদারিক প্রভৃতি জীবশরীর মধ্যে পূর্ব পূর্ব সূক্ষ্ম, পর পর স্থূল, যেমন ঔদারিক জীবশরীর হইতে বিক্রয়িক শরীর সূক্ষ্ম ॥ ৯ ॥

एकस्मिन्नात्मन्याचतुर्भ्यः ॥ १० ।

टीका। एकस्मिन् जीवे सम्भावितानि युगपत् चत्वारि शरीराणि भवन्ति। सभाष्योमास्वातिसूत्रमित्थं भवति। तथाहि "तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिनाचतुर्भ्यः।" संक्षेपविस्ताररूपेण अनयोः सूत्रयो स्तौल्यमस्ति। परन्तत्र "तदादीनि" पदेन "तैजसकार्म्मणनाम्नोर्द्वयोः शरीरयोरादित्वं परिकल्पितं, अन्यच्चैकं शरीरं पृथग्नभवतीति यदुक्तं तच्च सूत्रतोनापि स्पष्टतया प्रतिभाति। अन्यच्च तत्रभाष्ये पुष्कलं वर्णितमस्ति ॥ १० ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। এক জীবেতে এক কালে চারি প্রকার শরীর সম্ভব হয়। যথা,—সভাষ্য উমাস্বাতি সূত্রে ‘তদাদীনি’ এই পদে আদি শব্দ দ্বারা তৈজস ও কার্মণ এই দুই শরীর গ্রহণ করিয়া অপর পূর্ব সূত্রে উক্ত শরীরের উক্তি করা হইয়াছে। এবং এক শরীর পৃথক্ হইতে পারে না এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা এই সূত্র দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রতীতি হয় না। পূর্বে যে পাঁচ প্রকার শরীর উক্ত হইয়াছে তৎসমুদয় ভাষ্যানুসারে তৈজস ও কার্মণপূর্বক জানিবে ॥ ১০ ॥

आहारकं प्रमत्तस्यैव* ॥ ११॥

टीका। आहारकेति। आहारकशरीस्यार्थं एष नियमः प्रमत्तसंयत-नाम्नः षष्ठगुणस्थानवर्त्तिनो मुनेरेवस्यान्नान्यसत्र। सभाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्र-मपि “शुभं विशुद्धमव्याघातीति” एतस्याशयपरं दृश्यते। तत्र सूत्रे आहारक शरीरसत्र त्रीणि शुभ विशुद्धाव्याघातीति विशेषणानि सन्ति। परन्तु आहारकसत्राधि-पति विषये उभयोः सूत्रयोरभिन्नार्थत्वम्। प्रमत्त संयतस्यैवेत्यत्र तत्रत्यसूत्रे-पाठः “चतुर्दश एवाहारकं शरीरं स्यादिति” प्रत्यपादि। तत्र शुभं शुभद्रव्योचितं शुभपारिणामिकम्। विशुद्धं विशुद्धद्रव्योपचितमिदम्। अव्याघातीति आहारकं शरीरं न व्याहन्यत इत्यर्थः। भाष्येऽन्यदस्ति॥ ११ ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। আহারক শরীরের জন্যই এই নিয়ম শাস্ত্রে আছে। আহারক শরীর প্রমত্ত ও সংযত-প্রকৃতি যতিবরের হইয়া থাকে। ঔদারিক প্রভৃতি পাঁচ প্রকার শরীরের ব্যাখ্যা ভাষ্যে বিশদরূপে আছে। এই প্রমত্ত সংযত যোগী ষষ্ঠ গুণস্থানবর্ত্তী হইবেন, অন্য নয়। সভাষ্য দ্বিতীয় অধ্যায়ে (৪৯) সূত্রের অভিপ্রায় এই সূত্রের আশয়ের সহিত একরূপ। সেই সূত্রের ব্যাখ্যায় শুভ, বিশুদ্ধ, অব্যাঘাতী এই তিনটী বিশেষণ আহারক শরীরের প্রদত্ত হইয়াছে। শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের মতে “প্রমত্তসংযতস্যৈব” এইরূপ পাঠ স্থানে “চতুর্দশপূর্বধরস্যৈব” এইরূপ পাঠ বর্তমান দেখা যায়, ইহাতে শ্বেতাম্ব মতে চতুর্দশ পূর্বধারী শ্রুতকেবলী মুনিগণেরই আহারক শরীর নির্দিষ্ট বলিয়া থাকেন, অপরের নয়। “শরীরের উপাদানসকল আহরণপূর্বক হয় বলিয়া এই শরীরের নাম আহারক” ॥ ১১ ॥

तीर्थेश-देव-नारक-भोगभुवोऽखण्डायुषः† ॥ १२ ॥

टीका। तीर्थेशेति। येतु तीर्थंकर देव-नारक-भोगभूमिकास्ते शरीरिणः

---

* “आहारकं प्रमत्तसंयतस्यैव” एवं पाठान्तरमपि क्वचिद्दृश्यते।

† অত্র শ্বেতাম্বরীয়সূত্রপাঠেতু “ঔপপাতিকচরমদেহোত্তমপুরুষাঃ” ইত্যনেন সর্ব্বেষাং চরমশরীরিত্বং এবমুত্তম-পুরুষাণামখণ্ডায়ুষ্কঞ্চবিদ্যতে। তস্য ভাষ্যকৃতাচা ৎকথিতম্। তত্রাধ্যায়ান্তে সূত্রমিদং দ্বিপঞ্চাশৎসংখ্যকম্। একস্মিন্ তত্ত্বে সূত্রমেকমূলীকৃত্যান্যানি বহূনি সূত্রাণি বিষয়াবস্তারার্থমুক্তানি।

अखण्डायुषो भवन्ति। ये अकाले निधनं गता बद्धायुष्का अन्तरा नैव ते खण्डिता अतस्ते अखण्डायुष्कसंज्ञिनः स्युः। तीर्थेश प्रभृतीनामकाल मरणं न भवति। केनापि वाह्यहेतुना एतेषामायुषोभेदश्च्छेदपरिवर्त्तनानि न भवेयुः। एतेस्व-शक्त्या पूर्णायुष्का भवन्ति। परं ये मनुष्य तिर्य्यगादयस्तेषां नैवाखण्डायुर्भवेत्। कदाचिद्व व्यतिक्रमेणचाखण्डायुः सम्भवः स्यात्। यथा मानवस्तपसा देवत्वं लभते। सभाष्य सूत्रस्य द्वितीयाध्याये द्विपञ्चाशत् सूत्रेऽति-जटिल्येनायं सिद्धान्तो-विहितः। अत्र तु सारल्येन स्पष्टरीत्या उक्तः। परमनयोराशयोऽभिन्नः। भाष्ये अनेत्र विषयाः सम्यक् प्रपञ्चिताः सन्ति। पातञ्जल्योगदर्शने पुराणशास्त्रे चास्मिन् विषये मतभेदोऽस्ति। अत्राहृत सिद्धान्तोभाष्यटीकादौ प्रपञ्चितः विस्तरभियान-प्रतन्यते ॥ १२ ॥

श्रीमत्प्रभाचन्द्राचार्य-विरचिते तत्त्वार्थसूत्रे

द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ २ ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। তীর্থংকর, দেব, নারকী, (তির্য্যক) প্রভৃতি ভোগভূমি স্থানীয় অখণ্ড আয়ুষ্ক হইয়া থাকে। অকাল মরণাদি দ্বারা বদ্ধ আয়ুষ্কগণের অর্থাৎ যাহাদের মধ্য-সময়ে কোনরূপে আয়ুঃ কাল খণ্ডিত হয় নাই তাহারাই অখণ্ডায়ু সংজ্ঞাপ্রাপ্ত। তীর্থংকর প্রভৃতির অকাল মৃত্যু না থাকাতে অর্থাৎ বাহিরের কোন কারণ দ্বারা আয়ুর উচ্ছেদ বা পরিবর্তন হয় না এই নিমিত্ত তাহারা কালক্রমে নিয়মিত আয়ু ভোগ করিয়া থাকে। অপর মতান্তরে সাধারণ মনুষ্য ও তির্য্যগ্ (পশু প্রভৃতি) গণের অখণ্ডায়ু হওয়ার নিয়ম নাই। অপর কাহারও মতে হইতেও পারে, না হইতেও পারে। এই বিষয়ে সভাষ্য সূত্র দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে (৫২) সূত্রে খুব কঠিনভাবে যে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে তদপেক্ষা এই সূত্রে সরলভাবে প্রতিপাদ্য বিষয় বলা হইয়াছে। উভয় সূত্রের অর্থগত ভেদ বিশেষ নয়। অপর বিষয়গুলি ভাষ্যের অনুবাদে উল্লিখিত আছে ॥ ১২ ॥ (*)

ইতি শ্রীমদ্ ঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রি-পঞ্চতীর্থ-দর্শনাচার্য বিরচিত-বালবোধিন্যাখ্য-

টীকায়াং তত্ত্বার্থসূত্রে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

ইতি তত্ত্বার্থসূত্রে সব্যাখ্যানুবাদে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

---

* ভাষ্যকারের মতে উত্তম পুরুষ তীর্থংকর প্রভৃতি ঔপপাতিক বা চরম শরীর, ইহাদের আয়ুঃ অপরিমিত। এই মতে উত্তম পুরুষ তীর্থংকর, বাসুদেব, সম্রাট্ প্রভৃতি। চরম দেহ মনুষ্যই হইবে অপর জীব নয়। তাহারা সেই লব্ধ-শরীরের সহিতই সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে

तृतीयोऽध्यायः

रत्नप्रभाद्याः सप्तभूमयः ॥ १ ॥

टीका। रत्नेति। अत्र रत्नप्रभाभिधानादयो हि सप्तसंख्यकाः प्रागुक्त-नारकाणां भूमयोभवन्ति। नरकेषु भवा नारकाः। नरकप्रसिद्धये इदं सूत्रमुच्यते। अस्मिन् आदि शब्दोपादानात् भूमीनां सप्तसंख्ययाभेदो भवति। तथाच ता भूमयः। रत्नप्रभा-शर्कराप्रभा-वालुकाप्रभा-पङ्कप्रभा-धूमप्रभा-तमःप्रभा-महातमः प्रभाः स्युः। एकस्याभूमेरधोऽपराभूमिः। यथा रत्नप्रभाया अधोदेशे शर्कराभूमिर्भवति। एवमन्यस्याभूमेर्ज्ञेयम्। जैनागमशास्त्रे रत्नप्रभामादि कृत्य पूर्वोक्ताः सप्तभूमयो नारक-भूमयोभवन्ति। सभाष्य तृतीयाध्यायस्थ प्रथमे रत्नशर्करेत्यादि सूत्रेण सार्द्धमस्य सूत्रस्यार्थभिन्नत्वं नास्ति। तत्र विस्ताररूपेणोक्तं अस्मिन् संक्षेपेणेति। एतासां सप्तभूमीनां घनेन वातेन अम्बुना आकाशेनच प्रतिष्ठा अधोऽधोभवेयुः। एवं तत्र सूत्रे भाष्ये च विस्ताररूपेण सर्वं वर्णितमस्ति। अन्यत्र ऊर्द्ध्वं भूरादि-सप्तलोकसंस्थानानि। अधोदेशे अतलादि सप्तसंस्थानानि कीर्त्तितानि। उभयो-र्मेलनेन चतुर्द्दश भुवनानि स्युरिति ॥ १ ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। রত্নপ্রভা প্রভৃতি সাতটী ভূমি বা নরক সংস্থান আছে। পূর্বে নারক-দেহের কথা বলা হইয়াছে, এখন তাহাদের রত্নপ্রভা, শর্করাপ্রভা, বালুকাপ্রভা, পঙ্কপ্রভা, ধূমপ্রভা তমঃপ্রভা, মহাতমঃপ্রভা এই সাতটী ভূমির বিষয় বর্তমান স্থত্রে বলিতেছেন। এই ভূমিসমূহের মধ্যে একের অধোভাগে অপরের অবস্থিতি, যেমন রত্নপ্রভার নিম্নভাগে শর্করা ভূমি। পুরাণ শাস্ত্রে সপ্ত পাতাল ভূমির সেই ভাবেই বর্ণনা আছে। এই স্থত্রে আদি শব্দ দ্বারা শর্করা প্রভৃতি ছয়টি ভূমি গৃহীত হইয়াছে। সভাষ্য স্থত্রে একের নিম্নে অন্যের অবস্থানও কথিত আছে, এবং এক হইতে অপর ক্রমশঃ স্থূল ইহা ব্যক্ত আছে। ভূমিসকলের প্রতিষ্ঠা ঘন, বায়ু, জল, আকাশ পদার্থ তাহাও সুব্যক্ত আছে। এই স্থত্রে সেই স্থত্রোক্তপল্লবিত বিষয় সংক্ষেপে বর্ণিত করা হইয়াছে, উভয়ের বিরোধ প্রতীতি হয় নাই। অপর বিষয় ভাষ্যের অনুবাদে ব্যক্ত আছে॥ ১॥

तासु नारकाः सपञ्चदुःखाः (*) ॥ २ ॥

टीका। तास्विति। तासु प्रागुक्त रत्नप्रभादि सप्तभूमिषु। नारका-एतन्नाम्ना जीवाः तिष्ठन्ति। ते च जीवा पञ्चविधैर्दुःखैः संयुक्ता भवन्ति। तानि पञ्च परस्परोदीरितस्वसंक्लेशपरिनामज-क्षेत्रस्वभावजासुरोदीरित-नैमित्तिकानीति। एवमसंख्येयानि दुःखानि तैश्च ते जीवा निरन्तरं संपीड़िताः ताड़िताश्च। अन्यान्य परिमितानि दुःखानि प्रागुक्तपञ्चस्वन्तर्गतानि स्युः। नरकवर्णनन्तु-भाष्येऽस्ति। सभाष्यसूत्रे तृतीयाध्याये प्रथमसूत्रात्पञ्चमसूत्रं यावत् ये विषया-वर्णितास्तेचात्रान्तर्णीताः संक्षिप्ताश्च। "सव्वं दुक्खम्" इति बौद्धाः। "त्रिविधं दुःख"मिति कापिलाः। "बाधनालक्षणं दुःखमिति" गौतमाः। गोतमसूत्रे सुखलक्षणं नोक्तम्। "दुःखमेव सर्वं विवेकिनः" इति पातञ्जलाः। ऐहिकं सुखं क्षणिकमेव। कैवल्यसुखमेव उपासनादिलब्धं नित्यम्। अन्यत् तत्र भाष्ये प्रपञ्चितमस्ति ॥ २ ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। উল্লিখিত সাত প্রকার ভূমিতে নারক জীবগণ অবস্থান করে এবং তাহারা পাঁচ প্রকার দুঃখ দ্বারা সর্বদা আক্রান্ত থাকে। প্রথম সূত্রে সাত প্রকার ভূমি বর্ণিত আছে। উক্ত পাঁচ প্রকার দুঃখ, স্বীয় ক্লেশ পরিণাম জাত, ক্ষেত্র স্বভাবজাত, পরস্পরোদীরিত, অসুরোদীরিত, নৈমিত্তিক। অপর নানাবিধ দুঃখ (কপিলোক্ত একবিংশতিদুঃখ), এই পঞ্চবিধ দুঃখের অন্তর্গত। এইরূপ অসংখ্যদুঃখদ্বারা তাহারা নিরন্তর আক্রান্ত থাকে। সকল দুঃখের নাম উল্লেখ করা হয় নাই। সংসারেও জীবের দুঃখ অসীম। সভাষ্য সূত্রে তৃতীয়াধ্যায়ের প্রথম সূত্র হইতে পাঁচ সূত্র পর্যন্ত যাহা যাহা এই বিষয়ে বলা হইয়াছে সে সমুদয় এই সূত্রে সংক্ষেপে বর্ণিত আছে। ভাষ্যের ভাষানুবাদে অপর বিষয় জ্ঞাতব্য ॥ ২ ॥

जम्बूद्वीपलवणोदादयोऽसंख्येय द्वीपोदधयः ॥ ३ ॥

टीका। जम्बित्यादि। जम्बूद्वीपलवणोदध्यादितः असंख्येया अवान्तर भेदाच्च द्वीपा उपद्वीपाः समुद्रा उपसमुद्राश्च भवन्ति। एते विषया शास्त्रान्तरे पुराणे,

(*) অস্মিন্ সূত্রে যদ্যপি পঞ্চবিধানি দুঃখানি উদ্দিষ্টানি তথাপি "দুঃখবহুলঃ সংসারো হেয়ঃ" ইতি নিঃ শঙ্ক-সিদ্ধান্তঃ। "সর্ব্বং দুঃখং" ইতি বুদ্ধদেবাঃ। "ত্রিবিধং দুঃখম্" ইতি কপিলর্ষয়ঃ। তথৈব "দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিনঃ" ইতি পাতঞ্জলাঃ। "বাধনালক্ষণং দুঃখম্" ইতি গৌতমাঃ। গোতমসূত্রেষু সুখস্য লক্ষণং নোক্তম্। এবমেবাহুরন্যে দার্শনিকাঃ কেবলং চার্ব্বাকং বিনেতি।

৫

योगदर्शनभाष्ये तद्ववार्त्तिके ज्यौतिषे गोलाध्यायेऽन्यत्र च बहुधा वर्णिता आसन्। सभाष्यसूत्रेऽपि। "जम्बूद्वीप लवणादयः शुभनामानो द्वीपसमुद्राः" इत्येवं पाठो दृश्यते। तत्र "शुभनामान" इति विशेषणं प्रदत्तम्। अत्र तु तत्स्थाने "असंख्येय" इति पदं सन्निविष्टम्। अनयोः सूत्रयोरभिप्राय-भेदो नोपलभ्यते। जम्बूद्वीपादयो-द्वीपत्वेन कथिताः। लवणादयश्च समुद्राः। शुभनामान इति। शुभान्येव नामानि यषामिति ते शुभनामानोभवन्ति। अन्येतु लवणेक्षुसुरासर्पिर्दधिदुग्धजलान्तकान् समुद्रान् सप्त प्रोचुः। एवं "द्वयोर्द्वयोरन्तरमेकमेकं समुद्रयोर्द्वीपमुदाहरन्ति" इति भास्कराचार्य्याः। अनयत् सूत्रभाष्ये वर्णितमस्ति ॥ ३ ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। জম্বূদ্বীপ এবং লবণ সমুদ্র আদি করিয়া দ্বীপ ও সমুদ্র অসংখ্যেয়। অর্থাৎ উক্ত দ্বীপ ও সমুদ্রের অন্তর্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু দ্বীপ এবং উপসমুদ্র উপদ্বীপ উপসাগর রূপে বর্তমান। এই বিষয়ে পুরাণ ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে নানাবিষয় বর্ণিত আছে। তৃতীয় অধ্যায়ের সভাষ্য সপ্তম স্থত্রে "জম্বুদ্বীপ লবণাদয়ঃ শুভনামানোদ্বীপসমুদ্রাঃ" এইরূপ পাঠভেদ আছে। দ্বীপ এবং সমুদ্রের "শুভনামানঃ" এই বিশেষণ তাহাতে আছে; এই স্থত্রে "অসংখ্যেয়াঃ" এইরূপ বিশেষ বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। ভাস্করাচার্যের মতে (গোলাধ্যায়ে) দুই দুই সমুদ্রের মধ্যে এক একটী দ্বীপ কীর্তিত আছে। অপর বিষয় সমূহ ভাষ্যে উক্ত হইয়াছে। 'পঞ্চাস্তিকায়-সমুদায়ই লোক' এই প্রসঙ্গে দ্বীপ ও সমুদ্রাদির কথা জৈনাগমে বর্ণিত আছে॥ ৩ ॥

तन्मध्ये लक्षयोजनप्रमः सचूलिकोमेरुः ॥ ४ ॥

टीका। तन्मध्य इति। तेषां द्वीपसमुद्राणां मध्ये तन्मध्ये इत्यर्थः। लवणोदादयः लवणाम्बुधि प्रभृतयः। तेचासंख्येया द्वीपा अब्धयश्च भवन्ति। मध्यभागेतु लक्षयोजनप्रमाणमितः चूलिकया (*) सहितोमेरुरद्रिर्वर्त्तत इति। सभाष्य सूत्रेण सार्द्धमस्य पाठभिन्नत्वमस्ति। "तन्मध्ये मेरुनाभिर्वृत्तोयोजनशत-सहस्रविष्कम्भो जम्बूद्वीपः" इति। एतस्य भाष्येऽन्यत् सर्व्वं व्याख्यातम्। सूत्रकृता "तन्मध्ये मेरुनाभिर्वृत्तो"ऽप्येवं पाठमाश्रित्य मेरुगिरिर्नाभिरूपमित्येवं

* "কর্ণমূলস্তুচূলিকা" ইত্যমরঃ ॥১॥ "চূলিকা নাটকস্থাঙ্গে কর্ণমূলে চ হস্তিনাম্" ইতি মেদিনীকরঃ ॥ ২ ॥ অত্র চূড়া অপি চূলিকা সম্ভবতি ডলয়োরেকত্বাৎ। তৃতীয়াধ্যায়ে নবমসূত্রভাষ্যে এবমুক্তম্ যথা—"বৈদূর্যবহুলাচাস্যচূলিকা চত্বারিংশদ্‌যোজনান্যুচ্ছ্রায়েণ মূলে দ্বাদশ বিষ্কম্ভেন" ইতি।

मध्यस्थित' प्रत्यायन् अस्य परिमाण' नोक्तम्। परन्तु जम्बूद्वीपस्य लक्षयोजन-परिमाण' समुदितम्। अत्र सूत्रे जम्बू द्वीपस्य परिमिति मनुक्त्वा सुमेरोः परिमाणं कथितमिति विशेषः। एतन्मते जम्बूद्वीप-मेरुशैलयोर्द्वयो-र्लक्षयोजनपरिमाणमिति। अन्यत्तस्मिन् भाष्ये प्रसारित' व्याख्यानमस्ति। संक्षेपोक्तिरत्रेति ॥ ४ ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। পূর্বে কথিতদ্বীপও সমুদ্রের মধ্যে লক্ষ যোজন প্রমাণ এবং চুলিকার সহিত মেরু পর্বত বর্ত্তমান। সভাষ্য সূত্রে "তন্মধ্যে মেরুনাভির্বৃত্তঃ" এইরূপ উক্তি দ্বারা মেরুপর্বত নাভিরূপে মধ্যস্থিত বলা হইয়াছে কিন্তু তাহার কোন পরিমাণের কথা উল্লেখ না করিয়া জম্বূদ্বীপকে লক্ষযোজন প্রমাণ বিস্তার বলিয়া তাহার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এই (তত্ত্বার্থ) সূত্রে জম্বূদ্বীপের কোনও পরিমাণের উল্লেখ না করিয়া মেরু পর্বতের পরিমাণের উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে। কিন্তু এই উভয়ই (জম্বূদ্বীপ ও মেরুপর্বত) লক্ষযোজন পরিমিত ॥ ৪ ॥

हिमवत्प्रमुखाः षट्कुलनगाः ॥ ५ ॥

टीका। हिमवदिति। हिमवन्तमादाय षट्संख्याकाः कुलशैलाभिधाना-पर्व्वता गिरयो भवन्ति। ते च षट्शैलायथा। महाहिमवान् निषधः नीलः रुक्मी शिखरी त्येते पञ्च भवन्ति हिमवदादिषडिति। षट्पर्वता वर्षधराः स्युः। जैना-गमेतु हिमवतासहेति प्रसिद्धिरस्ति। एते शैला जम्बूद्वीपादौ स्थिताः। सभाष्यो-मास्वातिसूत्रे एकादश संख्यके च "तद्विभाजिनः पूर्व्वापरायता हिमवन्महा हिमवन्निषधनील-रुक्मि-शिखरिणोवर्षधरपर्व्वताः"। तत् तेषां विभक्तारः तद्व-विभागेन वर्त्तन्त इत्यर्थः। अन्यद्भाष्ये विद्यते पुष्कलम्। अन्यत्र पुराणे प्रोक्त-मन्यत्- "महेन्द्रोमलयः सह्यो। ऋक्षवान् मुक्तवानपि। बिन्ध्यश्च पारिपात्रश्च सप्तैते कुलपर्व्वताः" इति ॥ ५ ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। হিমালয় পর্বত আদি পূর্বক ছয়টী পর্বতের নাম কুলাচল শৈল। এই সূত্রে ষট সংখ্যা দ্বারা নির্দিষ্ট হওয়াতে 'প্রমুখ শব্দ' দ্বারা মহাহিমবান্, নিষধ, নীল, রুক্মী, শিখরী এই পাঁচটী কুলাচল মধ্যে সংগৃহীত হইয়াছে। মতান্তরে কুলাচল সাতটী। জৈনাগম শাস্ত্রে হিমবান্ আদি করিয়া ছয়টী কুলাচল পর্বতের নাম উল্লিখিত আছে। সে সকল পর্বত জম্বূদ্বীপ মধ্যে অবস্থিত। সভাষ্য- উমাস্বাতিগ্রন্থে তৃতীয়াধ্যায়ের একাদশ সূত্রে সে সকল পর্বতের নাম সুস্পষ্টভাবে সংগৃহীত আছে ॥ ৫ ॥

तेषु पद्मादयोह्रदाः (*) ॥ ६ ॥

टीका। तेष्विति। प्रागुक्तकुलाचलेषु उपरि स्थिताः पद्मादयो ह्रदा अगाधजलाधारा देवखाताश्चेति। अत्रादिपदेन महापद्मादयोबोध्याः। स्वीय-जम्बूद्वीपसमासे " विदेहयोद्वात्रिंशद्विजयाः " इति प्रसङ्गे भाष्यकृता उक्तं—" पद्म-सुपद्म-महापद्म-पद्मवच्छ खः कुमुद-नलिन-सलिलवन्तः " इति। अन्येत्वेवं वदन्ति " महापद्म-तिकिंस-केशरी-महापुण्डरीक-पुण्डरीक"-पञ्चसंख्यका ज्ञेयाः। एते महाहिमवति कुलाचलाख्ये उपरि स्थिताश्च। उमास्वामिनां भाष्येचास्ति " द्वीप-समुद्र-पर्व्वत-ह्रद-तड़ाग-सरांसीति "। "तत्रागाधजलोह्रदः " इत्यमरः। केचन वदन्ति "पद्ममहापद्म " इत्यादि सूत्रे चतुर्द्दशसंख्यके ह्रदोवर्णितः परं तत्र तादृक् सूत्रं नास्ति ॥ ६ ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। পূর্বে কথিত কুলাচল শৈলের উপরি দেশে পদ্ম প্রভৃতি হ্রদ বর্তমান। অগাধ জলপূর্ণ অমানব খাতের নাম হ্রদ। সূত্রস্থিত আদি পদ দ্বারা পদ্ম, সুপদ্ম, মহাপদ্ম প্রভৃতি হ্রদান্তরের নাম গৃহীত হইয়াছে। মতান্তরে মহাপদ্ম, তিকিংস, কেশরী, মহাপুণ্ডরীক, পুণ্ডরীক এই পাঁচ প্রকার হ্রদেরও উল্লেখ দেখা যায়। "পদ্ম মহাপদ্ম" এইরূপ চতুর্দশসংখ্যক সূত্র সভাষ্য সূত্রগ্রন্থে নাই। ভাষ্যকারের 'জম্বূদ্বীপ সমাস' নামক গ্রন্থে পদ্মাদিহ্রদের উল্লেখ আছে। ভাষ্যে ও দ্বীপ, সমুদ্র, পর্বত, হ্রদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই বিষয় পুরাণ শাস্ত্রে বিশেষভাবে উক্ত আছে ॥ ৬ ॥

तन्मध्ये श्र्यादयोदेव्यः ॥ ७ ॥

टीका। तदिति। तत्तेषां ह्रदानां प्रागुक्तानां मध्ये श्रीप्रभृतयोदेव्यः सदा दिविच द्योतनशीलाः शक्तयः तिष्ठन्ति। ताश्च देव्यो यथा ह्रीधृतिः कीर्त्तिर्बुद्धि-र्लक्ष्मीरेताः पञ्चेति। " मणिपीठिकायां श्रीदेव्याः शय्या " इति जम्बुद्वीपसमासे। मतान्तरेतु सभाष्योमास्वातिसूत्रे ऊनविंशतिसंख्यके ह्रदजात सरोजोपरि वासिनी श्रीप्रभृतिदेवुयक्ता। सम्प्रदायभेदे सूत्रपाठास्तद्विषयसंख्यागताः प्रभेदाश्च सन्त्येवेति प्राक् कथितम्। तेन तेन नापि तत्त्वविकृतिरिति ॥ ७ ॥

---

* সভাষ্যোমাস্বাতিসূত্রে তৃতীয়াধ্যায়ে ঊনবিংশতিসংখ্যকে ষদস্তি তন্নৈতাদৃশম্। নবা তস্য ভাষ্য তাদৃশমস্তি। উমাস্বাতীনাং জম্বূদ্বীপসমাসে, পদ্মাদীনাং হ্রদানাং বিশেষোল্লেখোঽস্তি। ভাষ্যে কুত্রচিদুদ্দেশমাত্রমিতি।

সব্যাখ্যানুবাদ। পূর্বে কথিত হ্রদসকলের মধ্যে শ্রীপ্রভৃতি দেবীগণ অবস্থান করেন; দিব্যস্থানে দ্যোতনশীল (সদা দীপ্তিযুক্ত) যে শক্তিসমূহ তাহারাই দেবী সংজ্ঞায় আখ্যাত। দেবী সকল যথা,—হ্রী, ধৃতি, কীর্ত্তি, বুদ্ধি, লক্ষ্মী, এই পাঁচ শক্তি। এই ভিন্ন শাস্ত্রান্তরে অষ্টশক্তি, দ্বাদশশক্তি, নবশক্তি, ষোড়শশক্তি (কলারূপা), ষট্‌কীর্ত্তিকাশক্তি, ত্রিশক্তি, কামকলাশক্তি, চতুঃষষ্ঠিশক্তি (যোগিনী), শতশক্তি প্রভৃতি উক্ত আছে। 'জম্বুদ্বীপসমাস' নামক টীকায় লিখিত আছে। "মণি পীঠিকাতে শ্রীদেবীর শয্যাস্থান"। মতান্তরে সভাষ্যসূত্রে (১৯) লিখিত আছে,—পদ্মের উপরি কমলবাসিনী শ্রীপ্রভৃতি দেবী অবস্থিত। সম্প্রদায়ভেদে সূত্রাদির সংখ্যার তারতম্য ও পাঠভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে মূলতত্ত্বের অন্যথাভাব হয় না ॥৭॥

तेभ्यो गङ्गादयश्चतुर्द्दश महानद्यः (*) ॥ ८ ॥

टीका। तभ्य इति। तेभ्यः पूर्व्वोक्त ह्रदेभ्यः भागीरथी प्रभृतयः महत्यः सुदीर्घा नद्यः सरितो विनिर्गताः स्युरिति। ताः सरितश्चतुर्द्दशसंख्यकाः। सूत्रेऽस्मिन् नदीनां संख्यानिर्द्देशेनादिपदेनचागमोक्ताः सिन्धु-रोहित-रोहितास्या हरित-हरितकान्ता-सीता-सीतोदा-नारी-नरकान्ता-सुवर्णकुला रूप्यकुला-रक्ता-रक्तोदा एता त्रयोदशसंख्यकाः संगृहीताः। श्रीमदुमास्वातिभाष्ये विंशतिके सूत्रे च "गङ्गासिन्धू" इत्यादिपाठान्विते आसां सरितां नामोल्लेखोऽस्तीति केषांचिन्मतम्। परं श्वेताम्बरीय सूत्र-पाठे तादृक् सूत्रं नास्ति। अत्र तु संक्षेपेणोक्तम्। कलिकाताख्यनगरे मुद्रापित सभाष्य सूत्रेऽपि नतादृशं सूत्रमुपलभ्यते इति ॥ ८ ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। পূর্ব সূত্রে কথিত হ্রদ সকল হইতে গঙ্গা প্রভৃতি চতুর্দশ নদী নির্গত হইয়াছে। এই সূত্রে চতুর্দশ সংখ্যা অবধারিত থাকাতে এবং আদি শব্দ দ্বারা জৈনাগম বর্ণিত সিন্ধু, রোহিত, রোহিতাস্যা, হরিত, হরিতকান্তা, সীতা, এবং সীতোদা, নারী, নরকান্তা, সুবর্ণকুলা, রূপ্যকুলা, রক্তা, রক্তোদা এই ত্রয়োদশটী নদ নদীর নাম গৃহীত হইয়াছে। উমাস্বাতি-আচার্য স্বীয় সূত্র গ্রন্থে "গঙ্গাসিন্ধু" ইত্যাদি সূত্রে (২০) উক্ত নদ নদীরনাম উল্লেখ পূর্বক সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের রীতি অনুসারে এইরূপ সূত্রের পাঠ দেখা যায় না। এসিয়াটিক সোসাইটিতে মুদ্রিত সভাষ্য সূত্রের পাঠও তদ্রূপ নয় ॥ ৮ ॥

भरतादीनि वर्षाणि ॥ ९ ॥

टीका। भरतेति। अत्र भरतादीनि वर्षक्षेत्राभिधानानि ज्ञेयानि।

(*) শ্বেতাম্বরসম্প্রদায়োক্তঃ পাঠোনতাদৃশ উপলভ্যতে।

अत्रादिपदेन हैमवत-हरि-विदेह-रम्यक-हैरण्यवतै-रावतनामानि जम्बूद्वीपस्थितानि षड्वर्षाणि स्युः। सभाष्य दशमसंख्याकसूत्रं " भरत-हैमवत-हरिविदेह-रम्यक-हैरण्यवतै-रावतवर्षाः क्षेत्राणि " भवन्ति इत्यर्थः। इत्थमनेनाभिन्नार्थकं दृश्यते। अत्र संक्षेपेणोक्तं तत्रतु वैशद्येनोक्तमिति सम्यगाशयः। लोकादीनां निवासस्थानत्वेन वर्षाणि तानि क्षेत्रस्वरूपाणीति तत्र भणितम्। तथाहि भारतवर्षविषये पुराणशास्त्रेऽस्ति। "उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम्। वर्षन्तद् भारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः।" अन्येषां वर्षाणां वृत्तं भाष्यादावस्ति ॥ ९ ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। ভরত প্রভৃতি বর্ষকে ক্ষেত্র নামে ব্যবহার করা হয়। এইসূত্রে আদি পদ দ্বারা অপর হৈমবত-হরি-বিদেহ-রম্যক-হৈরণ্যবত-ঐরাবত এই ছয়টি বর্ষ গৃহীত হইয়াছে। সভাষ্য উমাস্বাতি আচার্যের দশম সূত্রে বিস্তৃতরূপে এই অধ্যায়ে বর্ষ বিষয়ে যাহা বলা হইয়াছে এই সূত্রে সে সমুদয় সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে। উভয় সূত্রের অভিপ্রায় একরূপ। অপর বহুবিষয় ভাষ্য ও টীকায় বর্ণিত আছে ॥ ৯ ॥

त्रिविधा भोगभूमयः ॥ १० ॥

टीका। त्रिविधेति। भोगभूमयः त्रिविधा भवन्ति। तासां भूमीनाम् त्रैविध्यन्तु उत्तममध्यमाधमभेदेन भवेदिति। विदेहक्षेत्रस्थित देवकुरूत्तरकुरुद्वयोर्मध्ये उत्तमकर्मभूमेः सम्यग् व्यवस्था अस्ति। हरिरम्यकक्षेत्रद्वयोर्मध्ये मध्यमभोगभूमिव्यवस्थास्थिता। हैमवत हैरण्यवतक्षेत्रयोर्मध्येऽधमा भोगभूमिसंस्था भवति ; परन्तु सभाष्योमास्वातितत्त्वार्थाधिगमसूत्रे ईदृशं स्वतन्त्रत्वेन सूत्रं नैव दृश्यते। दिगम्बरीयमते " एकद्वित्रिपल्योपमः"। " तथोत्तराः "। इत्थं सूत्रद्वयमस्ति-तृतीयाध्याये विंशत्यूनविंशसंख्यकम्। श्वेताम्बरीयसूत्रपाठे ते द्वे नस्तः। परमनेन सूत्रेण सार्कं तयोरर्थाभिन्नत्वमस्ति ॥ १० ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। ভোগ ভূমি তিন ভাগে বিভক্ত। এই সূত্রে তাহার প্রকার প্রদর্শিত হইতেছে—(ক) উত্তম (খ) মধ্যম (গ) অধম বা জঘন্য। বিদেহক্ষেত্রস্থিত দেবকুরু এবং উত্তর কুরুতে উত্তম ভূমি ব্যবস্থা। হরি ও রম্যক বর্ষক্ষেত্রে মধ্যম ভোগ ভূমিস্থিতি। হৈমবত ও হৈরণ্যবত ক্ষেত্রে অধম ভোগ ভূমি নির্দিষ্ট রহিয়াছে। অপর বিষয় ভাষ্যে এবং জম্বুদ্বীপ-সমাসসন্দর্ভে বর্ণিত আছে। সভাষ্য উমাস্বাতি আচার্যসূত্রে এইরূপ কোন স্বতন্ত্র সূত্র যদিও

নাথাকে কিন্তু দিগম্বরীয় কোন কোন গ্রন্থে "একদ্বিত্রিপল্যোপমঃ" (১৯) এবং (২০) "তথোত্তরাঃ" এই সূত্রদ্বয় দেখিতে পাওয়া যায়। শ্বেতাম্বরীয় সূত্রপাঠে উক্ত দুইটি সূত্র নাই ॥ ১০ ॥

भरतैरावतेषु षट्कालाः * ॥ ११ ॥

टीका। भरतेति। अत्र भरतैरावतनाम्नोः क्षेत्रयोर्मध्ये षट्कालाः सन्ति। अस्य सूत्रस्याशयानुसारि सभाष्योमास्वातिदेव-सूत्रमिति। तथाहि "तत्र भरतैरावत विदेहाः कर्मभूमयोऽन्यत्र देवकुरूत्तरकुरुभ्यः" इति षोड़शसंख्याकं सूत्रम्। अनयोराशयगतप्रभेदोनास्ति। अन्यत्रास्य पाठरीतिरेतादृशी। "भरतैरावतयोर्वृद्धिह्रासौ षट्समयाभ्यामुत्सर्पिण्यवसर्पिणीभ्याम्" इति। श्वेताम्बरीय-सूत्रपाठेतु अदः सूत्रं नविद्यते। षट्काला इत्यस्यार्थोऽन्यथा भाष्ये कथितः ॥११॥

সব্যাখ্যানুবাদ। ভরত ও ঐরাবত নামক ক্ষেত্রেতে ছয়টি কাল বর্তমান রহিয়াছে। এই সূত্রের মর্মার্থ খুব জটিল। শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের মতে এইরূপ পাঠ নাই। দিগম্বরীয় সূত্রপাঠ যাহা দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতেও পাঠের ঐক্য নাই। কোন কোন দিগম্বরীয় পণ্ডিতের মতে সভাষ্য সূত্র পাঠ এইরূপ "ভরতৈরাবতয়োর্বৃদ্ধিহ্রাসৌ ষট্সময়াভ্যামুৎসর্পিণ্যব-সর্পিণীভ্যাম্"। মতান্তরে উভয় সূত্রের অর্থের সাদৃশ্য বর্তমান আছে। মুদ্রিত সভাষ্য সূত্র গ্রন্থে কতকগুলি সূত্র তৃতীয় অধ্যায়ে পাওয়া যায় না ॥ ১১ ॥

विदेहेषु सन्ततश्चतुर्थः ॥ १२ ॥

टीका। विदेहेष्विति। विदेहेषु विदेहाख्यक्षेत्रेषु। सन्ततोऽहर्निशम्। चतुर्थः काल स्तिष्ठति। तथाचास्य सर्व्वार्थसिद्धौ टीकायाम्। "विदेहेषु संख्येय कालाः" इत्येवमस्ति पाठः। सूत्रव्याख्यानकालेतु इत्थमिव प्रोक्तम्। तथाहि "तत्र कालः सुषम दुःषमान्तोपमः सदाऽवस्थितः"। अस्मिन् व्याख्याने सदावस्थितः चतुर्थ-कालः सम्यक् सूचितः स्यात्। परन्तु सूत्रमेतत् सभाष्योमास्वातिसूत्रपाठे नैवास्ति। श्वेताम्बरीयसूत्रपाठेऽपि सूत्रमिदं नावलोक्यते। तृतीयाध्याये षोड़श-संख्याकसूत्रे एवमुल्लेखोऽस्ति "भरतैरावतविदेहाः कर्मभूमयः" इत्यादि। त्रयः एते कर्मभूमयः पञ्चदशधा विभक्ता भवन्ति। अन्यत्तत्र भाष्ये वर्णितमस्ति ॥ १२ ॥

(*) সূত্রেপদদ্বয়গতবহুবচনন্তদন্তর্গতবহুত্ববিবক্ষয়েতি।
সূত্রমিদংশ্বেতাম্বরীয়াণাং সূত্রপাঠেনাস্তি।

সব্যাখ্যানুবাদ। বিদেহ ক্ষেত্র সমূহে সকল সময়ে চতুর্থকাল অবস্থিত। এই সূত্রের আশয় অনুযায়ী সভাষ্যসূত্রপাঠে কোন সূত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। সূত্রাবলীর টীকাকার স্বীয় সর্বার্থসিদ্ধি টীকাতে "বিদেহেষু সংখ্যেয়কালাঃ" এইরূপ উক্তি করিয়াছেন। সূত্রের ব্যাখ্যাকালে বলিয়াছেন,—"তত্র কালঃ সুষমদুঃষমান্তোপমঃ সদাবস্থিতঃ" ইহা দ্বারা সকল সময়ে চতুর্থকাল অবস্থিত থাকার প্রতীতি হয়। এই টীকাকারের ব্যাখ্যাত সূত্রটী শ্বেতাম্বরীয় সূত্র পাঠে দেখিতে পাওয়া যায় না ॥ ১২ ॥

आर्य्या म्लेच्छाश्च नरः (*) ॥ १३ ॥

टीका। आर्य्या इति। अत्र नराणां द्वैविध्यं स त्रकृदाह आर्य्या इति। अत्रार्य्यविषये बहुधाभिप्राय भेदोऽस्ति। भाष्यकृत आहुः। "आर्य्याः षड्-विधाः। क्षेत्रार्य्या जात्यार्य्याः कुलार्य्याः कर्म्मार्य्याः शिल्पाचार्य्याः भाषार्य्या इति।" एतेषां लक्षणं भाष्ये पृथक्त्वेन वर्णितं दृश्यते। अपरे अवदन् आर्य्या-वर्त्तवासिनः केचन आर्य्याः। अन्येतु कुमारिकाखण्डे वर्णव्यवस्थितियुक्ता आर्य्या-इति। तदन्येतु म्लेच्छाः। फणिभाष्योद्धृतश्रुतौ धर्म्मसूत्रे संहितासु सूत-संहितायाश्च म्लेच्छविषये उल्लेखोऽस्ति। अस्मिन् नर इति नृशब्दात् प्रथमाया-बहुवचनेन निष्पन्नं पदं बोध्यम्। सभाष्योमास्वातिसूत्रं यथा "आर्य्या-म्लेच्छाश्च" इति। अनयोराशयगतमैक्यमस्ति। आर्य्य-विपरीता म्लेच्छा इति भाष्यकृन्मतम्। कैश्चिदृषिभिरार्य्यलक्षणमुक्तं। "कर्त्तव्यमाचरन् कर्म्म अकर्त्त-व्यमनाचरन्। तिष्ठति प्रकृताचारे यः स आर्य्य इति स्मृतः" इति। तथा च चाणक्य सूत्रम्। "म्लेच्छानामपि सुकृतं ग्राह्यम्" इति। अस्य व्याख्यानं मत्कृत-चाणक्यसूत्र टीकायामस्ति। म्लेच्छानामपि गुणा ग्रहणीयाः। तथाहि शास्त्रान्तरे "सर्व्वतः सारमादद्यात् पुष्पेभ्य इव षट्पदः"। नीतौ च "गुणाः सर्व्वत्र पूज्यन्ते" इति। ज्योतिषे रोमकाचार्य्य-यवनाचार्य्य-पोलिशाचार्य्याणां सिद्धान्ता ब्रह्मगुप्ता-दिभि र्गृहीताः। अपरं भाष्ये वर्णितमस्ति ॥ १३ ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। মানব আর্য ও ম্লেচ্ছ এই দুইভাগে বিভক্ত, ইহা বিদেহ ক্ষেত্র নিবাস প্রসঙ্গে সূত্রকার বলিয়াছেন। এই সূত্রও সভাষ্য সূত্র একার্থবাচক। "আর্য্যাম্লিশশ্চ" (৩-১৩।৩-১৫)

(*) অত্র "ম্লিশশ্চ" ইতি পাঠান্তরমস্তি। ঈদৃশপাঠস্যার্থোদুর্বোধ্যঃ স্যাৎ।

সূত্রে নর পদটি নৃশব্দ হইতে প্রথমাবিভক্তির বহুবচনে নিষ্পন্ন। ভাষ্যকার এই সূত্রের ব্যাখ্যা বিশেষ রূপে করিয়াছেন। শাস্ত্রান্তরে লিখিত আছে "যে ভূভাগে চাতুর্বর্ণ্যব্যস্থা নাই তাহাই ম্লেচ্ছ-দেশ"। "যাহারা যথাবিধি কর্ত্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান করে, অকর্তব্য ত্যাগ করে, তাহারা আর্য-নামে প্রসিদ্ধ"। নীতি শাস্ত্রের উক্তি এইরূপ "ম্লেচ্ছ হইতেও সুকৃত গ্রহণ করিবে"। জ্যোতিষের সিদ্ধান্ত ভাগে আছে পৌলিশাচার্য, রোমকাচর্য, যবনাচার্যের সিদ্ধান্ত উপাদেয়, ইহা ব্রহ্মগুপ্ত, বরাহ-মিহিরাচার্য প্রভৃতি স্বীকার করিয়াছেন। নীতিশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত "সকল স্থানেই গুণের সম্মান ও শিক্ষা করিবে"। "সার বা তত্ত্ব সকল স্থান হইতে গ্রহণ করিবে" ॥ ১৩ ॥

त्रिषष्टिशलाकाः पुरुषाः (०) ॥ १४ ॥

टीका। त्रिषष्ठीति। एते पुरुषा त्रिषष्टिसंख्यका भवन्ति। शलाकाः पृथक्तया गणिताः। ते च पुरुषास्तीर्थङ्कराः। श्रीऋषभदेवाजितनाथ-सम्भव-नाथाभिनन्दन-सुमतिनाथ-पद्मप्रभभू-सुपार्श्वनाथ-चन्द्रप्रभ- सुविधिनाथ-शीतलनाथ-श्रेयान्सनाथ वसुपूज्यस्वामी- विमलनाथ- धर्म्मनाथ- शान्तिनाथा-नन्तनाथ-कुन्थ-नाथा-र्हनाथ- मल्लिनाथ-मुनिसुव्रत-नमिनाथ-नेमिनाथ-पार्श्वनाथ-महावीरस्वामिनः चतुर्विंशतिः। एते सर्व्वे श्रीपूर्व्वनामधेयाः। द्वादशसंख्यकाः श्रीचक्रवर्त्तिनः। श्रीभरत-सागर-माधव- सनात्कुमार-शान्तिनाथ-कुन्थनाथार्हनाथ-सुभौम-महापद्म-हरिषेण-जयसेन-ब्रह्मदत्ताः। नवसंख्यका चक्रवर्त्तिनः श्रीवासुदेवाः। त्रिपृष्ट-द्विपृष्ट-स्वयम्भू-पुरुषोत्तम-पुरुसिंह- पुण्डरीक-दत्त-लक्ष्मण-श्रीकृष्णाः। प्रति वासुदेवा-नवसंख्यका यथ। अश्वग्रीव-श्रीतारक-मैरक-मधु-निशुम्भ-बलि-प्रह्लाद-रावण-जरा-सन्धाः। अपरे च बलदेवाः। अचल-विजय-भद्र-सुभद्र-सुदर्शना-नन्द-नन्द-पद्म-बल भद्राः। श्रीऋषभदेवमारभ्य- बलभद्रान्ता मिलित्वा सव त्रिषष्टि संख्यकाः पुरुषाः भवन्ति। अन्यत् त्रिषष्टि-शलाकापुरुषचरिते सन्दर्भेऽनुसन्धेयम् ॥ १४ ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। ত্রিষষ্টি ভাগে বিভক্ত পুরুষগণ। ইহারা তীর্থঙ্কর নামে প্রসিদ্ধ। এইরূপ সূত্রপাঠ শ্বেতাম্বরীয় গ্রন্থে নাই। শ্রীঋষভদেব, অজিতনাথ, সম্ভবনাথ, অভিনন্দন, সুমতি-নাথ, পদ্মপ্রভভু, সুপার্শ্বনাথ, চন্দ্রপ্রভ, সুবিধিনাথ, শীতলনাথ, শ্রেয়াংসনাথ, বসুপূজ্যস্বামী, বিমল-নাথ, অনন্তনাথ, ধর্মনাথ, শান্তিনাথ, কুন্থনাথ, অর্হনাথ, মল্লিনাথ, মুনিসুব্রত, নমিনাথ, নেমিনাথ,

(০) এই সূত্রটী শ্বেতাম্বরীর সূত্রপাঠ গ্রন্থ মধ্যে নাই।

পার্শ্বনাথ, মহাবীর স্বামী (বৰ্দ্ধমান) (২৪)। শ্রীপূর্বক এই তীর্থঙ্করগণের নাম ব্যবহৃত হয়। দ্বাদশসংখ্যক শ্রীচক্রবর্তী। ভরত, সাগর, মাধব, সনাৎকুমার, শান্তিনাথ, কুন্থুনাথ, অর্হনাথ, সুভৌম, মহাপদ্ম ; হরিষেণ, জয়সেন, ব্রহ্মদত্ত (১২)। নবমসংখ্যক অৰ্দ্ধচক্রবর্তী শ্রীবাসুদেব। ত্রিপিষ্ট, দ্বিপিষ্ট, স্বয়ম্ভূ, পুরুষোত্তম, পুরুষসিংহ, পুরুষপুণ্ডরীক, দত্ত, লক্ষ্মণ, শ্রীকৃষ্ণ (৯)। নবমসংখ্যক প্রতি বাসুদেব,—অশ্বগ্রীব, তারক, মেরক, মধু, নিশুম্ভ, (বা)—বলি, প্রহ্লাদ, রাবণ, জরাসন্ধ। নবমসংখ্যক শ্রীবলদেব। অচল, বিজয়, ভদ্র, সুভদ্র, সুদর্শন, আনন্দ, নন্দ, পদ্ম, বলভদ্র (৯)। সমষ্টি সংখ্যা (৬৩)। অন্য বিষয় ত্রিষষ্টিশলাকাপুরুষ চরিত গ্রন্থে বর্ণিত আছে ॥১৪॥

एकादश रुद्राः ॥ १५ ॥

टीका। रुद्रा एकादश संख्यका भवन्ति। ते च काश्यपीय शिल्पशास्त्रे उक्ता यथा। "महादेवः शिवोरुद्रः शङ्करोनीललोहितः। ईशानोविजयश्चेशोदेवदेवोभवोद्भवः। कपालीशस्त्विति ज्ञेया रुद्रा एकादश स्मृताः"। गीतायाञ्च "रुद्राणां शङ्करश्चास्मि" इति। शैवशास्त्रेऽपि तथैवास्ति। "पक्षपातोनमे वीरे नद्वेषः कपिलादिषु" इत्याचार्य्य वचनरीत्योक्तम्। अन्यद् बुधैश्चिन्तनीयम् ॥ १५ ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। একাদশ সংখ্যক রুদ্রগণ। এই একাদশ সংখ্যক রুদ্রগণের নাম কাশ্যপীয় শিল্পশাস্ত্রে, শৈবশাস্ত্রে, পুরাণাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়। মহাদেব, শিব, রুদ্র, শঙ্কর, নীললোহিত, ঈশান, বিজয়, ঈশ, মহাদেব, ভবোদ্ভব, কপালীশ (১১)। এই সূত্রটিও শ্বেতাম্বরীয় সূত্র পাঠ পুস্তকে নাই ॥ ১৫ ॥

नव नारदाः ॥ १६ ॥

टीका। नवेति। नवसंख्यका नारदा भवन्ति। श्वेताम्बरीय सूत्रपाठे इदं सूत्रंनोपलभ्यते। पुराणान्तरे मरीचिरत्रिरङ्गिरा पुलस्त्यः पुलहः क्रतुभृगुर्वसिष्ठोनारदो नवैते स्युः। अन्यत्र "नारदाद्याः सुरर्षयः"। देवाः सुराः मन्त्रद्रष्टृत्वेन ऋषित्वंगताः। गीतायामपि "देवर्षीणाञ्च नारदः" इति। नारं नरसमूहं द्यति खण्डयतीति नारदः। शिल्पशास्त्रे च "भृगुरगस्त्यवसिष्ठगोतमाङ्गिरसस्तथा। विश्वामित्रोभरद्वाजोमहातेजा ऋषिः स्मृतः। नारदोऽत्रिर्महर्षिश्च नव एते प्रकीर्त्तिताः।" अन्यत्र च "तुम्बरुभरतपर्वतबलदेव प्रभृतयो देवर्षयः"। अपरे

एतन्नाम्ना पर्वतान् आहुः। मतान्तरे तु नव नारदाः। देवर्षिर्देवोब्रह्मा पिशुनः कलि-कारकः तुम्बरुः भरतः पर्वतो नारदा नव" इति। अन्यत् सुबुधैश्चिन्त्यम् ॥ १६ ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। নারদ নবসংখ্যাবিশিষ্ট। শ্বেতাম্বরীয় সূত্র পাঠে এইরূপ সূত্রের উল্লেখ নাই। কাহারও মতে তুম্বরু, ভরত, পর্বত,দেবল প্রভৃতি নয়জন ঋষি বা পর্বত বিশেষের নাম। ভাষ্যে অথবা জম্বুদ্বীপ-সমাস টীকায় ইহার উল্লেখ নাই। গীতার দশম অধ্যায়ে উক্ত আছে "দেবর্ষিগণের মধ্যে শ্রীভগবান্ নারদরূপে বিরাজিত।" শিল্প শাস্ত্রকারের মতে 'ভৃগু, অগস্ত্য বশিষ্ঠ, গোতম, অঙ্গিরা, বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজ, অত্রি, নারদ এই নয় জন মহাতেজা দেবর্ষি'। এই বিষয়ে নানাগ্রন্থে মতান্তর দৃষ্ট হয় ॥ ১৬ ॥

चतुर्विंशतिः कामदेवाः ॥ १७ ॥

टीका। चतुरिति। कामदेवाः चतुर्विंशतिसंख्यकाःस्युरिति। ते च यथा। मदन-मन्मथ-मार-प्रद्युम्न-मीन-केतन-कन्दर्प-दर्पकानङ्ग-काम-पञ्चशर-स्मर-मनसिज-कुसुमायुधानन्यज-पुष्पधन्व-रतिपति-मकरध्वजात्मभू-पञ्चवाणा इति (२४)। पञ्चवाणाश्च क्षीरस्वामिभिरुक्ताः। "उन्मादनं शोचनञ्च तथा सन्मोहनं विदुः। शोषणं मारणञ्चैव पञ्चवाणा मनोभुवः।" अन्यत्र च "मदनोन्मादनश्चैव मोहनःशोषण-स्तथा सन्दीपणः समाख्यातः पञ्चवाणा इमे स्मृताः॥" मिलित्वा पञ्च विंशतिरेते। पञ्चवाणस्य पञ्चपुष्पाणि यथा, "अरविन्दमशोकञ्च च्यूतञ्च नवमल्लिका नीलोत्-पलञ्च पञ्चैते पञ्चवाणस्य सायकाः।" इति मणिभद्रकृतटीकायाम् ॥ १७ ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। কামদেব চব্বিশ (২৪) সংখ্যক, যথাক্রমে তাহাদের নাম—মদন, মন্মথ, মার, প্রদ্যুম্ন, মীনকেতন, কন্দর্প, দর্পক, অনঙ্গ, কাম, পঞ্চশর, স্মর, স্মরারি, মনসিজ, কুসুমায়ুধ, অনন্যজ, পুষ্পধন্বা, রতিপতি, মকরধ্বজ, আত্মভূ, পঞ্চবাণ। পঞ্চবাণ যথা—উন্মাদন, শোচন, সম্মোহন, শোষণ, মারণ। ইহা অমর কোষব্যাখ্যাতে ক্ষীর স্বামীর উক্তি। উক্ত ঊনবিংশতির সহিত পঞ্চবাণ মিলিত হইয়া সমষ্টিতে চব্বিশ সংখ্যাপূর্ণ। অপর গ্রন্থকারের মতে পঞ্চবাণ এইরূপ—মদন, উন্মাদন, মোহন, শোষণ, সন্দীপন। পঞ্চবাণের পঞ্চপুষ্প কামশাস্ত্রানুযায়ী যথা,—অরবিন্দ, অশোক, চ্যূত, নবমল্লিকা,নীলোৎপল। (মণিভদ্র কৃত অভিধানটীকা) ॥ ১৭ ॥

मनुष्य तिरश्चामुत्कृष्ट जघन्यायुषी त्रिपल्योपमान्तर्मुहूर्त्ते ॥ १८ ॥

टीका। मनुष्येत्यादि। मनुष्याणां तिरश्चां पशुपक्ष्यादीनां क्रमेणोत्-कृष्टमायुः जघन्यञ्च निकृष्टं भवति। मानवानामुत्कृष्टमायुः पश्वादीनां निकृष्टमिति।

त्रिपल्यानाञ्च (০) असंख्यायुषाम्। तदेव भवति। जघन्यमायुः अन्त-मुहूर्त्तमेति अत्र मुहूर्त्तं मुहूर्त्तश्चेति पाठभेदोऽस्ति। सभाष्यचतुर्थाध्याये श्रीमदुमास्वातिसूत्रे पाठइत्थमेव। "नृस्थिति परापरे तिपल्योपमान्तर्मुहूर्त्ते"। एवं "तिर्य्यग्‌योनीनाञ्च"। इति भिन्न- पाठात्मकयोः सूत्रयोः उल्लेखोदृश्यते। तत्र च "अपरा पल्योपममधिकञ्च"। अस्याशयभाष्यमेवमस्ति। "मनुष्यतिर्य्यग्‌योनिजानां परापरे स्थिती भवतः।" अन्यच्च भाष्यम्। "सौधर्मादिष्वेव यथाक्रमपरा स्थितिः पल्योपममधिकञ्च"। अपरा जघन्या-निकृष्टेत्यर्थः। परा प्रकृष्टा उत्कृष्टेत्यनर्थान्तरम्। तत्र सौधर्मे अपरा स्थितिः पल्योपममैशाने पल्योपममधिकञ्च"। तयोः सभाष्यसूत्रद्वयोर्विस्तृततयोक्तम्। अस्मिन् सूत्रे संक्षेपेणोदितम्। तदनयोरर्थैक्यं विद्यते॥ १८॥

इति श्रीमत्प्रभाचन्द्राचार्य्य-विरचिते वृहत्तत्त्वार्थसूत्रे तृतीयोऽध्यायः॥ ३॥

श्रीमदृईश्वरचन्द्र शास्त्रि पञ्चतीर्थ दर्शनाचार्य विरचित-
बालबोधिन्याख्य-टीकायां तृतीयोऽध्यायः॥ ३॥

সব্যাখ্যানুবাদ। মানব ও পশু পক্ষী প্রভৃতির আয়ুঃ ক্রমে উৎকৃষ্ট বা শ্রেষ্ঠ এবং জঘন্য নিকৃষ্ট হইয়া থাকে। ত্রিপল্যগণের ও তাহাই হয়। যাহারা আন্তর মুহূর্ত্ত তাহাদেরও সেরূপ আয়ু নির্দিষ্ট। সভাষ্য উমাস্বাতি আচার্যের চতুর্থ অধ্যায়ে দুইটি সূত্রে "নৃস্থিতিঃ পরাপরে ত্রিপল্যোপমান্তর্মুহূর্ত্তে"। তথা "তির্যগ্‌যোনীনাঞ্চ"। বিস্তাররূপে যাহা বলা হইয়াছে এই সূত্রেও তাহা সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে। উভয় গ্রন্থের অর্থগত কোনও প্রভেদ নাই। অপর সূত্রের তাৎপর্য ভাষ্য এবং টীকাতে বর্ণিত আছে। উক্ত সভাষ্য সূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের শেষ ভাগের ভাষ্য দ্রষ্টব্য ॥ ১৮ ॥

ইতি শ্রীপ্রভাচন্দ্রাচার্য্য বিরচিতে বৃহৎ তত্ত্বার্থসূত্রে শ্রীঈশ্বরচন্দ্রশাস্ত্রিকৃত-
সব্যাখ্যানুবাদে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

---

(০) ত্রিপল্যোপমা অসংখ্যসমরা বা।

चतुर्थोऽध्यायः

दशाष्ट पञ्चमभेदभावनव्यन्तर ज्योतिष्काः ॥१॥

टीका। दशेति। तेषां देव-निकायानां विकल्पा यथा संख्यमेव भवन्ति। ते च यथा। दशविकल्पा भवनवासिनोऽसुरादयः व्यन्तरा अष्टविकल्पाः किन्नरादयः। पञ्चविकल्पाः सूर्यादयो ज्योतिर्गणाः। द्वादशविकल्पा वैमानिकाः कल्पोपपन्न पर्य्यन्ताः सौधर्म्मादयः। चतुर्निकायानां देवाणां मध्ये याहि पीत-लेश्याख्यस्तृतीयदेवनिकायो ज्योतिष्क इति। अन्यद्र भाष्य-टीकादावस्ति ॥१॥

সব্যাখ্যানুবাদ। ভবনবাসী দেবগণ, ব্যন্তর কিন্নরগণ, সূর্যাদি গ্রহ প্রভৃতির যথাক্রমে দশ, আট, পাঁচ, দ্বাদশ বিভাগ সিদ্ধ আছে। কল্পোপপন্ন পর্যন্ত বৈমানিক সৌধর্মগণের দ্বাদশ প্রকার প্রভেদ আছে। চতুর্নিকায় (দেহবিশেষ) দেবগণের মধ্যে যে পীতলেশ্য তৃতীয় স্থলবর্তী জ্যোতিষ্কবিশেষ। চতুর্থাধ্যায়ে প্রথম সূত্রে যে চারি প্রকার দেব নিকায়ের উদ্দেশ করা হইয়াছে তৃতীয় সূত্রে তাহা (৪।৩) (*) বিশেষরূপে কথিত হইবে ॥১॥

वैमानिका द्विविधाः कल्पज कल्पातीत भेदात् ॥ २ ॥

टीका। वैमानिका इति। प्रागुक्ता वैमानिका ज्योतिष्कादेवाः सूर्य्यादयः। द्विविधा द्विप्रकाराः स्युः। एके कल्पजा अन्ये तु कल्पातीताः। "सूर्य्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्व्वमकल्पयत्"। इति श्रुतिः। अन्यच्च "सूर्य्या-चन्द्रमसोर्ग्रहनक्षत्राणाञ्च परिस्पन्दोपचरितो यः स काल इति" दौर्गाः। सौधर्म्मा इन्द्राद्या भवन्ति। चतुर्थाध्यायस्य तृतीय सूत्रे, तदुद्दिश्य पश्चादष्टादशसूत्रे ह्युक्तं "कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्चे"ति। एते च विमानेषु भवा वैमानिका देवा-श्चतुर्थदेवनिकाया इति। "देवा वैमानिकादश" इति सांख्येव ॥ २ ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। পূর্বে কথিত বৈমানিক জ্যোতিষ্ক সূর্যাদি দেবগণ, ইহারা দুইভাগে বিভক্ত। এক শ্রেণী কল্পজাত অপর এক শ্রেণী কল্পের অতীত। সৌধর্ম ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ।

(*) (ক) দশবিকল্পভবনবাসী অসুরগণ। (খ) আটবিকল্প বিশেষ অন্তর কিন্নরাদি। (গ) পঞ্চবিকল্প সূর্যাদি-জ্যোতিষ্কগণ। (ঘ) দ্বাদশবিকল্পবৈমানিক কল্পোপপন্ন সৌধর্ম্মাদি। (ঙ) চতুর্নিকায় দেবগণের মধ্যে পীতলেশ্যদেবগণ তৃতীয়।

কল্পাতীত দেবগণ অনন্ত কল্পানুসারে চলিয়া আসিতেছে। কল্পেতে উৎপন্ন এবং কল্পের অতীত যাহারা তাহাদের বিষয় সভাষ্য অষ্টাদশ সূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। অতি মানব হইতে জাতই বৈমানিক সংজ্ঞিত চতুর্থদেব নিকায়, অথবা বিমান হইতে উৎপন্ন বলিয়া বৈমানিক বলা হয় ॥ ২ ॥

सौधर्म्मादयः षोड़शकल्पाः ॥ ३ ॥

टीका। सौधर्म्मेति। सुधर्मातु देवराजस्येन्द्रस्य सभा। सा यस्मिन् विद्यते इति सौधर्मः कल्पविशेषो वा। अतः तेषु सौधर्मादिषु कल्पविमानेषु वैमानिका देवास्तिष्ठन्ति। सौधर्मस्य कल्पस्योपरि ऐशानः ऐन्द्रकल्पः। तद् परि सनात्कुमारः। तस्योपरि माहेन्द्र इत्येवं रूपेण वैमानिकसंस्थानम्। सौधर्मश्चैकः ग्रैवेयाः पञ्च। अनुत्तराः पञ्च अपराजिताः पञ्चेति षोड़शकल्पाः। मतान्तरेतु एते अन्यविधाः। चतुर्थे विंशति सूत्रभाष्ये टीकायाञ्च सर्व्वं वर्णितमस्ति। सौधर्म्मादीनां संस्थानं "उपर्य्युपरि" [१९]। नैकत्र। नापि तिर्य्यक्। नापि अधोधइति। अन्यत्तत्रतत्र-भाष्ये सम्यगस्ति। अपरसिद्धान्ते योगदर्शने "भुवन ज्ञानं सूर्य्ये संयमात्" इति सूत्र भाष्य-वार्त्तिकेष्वस्ति वृत्तमिति ॥३॥

সব্যাখ্যানুবাদ। দেবরাজ ইন্দ্রের সভার নাম সুধর্মা, এই সভা যাহাদের তাহারা সৌধর্ম কল্পবিশেষ। তাহাতে বৈমানিক দেবগণ অবস্থান করেন। এই সৌধর্ম কল্পের উপরে ঈশান বা ঐন্দ্রকল্প, তাহার উর্দ্ধে সনৎকুমার কল্প, ইহার উর্দ্ধে মাহেন্দ্রকল্প, এইভাবে বৈমানিক সংস্থান ষোড়শ সংখ্যায় অভিহিত। এক সৌধর্ম, গ্রৈবেয়কপঞ্চ, পঞ্চ অনুত্তর, অপরাজিত পঞ্চ, সমষ্টি সংখ্যায় ষোড়শ সংজ্ঞিত। এই বিষয়ে সম্প্রদায় ভেদে মতান্তর দৃষ্ট হয়। সভাষ্য উমাস্বাতির (১৯-২১) সূত্রে উক্ত বিষয় সকল বর্ণিত আছে ॥৩॥

ब्रह्मालयाः लौकान्तिकाः (*) ॥ ४ ॥

टीका। ब्रह्मेति। ये लोकान्तिकादेवास्ते ब्रह्मकल्पालयास्तद्वासिनोवा भवन्ति। "ब्रह्मलोकालया लोकान्तिकाः" इति स भाष्य सूत्रम्। तेतु नान्यकल्पेषु नापि परतस्तिष्ठन्ति। तथा च तत्र भाष्यम्। "ब्रह्मलोकं परिवृत्याष्टासु दिक्षु अष्टविकल्पा भवन्ति" ते चाष्टौ-सारस्वतादयः अत्र (२६) सूत्रे सुव्यक्ताः स्युरिति। अतोद्वयोः पार्थक्यं अर्थे नास्ति ॥ ४ ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। যাহারা ব্রহ্মলোকালয়বাসী সে সকল লৌকান্তিক দেব বলিয়া খ্যাত।

(*) লোকান্তিকা" ইত্যপি পাঠঃ সাধুঃ।

मतान्तरे च, विजयादिषु चतुर्षु परास्थिति स्त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमानि सा च जघन्योत्कृष्टा सर्व्वार्थ सिद्ध इति। भाष्यकृन्मते तु सर्व्वार्थसिद्धेऽपि जघन्या-द्वात्रिंशत् सागरोपमानि पठिता। एतदपि चिन्तनीयम्। व्यन्तरा शैल-गुहादिवासित्वेन पृथग्भूता गन्धर्व्वादयः। सनत्कुमारे अपरा स्थितिः द्वे सागरासंख्योपमे स्यात्। सनत्कुमारे कल्पे सप्तसागरसंख्योपमानि परा स्थितिर्भवति। ऐशाने द्वे एव सागरसंख्योपमे अधिकेन परास्थिति र्भवति। शेषाणां भवनवासिष्वधिपतीनां द्वे पल्योपमे असंख्य समये पादोने परास्थितिरित्यर्थः। इतान्यत् पुष्कलं भाष्येचास्ति ॥६॥

इति श्रीमत् प्रभाचन्द्राचार्य्यविरचिते वृहत्तत्त्वार्थ सूत्रे चतुर्थोऽध्यायः।

श्रीमत्प्रभाचन्द्राचार्य्यविरचित वृहत्तत्त्वार्थसूत्रे
श्रीमद् ईश्वरचन्द्र-पञ्चतीर्थ-दर्शनाचार्य-शास्त्रि-विरचितायां
बालबोधिन्याख्य-टीकायां चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। সাধারণরূপে দেবনারকীগণের শ্রেষ্ঠ স্থিতি (সূঃ ৩৩) সাগরসংখ্যা পরিমিত এবং জঘন্য স্থিতি দশ হাজার বর্ষ পরিমিত। সভাষ্যসূত্রে "দশবর্ষ সহস্রাণি প্রথমায়াম্" (৪৪ সূঃ) প্রথম ভূমিতে (অবস্থা বা স্থান, কাল) নারকগণের "দশ সহস্র বর্ষ পর্যন্ত অনুৎকৃষ্ট স্থিতি হয়। এই সূত্রে "সামান্যতঃ" এই পদ সূত্রকারেরই অভিপ্রেত, সভাষ্য সূত্রে তাদৃশ পদের উল্লেখ নাই। সুতরাং ইহা তাহার সম্মত নয়। সভাষ্য সূত্রগ্রন্থে বহুস্থলে এই অধ্যায়ে লিখিত আছে। এই তত্ত্বার্থ-সূত্রে মাত্র ছয়টী সূত্রে অধ্যায় সম্পূর্ণ। ব্যন্তর শৈল গুহাদি বাসি-রূপে পৃথক্ অবস্থিত গন্ধর্বাদি (ক) সনৎকুমারকল্পে অপরাস্থিতি দুই সাগরসংখ্যা পরিমিত হইবে (খ) এবং উক্তকল্পে পরা বা শ্রেষ্ঠ স্থিতি সপ্তসাগর সংখ্যাতুল্য কাল হইবে (গ) ঐশান (ঐন্দ্র) কল্প দুই সাগরসংখ্যা তুল্য বা ততোঽধিক পরাস্থিতি হয় (ঘ) শেষ ভবনবাসী দেবগণের দুই পল্যোপম অর্থাৎ অসংখ্য সময় বা পাদোনপরা (শ্রেষ্ঠা) স্থিতি হয়। অপর বিষয়সমূহ ভাষ্যে ও টীকায় বর্ণিত আছে ॥৬॥

শ্রীমৎ প্রভাচন্দ্রাচার্যবিরচিত বৃহত্তত্ত্বার্থ সূত্রে
শ্রীমদ্ ঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রি-বিরচিত সব্যাখ্যানুবাদে
চতুর্থ-অধ্যায় সমাপ্ত ॥৪॥

पञ्चमोऽध्यायः

पञ्चास्तिकायाः ॥ १ ॥

टीका। नत्वा सिद्धं चतुर्थं तु जीवतत्त्वं समासतः।
समाख्यायाऽजीवतत्त्वं पञ्चमेऽत्र प्रतन्यते ॥ १ ॥

अत्र पञ्च संख्यका अस्तिकाया भवन्ति। अस्तीति कायन्ति कथयन्ति ये तेऽस्तिकायाः। ते च जीव-पुद्गल-धर्म्माधर्म्माकाशास्तिकायाः पञ्च स्युः। अत्र सूत्रे कायग्रहणमेषामुत्तरं प्रदेशावयव त्वार्थं अद्धासमयप्रतिषेधार्थञ्चेति मन्तव्यम्। एषु मध्ये द्वावेव पदार्थौजीवाजीवौ। अनयोजीवो नित्यः अजीवोऽनित्यः। अस्तिकायाभिधानेन सर्व्वे पदार्थाः कथञ्चिद्रूपेण सन्ति कथञ्चिद्रूपेण न सन्तीतिबोध्यम्। अनेकान्तवादस्यायं न्यायतोराद्धान्तः। सभाष्यसूत्रेतु "अजीवकाया धर्म्माधर्म्माकाशपुद्गलाः।" इत्येवं दृश्यते। एतत् सूत्रार्थं सुबोधम्। अन्यद्वेदान्तदर्शन-भाष्य-भामती-कल्पतरु-परिमला-द्वैत-ब्रह्मसिद्ध्यादिषु तत्तन्मतेन प्रपञ्चित-मस्ति (०) ॥१॥

সব্যাখ্যানুবাদ। চতুর্থাধ্যায়ে জীবতত্ত্ব বলা হইয়াছে। এখন পঞ্চমাধ্যায়ে অজীব পদার্থতত্ত্ব কথিত হইতেছে। পাঁচ অস্তিকায়,—ধর্মাস্তিকায়, অধর্মাস্তিকায়, জীবাস্তিকায়, আকাশাস্তিকায়, পুদ্গলাস্তিকায়, ইহারা অজীবাস্তিকায়। অস্তি (আছে) এইরূপে যাহাদের কথন বা ব্যবহার হয় তাহারা অস্তিকায় নামে পঞ্চ পদার্থ। অনেকান্তবাদ মতে সকল পদার্থই কথঞ্চিৎরূপে আছে কথঞ্চিৎ রূপে নাই, যেমন ঘটপদার্থ অস্তিরূপে বা প্রাপ্যরূপে আছে, দূরস্থিত বা কোন দ্রব্য দ্বারা ব্যবহিতরূপে নাই। জীব ও অজীব পদার্থের মধ্যে জীব নিত্য, অজীব অনিত্য। সংক্ষেপে (এই মতে) সকল পদার্থই জীব ও অজীবরূপে দুইভাগে বিভক্ত। এই পাঁচটিকে পদার্থ নামেও ব্যবহার করা হয়। সভাষ্য সূত্রের পঞ্চমাধ্যায়ে প্রথম দ্বিতীয় সূত্রে এবং পরবর্তী সূত্রে ক্রমে উক্ত পদার্থ সকল ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পঞ্চাস্তিকায় বহু প্রদেশব্যাপক গুণে এবং স্বীয় অস্তিত্বে 'অস্তিকায়' সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে ॥১॥

---

(০) সপ্তভঙ্গীতরঙ্গিণ্যামষ্টসহস্র্যাং স্যাদ্বাদমঞ্জর্য্যাং তত্ত্বার্থাধিগমসূত্রটীকাসূচানুশীলনীয় মস্তৎসর্বম্।

पञ्चमोऽध्यायः

पञ्चास्तिकायाः ॥ १ ॥

टीका। नत्वा सिद्धं चतुर्थे तु जीवतत्त्वं समासतः।
समाख्यायाऽजीवतत्त्वं पञ्चमेऽत्र प्रतन्यते ॥ १ ॥

अत्र पञ्च संख्यका अस्तिकाया भवन्ति। अस्तीति कायन्ति कथयन्ति ये तेऽस्तिकायाः। ते च जीव-पुद्गल-धर्म्माधर्म्माकाशास्तिकायाः पञ्च स्युः। अत्र सूत्रे कायग्रहणमेषामुत्तरं प्रदेशावयव त्वार्थं अद्धासमयप्रतिषेधार्थञ्चेति मन्तव्यम्। एषु मध्ये द्वावेव पदार्थौजीवाजीवौ। अनयोर्जीवो नित्यः अजीवोऽनित्यः। अस्तिकायाभिधानेन सर्व्वे पदार्थाः कथञ्चिद्रूपेण सन्ति कथञ्चिद्रूपेण न सन्तीतिबोध्यम्। अनेकान्तवादस्यायं न्यायतोराद्धान्तः। सभाष्यसूत्रेतु "अजीवकाया धर्म्माधर्म्माकाशपुद्गलाः।" इत्येवं दृश्यते। एतत्सूत्रार्थं सुबोधम्। अनन्यद्वेदान्तदर्शन-भाष्य-भामती-कल्पतरु-परिमला-द्वैत-ब्रह्मसिद्ध्यादिषु तत्तन्मतेन प्रपञ्चित-मस्ति (०) ॥१॥

সব্যাখ্যানুবাদ। চতুর্থাধ্যায়ে জীবতত্ত্ব বলা হইয়াছে। এখন পঞ্চমাধ্যায়ে অজীব পদার্থতত্ত্ব কথিত হইতেছে। পাঁচ অস্তিকায়,—ধর্মাস্তিকায়, অধর্মাস্তিকায়, জীবাস্তিকায়, আকাশাস্তিকায়, পুদ্গলাস্তিকায়, ইহারা অজীবাস্তিকায়। অস্তি (আছে) এইরূপে যাহাদের কথন বা ব্যবহার হয় তাহারা অস্তিকায় নামে পঞ্চ পদার্থ। অনেকান্তবাদ মতে সকল পদার্থই কথঞ্চিৎরূপে আছে কথঞ্চিৎ রূপে নাই, যেমন ঘটপদার্থ অস্তিরূপে বা প্রাপ্যরূপে আছে, দূরস্থিত বা কোন দ্রব্য দ্বারা ব্যবহিতরূপে নাই। জীব ও অজীব পদার্থের মধ্যে জীব নিত্য, অজীব অনিত্য। সংক্ষেপে (এই মতে) সকল পদার্থই জীব ও অজীবরূপে দুইভাগে বিভক্ত। এই পাঁচটিকে পদার্থ নামেও ব্যবহার করা হয়। সভাষ্য সূত্রের পঞ্চমাধ্যায়ে প্রথম দ্বিতীয় সূত্রে এবং পরবর্তী সূত্রে ক্রমে উক্ত পদার্থ সকল ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পঞ্চাস্তিকায় বহু প্রদেশব্যাপক গুণে এবং স্বীয় অস্তিত্বে 'অস্তিকায়' সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে ॥১॥

---

(০) সপ্তভঙ্গীতরঙ্গিণ্যামষ্টসহস্র্যাং স্যাদ্বাদমঞ্জর্য্যাং তত্ত্বার্থাধিগমসূত্রটীকাসুচানুশীলনীয় মন্তৎসর্বম্।

नित्यावस्थिताः ॥ २ ॥

टीका। नित्येति। प्रागुक्त सूत्रे ये पञ्चास्तिकायाः पदार्थाः। ते नित्याः द्रव्यरूपाः स्थिताश्च। पश्चैते पदार्था सामान्य रूपतया विशेषरूपत्वे नच स्वं रूपं नैव परिहरन्ति। अतएते नित्या भवन्ति। अस्तिकाय रूपेणच स्व स्वभावं स्व स्व-संख्याश्च कदापि न त्यजन्ति। पञ्चसंख्यातोनाधिकत्वं नवा न्यूनत्वञ्च यान्ति। अतो नित्यावस्थिताश्च। अत्रार्थे तृतीयं सभाष्यसूत्रमित्थम् "नित्यावस्थितान्य-रूपाणि"। तत्र द्वितीयसूत्रेप्रोक्तं "द्रव्याणि जीवाश्चे" त्यत्र। धर्मादयश्चैते चत्वारः प्राणिनश्च पञ्चद्रव्याणिच भवन्ति। प्रागुक्तं हि मतिश्रुतयोर्निबन्धो द्रव्येष्व-सर्व्वं पर्य्यायेषु सर्व्वद्रव्यपर्य्यायेषु केवलस्येति भाष्यकृतां वचोभाति। "नित्यं तमाहु र्विद्वांसो यः स्वभावोन नश्यति" इति सूरयः। अत्र भाष्ये च तद्भावाव्ययं नित्यमिति। येषां रूपं नास्ति तान्यरूपाणि। रूपश्च मूर्त्तिः। मूर्त्याश्रयाश्च स्पर्शादय इति ॥ २ ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। পূর্বে যে পঞ্চাস্তিকায়ের কথা বলা হইয়াছে। সে সমুদায় নিত্য দ্রব্য রূপ, স্থিরপদার্থ। এই পাঁচ অস্তিকায় পদার্থ সামান্যরূপে এবং বিশেষরূপে স্ব স্ব রূপ কোন অবস্থায় পরিহার করে না, সেই হেতু ইহারা নিত্য। ইহারা পাঁচ সংখ্যা হইতে অধিক নয় এবং ন্যূন নয়। শব্দার্থক 'কৈ' ধাতু হইতে কায় শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। পূর্বে কথিত হইয়াছে জ্ঞানাত্মক জীব পদার্থ, অজীব পদার্থ জড়বর্গ; ইহাদের বিস্তারই পঞ্চাস্তিকায়। জীবাস্তিকায় তিনরূপ, বদ্ধ, মুক্ত, নিত্যসিদ্ধ। পুদ্‌গলাস্তিকায় ছয় প্রকার। পৃথিবী প্রভৃতি চারি ভূত (আকাশবর্জিত), স্থাবর ও জঙ্গম (স্থিতি, গতিশীল পদার্থ) সভাষ্যসূত্রের দ্বিতীয় তৃতীয় সূত্রে ও ভাষ্য, টীকায় অপর বিষয়গুলি বর্ণিত আছে ॥২॥

रूपिणः पुद्गलाः ॥ ३ ॥

टीका। रूपिण इति। ये पुद्गलास्ते रूपिणो भवन्ति। रूपमेषामस्ति एवमेषुवा रूपमस्तीत्यस्त्यर्थे प्रत्ययः। पुद्गलजीवास्तु अनेकद्रव्याणि स्युः। पञ्चास्तिकाय रूपद्रव्यपदार्थेषु मध्ये पुद्गलपदार्था रूपवन्तोभवन्ति। यतो जीव-धर्माधर्माकाश-द्रव्यपदार्था रूपहीनाः स्युः। स्पर्श-रस-गन्ध-वर्णरहिता अमूर्त्ताः सूक्ष्मरूपाः।

पूर्य्यन्ते गलन्ति ये ते पुद्गला इत्यनेत्र सूरयः प्रोचुः। अपरेतु परमाणुवदाहुः प्राज्ञाः ॥ ३ ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। পুদ্গল পদার্থসকল রূপবান্। রূপ যাহাদের আছে তাহারা রূপ-যুক্ত। পুদ্গল জীব পদার্থ বহু দ্রব্য। পঞ্চাস্তিকায়রূপ দ্রব্য পদার্থের মধ্যে পুদ্গল পদার্থ রূপ ও ক্রিয়াশীল। যেহেতু জীব, ধর্ম, অধর্ম, আকাশ দ্রব্যপদার্থ রূপ শূন্য। স্পর্শ, রস, গন্ধ, বর্ণ বর্জিত অমূর্ত্ত। কোন কোন পণ্ডিত বলেন যাহাদের পূরণ এবং গলন ধর্ম আছে তাহারা পুদ্গল নামে অভিহিত, অপর প্রাজ্ঞগণ বলেন পরমাণুর তুল্য নিত্য ॥৩॥

धर्म्मादेरक्रियत्वम् ॥ ४ ॥

टीका। धर्मादेरिति। धर्माधर्माकाशानां त्रयाणां अक्रियत्वं गति-कर्म्मरहितत्वमिति। अत्रादिपदेनाधर्म्माकाशयोर्ग्रहणम्। एते पञ्चास्तिकायान्त-र्भूताः। अतः सूत्रतात्पर्य्यतः क्रियाहीना स्त्रयोभवन्ति। एवं पञ्चसु मध्ये जीव-पुद्गलयोः क्रियावत्त्वं सूचितं भवति। पुद्गलपदार्थः प्रागुक्तः (*)। सभाष्ये सूत्रे ऽत्र " निष्क्रियाणिच " इति वर्णितमेतत्सूत्रोक्तत्वम्। आकाशमारभ्य धर्मा-दीनि निष्क्रियाणि स्युः। क्रियावन्तश्च पुद्गलजीवाः। क्रियापदेन तत्र गतिकर्म-ग्रहणमिति भाष्यकृतः प्रोचुः। धर्माधर्मयोर्द्वयोरसंख्येयाः प्रदेशाः सर्व्वतः सूक्ष्मस्य-परमाणोरवगाहश्च। प्रदेशोनामापेक्षिकः सर्व्वतः सूक्ष्मो वा। तथाहि ये न कदाचिद्वस्तुव्यतिरेकेण उपलभ्यन्ते प्रदेशाः। येतु विशकलिताः परि-कलितमूर्त्तयः प्रज्ञापथमवतरन्ति तेचावयवा इत्यादि जैनागमे विशेषोक्तिः। एकस्य जीवस्यासंख्येयप्रदेशाः स्युरिति। एवमलोकाकाशस्य लोकाकाशस्यचानन्ताः प्रदेशाः। पुनर्लोकाकाशस्य धर्माधर्मैकजीवैः सार्द्धं तुल्या भवन्ति ॥ ४ ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। ধর্ম, অধর্ম, আকাশ এই তিনটী পদার্থ অক্রিয় ও গতিকর্ম রহিত। এই সূত্রস্থ আদি পদ দ্বারা অধর্ম ও আকাশ পদার্থ সংগৃহীত হইয়াছে। এই ধর্মাদি ত্রয়

(*) "পুদ্গলঃ সুন্দরাকারে ত্রিষু পুংস্যাত্মদেহয়োঃ" ইতি মেদিনী। গৃনিগরণে,ইতি তৌদাদিকাৎ "পচাদ্যচ্-প্রত্যয়ঃ"। "অতোহন্দোরপ্ বা।" যদ্বা পুত ইতি কুৎসায়াং অব্যয়ম্। "অচিবিভাষা" ইতি বা লপ্রত্যয়ঃ॥

পূর্বোক্ত পঞ্চাস্তিকায়ের অন্তর্গত। অতএব সূত্রের তাৎপর্যানুসারে উল্লিখিত ধর্মাদি পদার্থ নিষ্ক্রিয়। পঞ্চাস্তিকায় পদার্থের মধ্যে জীবাস্তিকায় এবং পুদ্‌গলাস্তিকায় ক্রিয়াবান্। পুদ্‌গল সম্বন্ধে পূর্বেও বলা হইয়াছে। "নিষ্ক্রিয়াণি চ"। এই সূত্রে ব্যাখ্যাতে সভাষ্য সূত্রের বিষয় বর্ণিত আছে। ভাষ্যকার ক্রিয়াদি দ্বারা গতি, কর্ম এই উভয়ের গ্রহণ করিয়াছেন। ধর্ম ও অধর্ম এই দুই পদার্থের অসংখ্য প্রদেশ এবং সর্বত্র সূক্ষ্ম পরমাণুতে পর্যবসিত। এখানে প্রদেশ শব্দার্থ আপেক্ষিক সর্বত্র সূক্ষ্মরূপে স্থিতি। অণু পদার্থের কোনরূপ প্রদেশ বা অবয়ব নাই, যে 'নিত্য ও নিরবয়ব তাহাই পরমাণু' *। আকাশ দ্বিবিধ, লোকাকাশ ও অলোকাকাশ। অন্যান্য বিষয় ভাষ্য ও টীকাদিতে বর্ণিত আছে ॥৪॥

जीवादेर्लोकाकाशेऽवगाहः ॥ ५ ॥

टीका। जीवादेरिति। जीवादीनां पुद्गल-धर्म्माधर्म्मादीनां लोकाकाशेऽवगाहः। एतेषां त्रयाणां जीवस्य च लोकाकाशोऽधिकरणमवस्थितिर्व्वा भवति। यद्वा एतेषामाकाशः प्रतिष्ठा तदाधारा वेति। अत्र सभाष्यसूत्रमित्थम्। "लोकाकाशेऽवगाहः" इति। पञ्चस्वस्तिकायपदार्थेषु द्वयोर्धर्म्माधर्म्मयोःसाकल्ये लोकाकाशे अवगाहोभवतीति भाष्यकृतः। तथाहि धर्म्माधर्मपुद्गल-जीवाः पदार्था अवगाहिनो भवन्ति। धर्म्मादीनां चतुर्णां अवगाहः स्वाधारे एवावस्थानमनन्यद्वारकं किमपि नास्तीति भावः। विशेषस्तु पुद्गल जीवानां संयोगविभागैरुपकारः। अत्रोपकारः प्रयोजनं गुण इति यावत्। अनन्यत् सभाष्यसूत्रेष्वस्ति ॥ ५ ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। জীব, পুদ্‌গল, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম এই পদার্থ চতুষ্টয়ের লোকাকাশে অবগাহ হইয়া থাকে, অর্থাৎ ইহাদিগের স্বীয় আধারেই অবস্থিত অন্য কোন আধার নাই। আকাশ পদার্থ স্বপ্রতিষ্ঠিত। যাহা সভাষ্য "লোকাকাশে অবগাহঃ" এই সূত্রে বর্ণিত আছে। তাহাই এই সূত্রে কথিত হইয়াছে। পাঁচ অস্তিকায় পদার্থের মধ্যে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম পদার্থের সমস্ত লোকাকাশে অবগাহ হয়। উক্ত জীবাদি চতুষ্টয়ের আকাশই উপকারক অথবা আকাশই উপকার বা প্রয়োজন। বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ অবকাশ প্রদাতাকে আকাশ পদার্থ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত

(*) ন্যায়মতে "নিত্যত্বে সতি নিরবয়বঃ পরমাণুঃ"। ইতি তর্ক কৌমুদী সন্দর্ভে লোগাক্ষি ভাস্করঃ ॥

যে তু নিত্যানিরবয়বা অজাতা অবিনশ্বরাঃ তে পরমাণব ইতি নৈয়ায়িকাঃ। তেষু কথমাদ্যং কর্ম্ম। তথাহি "অদৃষ্টবৎ ক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ পরমাণুষু আদ্যং কর্ম্ম" ইতি ভামতীগ্রন্থেঽস্তি।

করিয়াছেন। ন্যায় দর্শনের মতে আকাশ নব দ্রব্যের মধ্যে পঞ্চম দ্রব্য পদার্থ। বেদান্তমতে আকাশ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন অপ্রত্যক্ষ, সূক্ষ্মভূত ॥৫॥

सत्त्वं द्रव्यलक्षणम् ॥ ६ ॥

टीका। सत्त्वमिति। अस्मिन् द्रव्यस्य लक्षणं सत्त्वं मन्तव्यम्। सतोभावः सत्त्वमिति। प्रागुक्तपुद्गलानां अप्रदेश संख्येयासंख्येयानन्तप्रदेशानां एकादिषु आकाशप्रदेशेषु विभाज्योऽवगाहोभवति। विभाज्योविकल्पएषः। परमाणोरेकस्मिन् प्रदेशेऽवगाहः। द्व्यणुकस्यैकस्मिन् द्वयोश्च प्रदेशयोरवगाहः। त्र्यणुकस्यैकस्मिन् द्वयोस्त्रिषु प्रदेशेषु च। एवमपि चतुरणुकादीनां सर्वेषां अनन्तप्रदेशाः स्युरिति। एतस्मिन् प्रसङ्गे तेषां सत्त्वं कीदृशन्तदाह सत्त्वमिति। संक्षेपतोहि-पुद्गला द्विधा भिद्यन्ते। अणुरूपाः स्कन्धरूपाश्चेति। संघाताद् भेदात् संघात-भेदाच्चेति। एतेभ्यस्त्रिभ्यो हेतुभ्यः स्कन्धाजायन्ते। परमाणुस्तु तद्भेदादेव उत्पद्यते। सतोभावः सत्त्वं। एषु सभाष्यसूत्रेषु स्फुटं सत्त्वमस्ति। तद्यथा "अणवः स्कन्धाश्च"। "संघात भेदेभ्य उत्पद्यन्ते।" "भेदादणुः" इति। अनग्रत्पर-सूत्रे व्यक्ती भविष्यति ॥ ६ ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। এই দর্শনের মতে দ্রব্যের লক্ষণ সত্ত্ব, বৌদ্ধমতে "যাহা সৎ তাহা ক্ষণিক, অতএব "যত্ সৎ তৎ ক্ষণিকম্"। যথা বিদ্যুৎ ও জলধর। এই মতের প্রতিকূলতা জৈন ন্যায়, বেদান্ত দর্শন করিয়াছেন। এই সূত্র অণু, স্কন্ধ, জীব, ধর্মাদীর প্রসঙ্গে কথিত। অপর বিষয়সমূহ সভাষ্য (২৫, ২৬, ২৭, ২৮) সূত্রে বিশেষরূপে পঞ্চমাধ্যায়ে বর্ণিত আছে। এই সন্দর্ভের পরসূত্রেও সুস্পষ্ট কথিত হইয়াছে ॥ ৬ ॥

उत्पादादियुक्तं सत् ॥ ७ ॥

टीका। उत्पादेति। यत्तु उत्पाद-व्यय ध्रौव्यैर्युक्तं सत्तदेवज्ञेयमिति सतोलक्षणम्। तथाहि यदुत्पद्यते यच्च व्रति विविधत्वं याति यच्चापि ध्रुवं तत्सत् मन्तव्यम्। अत इदं सतोलक्षणम्। अत्रार्थे सभाष्य सूत्रमित्थम्। 'उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सत्" (२९) इति। एतत्सूत्रस्य प्रतिपदव्याख्यानं भाष्ये टीका सुचास्ति। श्रीमद् हरिभद्रसूरि मतेऽस्यपाठान्तरमस्ति। यथा उत्पाद-

व्ययौ ध्रौव्यश्च सतोलक्षणम्" इत्यादि। श्रीमत्सिद्धसेनदिवाकरमतेतु "उत्पादव्ययौ ध्रौव्यश्चैत त्रितयमुक्त" मित्यादि। हरिभद्रसूरिकृतवृत्तौ "उत्पादव्ययौध्रौव्यश्च सतोलक्षणं यदिहेत्यादि"। अनेकान्तवादे एकान्ततोध्रौव्याभावः। उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्त-सतोयदन्यत्तदसदिति ज्ञेयम्। तथैव नित्यमाह "तद्भावा व्ययं नित्य" मिति। यच्च सतोभावा न्नव्येति नोवा वेष्यति तन्नित्यमिति। एवं भेदादेव परमाणुरुत्पद्यते नसंघातादुत्पन्न इति। संघाताद्भेदात् संघातभेदाच्च त्रिभ्यएभ्यः कारणेभ्यः स्कन्धा जायन्ते। अन्यदेतद्भाष्ये वर्णितमस्ति। प्रागुक्तपुद्गला द्विविधाः स्युरणवः स्कन्धाश्चेति। "सद्द्रव्यलक्षणम्" इति सूत्रं न सर्व्वसम्मतम् ॥৭॥

সব্যাখ্যানুবাদ। সম্প্রতি সৎপদার্থের লক্ষণ বলিতেছেন। যে পদার্থ উৎপত্তি, ব্যয়, ধ্রৌব্যসংযুক্ত তাহাই সৎ। যাহার উৎপত্তি আছে, যে বিবিধভাবে পরিণত হয়, যে ধ্রুবত্বযুক্ত সে পদার্থকে সৎ সংজ্ঞায় ব্যক্ত করা হইয়াছে। পূর্বে কথিত পুদ্গল পদার্থ সংক্ষেপে দ্বিবিধ অণু এবং স্কন্ধস্বরূপ। অণু—কারণ, অন্ত্য, নিত্য বা পরমাণু। দ্ব্যণুকাদি কার্য দ্বারা অনুমেয়। অণুসমূহ অবদ্ধ, স্কন্ধ সকল বদ্ধ। সংঘাত, ভেদ, ভেদসংঘাত এই তিন কারণ হইতে স্কন্ধ প্রাদুর্ভূত হয়। দুই পরমাণুর সংঘাত হইতে দুই প্রদেশ উৎপন্ন হয়। পঞ্চম অধ্যায়ের উনত্রিংশ সূত্রে এই সূত্রের অনুরূপ অর্থ লিখিত আছে। সেই প্রকরণে অণু, স্কন্ধ, সংঘাতাদির বিবরণ ভাষ্যে ব্যক্ত আছে ॥ ৭ ॥

सह क्रम भावि-गुणपर्य्यायवद्द्रव्यम् ॥ ৮ ॥

टीका। सहेति। यच्च सह भावि गुणसमूहात्मकं तथैव क्रमभाविपर्य्यायनिचयान्वितं तद्द्रव्यमिति लक्षणम्। अत्र सभाष्य सूत्रमित्थम्। "गुणपर्य्यायवद्द्रव्यम्" इति। भावान्तरं संज्ञान्तरं च पर्य्यायः। एतदुभयं यत्र विद्यते तद्द्रव्यम्। पुनश्च गुणानां पर्य्याया अस्मिन् सन्ति इति गुण पर्य्यायवत्। अत्रास्त्यर्थे वतुप्। सहभावि त्वं द्रव्ये गुणानां। द्रव्ये क्रमभावित्वं पर्य्यायानां मन्तव्यम्। ये तु द्रव्याश्रयानिर्गुणास्तेतु गुणाभिधाना भवन्ति। द्रव्यमेव गुणानामेषामाश्रयः। एषां गुणानां गुणा नैव सन्ति अतो निर्गुणा गुणा इति। नैयायिकानामेव सोऽभिप्रायः गुणेगुणानङ्गीकार इति। अनवस्थापातात्पदार्थस्या

स्यौकर्य्यात्तद्गौरवाच्च। द्रव्याश्रयत्वेन चारिताऽर्थात्। स्पर्शादयोगुणा अणुषु स्कन्धेषु च विद्यन्ते। अनत्रत् सभाष्य सप्तविंशसूत्रे वत्रक्तमस्ति ॥ ८ ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। যাহা সহভাবী গুণ সমূহাত্মক এবং ক্রমভাবী পর্যায়যুক্ত তাহাই দ্রব্য, এইটি দ্রব্যের লক্ষণ। এই বিষয়ে সভাষ্য সূত্র এইরূপ, "গুণপর্ষায়বদ্ দ্রব্যমিতি"। ভাবান্তর ও সংজ্ঞান্তরকে পর্যায় বলে। গুণ, দ্রব্য সকলের আশ্রিত বা সমবেত। দ্রব্যের সহভাবিতা গুণে বিদ্যমান আছে। গুণপদার্থে গুণ অস্বীকার্য। অতএব দ্রব্যই গুণমাত্রের আশ্রয়; সহভাবী, ক্রমভাবী, গুণপর্যায়যুক্তই দ্রব্য অর্থাৎ গুণনিচয়ের স্বরূপ সহভাবী এবং পর্যায়ের স্বরূপ ক্রমভাবী, ইহা দ্বারা বিজ্ঞাপিত। স্পর্শ প্রভৃতি গুণ অণু এবং স্কন্ধেতে বিদ্যমান ॥ ৮ ॥

কালশ্চ ॥ ৯ ॥

टीका। कालश्चेति। अत्र सूत्रे चकारोपादानात् पूर्वतोद्रव्यानुकर्षणम्। अतः कालोऽपिद्रव्यपदार्थ एव। सभाष्याष्टत्रिंशत् सूत्रमेवमस्ति। "कालश्चेत्यके"। एके शास्त्राचार्य्या कालोऽपि द्रव्यमिति भणन्ति। अयं कालोऽनन्तसमयः। तस्मिन् एक एव वर्त्तमान समयाख्यः। अतीतानागतयोः कालयोरनन्तत्वं स्यात्। "तत्कृतः कालविभागः" (४ । १५) इति सूत्रभाष्येवर्णितोऽस्ति। स च यथा ज्योतिष्काणां ग्रहनक्षत्रादीनां गति विशेषेण हेतुना विभागः। अणुविभागा ग्रहणांचाराः। अंशाः कला-ल(न)वा-नालिका-मुहूर्त्त-दिवसरात्रयः पक्ष मासाः ऋतवोऽयनानि। संवत्सरा युगमिति लौकिकालौकिक-समयोविभागः। पुनः स वर्त्तमानोऽतीतोऽनागत भेदः त्रिविधः। अनत्रविधः पुनः कालश्च संख्येयोऽसंख्येयोऽनन्तश्चेति। अनत्रो विभागो ज्यौतिष-शास्त्रेशिल्पशास्त्रेचास्ति ॥ ९ ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। কাল ও দ্রব্য পদার্থ জানিবে। পূর্বসূত্র হইতে চকার দ্বারা এই সূত্রে দ্রব্য পদটী অনুকৃষ্ট হওয়াতে কাল ও দ্রব্য। সভাষ্য আটত্রিশ (৩৮) সূত্রও এই সূত্রের অনুরূপ অর্থজ্ঞাপক। যথা "কালশ্চেত্যেকে"। এক শ্রেণীর বুধগণ কালকেও দ্রব্য নামে আখ্যাত করেন। দর্শনান্তরের মতে কাল সকল কার্যের প্রতি নিমিত্ত কারণও নিত্য। ক্রিয়ারূপ উপাধিভেদেই বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎরূপে প্রতীতি হয়। জ্যোতিষশাস্ত্রে সূক্ষ্ম হইতে স্থূল কালের (গ্রহনক্ষত্রাদির গতির দ্বারা) বিভাগ বর্ণিত আছে। তাহা "তৎকৃতঃ কাল বিভাগঃ" এই সভাষ্য সূত্রের ভাষ্যে এবং লীলাবতী গ্রন্থে বিশেষভাবে বর্ণিত আছে ॥ ৯ ॥

अनन्तसमयश्च ॥ १० ॥

टीका। अनन्तेति। स च पूर्वसूत्रनिर्दिष्टः कालः अनन्तसमयोऽमित-कालइत्यर्थः। तत्र तु एको वर्त्तमानः सम्प्रत्यात्मकः। द्वयोरतीतानागताख्ययोः समययोरानन्त्यमेव। अत्रार्थे सभाष्यसूत्रमित्थम् "सोऽनन्तसमयः" इति। अनयोसूत्रयोरर्थे ऐक्यमस्ति। अनन्तसमयः अनन्तपर्य्याय इत्यपि अर्थोभवति। अत्रार्थेः नव्यायविदः प्राहुः। "अतीतादिव्यवहारहेतुः कालः" इति भट्टाः। "परापरव्यतिकर-यौगपद्यायौगपद्य-चिरक्षिप्रप्रत्ययकारणं द्रव्यं काल" इति वैशेषिकाः। "शब्दतन्मात्रपरिणामः कालः" इति शाब्दिकाः। स च काल एको विभुर्नित्यश्चेति। "दिक्कालाकाशादिभ्य" इति सांख्याः। "कालो दिशि आकाशेऽन्तर्भवति" इति। "कालाः परिमाणिना" इति पाणिनिः। "येन मूर्त्ताणां (भूतानां) उपचयापचयाश्च लक्ष्यन्ते तंकाल" मिति महाभाष्य-कृतः। एतन्मतेऽतीत-वर्त्तमान भविष्यत्-क्रियोपाधिना नित्यस्य कालस्यैकस्यातीत-त्वादिव्यवहारः। "दिक् कालौ नेश्वरादतिरिच्येते" इति रघुनाथशिरोमणयः। अन्यतत्तद्ग्रन्थव्याख्यानेऽस्ति ॥ १० ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। পূর্বসূত্রে নির্দিষ্টকাল অনন্ত সময় বা অপরিমিত। তন্মধ্যে বর্তমান সময়বোধক এক কাল। অপর অতীত ও ভবিষ্যৎ প্রতীতিজনক যে দুই কাল, এই দুই কালের অনন্তত্ব আছে। সভাষ্য উমাস্বামি-সূত্র ("সোঽনন্তসময়ঃ") এইটীও এই সূত্রের সহিত অভিন্নার্থের জ্ঞাপক। এই বিষয়ে দার্শনিকগণের মতভেদ পরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায়। "অতীতাদি ব্যবহারহেতুঃ কালঃ।" তর্কসংগ্রহঃ। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত এই তিনের ব্যবহারের যে হেতু তাহাকে নৈয়ায়িকগণ কালপদার্থ নামে খ্যাত করিয়াছেন। সাংখ্যদর্শনকার, দিক ও কালকে আকাশ পদার্থের অন্তর্ভুক্ত বলিয়াছেন। বৈয়াকরণগণ, অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎসূচক ক্রিয়ার ভেদে নিত্য কালের ও অতীতাদি প্রভেদ স্বীকার করিয়াছেন। মহাভাষ্যকারের মতে "যাহা দ্বারা মূর্ত্ত ভূতগণের উপচয় ও অপচয় (হ্রাস ও বৃদ্ধি) প্রভৃতি লক্ষ্য করা যায় তাহাই কাল নামে খ্যাত।" কালসম্বন্ধে সকল দর্শনশাস্ত্রেই সকল তত্ত্ব সুব্যক্ত রহিয়াছে ॥ ১০ ॥

गुणानामगुणत्वम् ॥ ११ ॥

टीका। गुणानामिति। गुणानां गुणवत्त्वंनास्ति। प्रागुक्त सभाष्यसूत्रे

"गुणपर्य्यायवद्द्रव्यमिति"। परन्तत्रगुणलक्षणं नोक्तमिदानीं तेषां लक्षणमुच्यते। द्रव्याश्रयानिर्गुणा गुणाः" इति। गुणानामेषांद्रव्य मेवाश्रयः। एवं गुणानां गुणा न सन्ति। अतस्ते निर्गुणाः। गुणेषु गुण-स्वीकरणे गुणान्तरकल्पना भवति। गुणवन्तोगुणा इत्युक्ते गुणानां द्रव्यत्वमपि आयाति। तेन द्रव्यगुणयोर्वैशिष्ट्यं नश्यति। "अव्यवस्थित परस्परारोपाधीना अनवस्थाच" समापतति। ततो हेतुना निर्गुणास्ते भवन्ति। एवमेव न्याय शास्त्रकाराः प्रोचुः। द्रव्याश्रया इति विशेषणार्थं द्रव्यसहभावित्वं अष्टमसूत्रे पूर्वमुक्तम्; सांख्योक्तगुणाश्च तच्छास्त्र-संकेतनियमात्ते पृथग्भवन्ति। वैशेषिकोक्ता गुणाः सांख्यैर्नैव स्वीक्रियन्ते। नैयायिका आहुः। "गुणत्वरूपजातिमानगुणः" इति। अथवा "द्रव्यकर्म-भिन्नत्वे सति सामान्यवान् यः स गुणपदार्थः" इति। यद्वा "सामान्यवानसमवायि-कारण-मस्पन्दात्मा यः स गुणपदार्थः" इति। गुण आमन्त्रणे, गुणयति इति चौरादिकाद्घञा सिद्धः॥ ११॥

श्रीमत्प्रभाचन्द्राचार्य्य-विरचिते तत्त्वार्थसूत्रे पञ्चमोऽध्यायः॥ ५॥

इति श्रीमद्ईश्वरचन्द्रशास्त्रि-पञ्चतीर्थ-दर्शनाचार्य्य-
विरचित-बालबोधिन्याख्य-टीकायां तत्त्वार्थसूत्रे

पञ्चमोऽध्यायः॥ ५॥

সব্যাখ্যানুবাদ। গুণেতে অপর গুণ (পদার্থ) স্বীকৃত নয়, গুণসকল নিগুর্ণ। সভাষ্য সূত্রে পূর্বে বলা হইয়াছে "গুণপর্যায়বদ্ দ্রব্যম্"। অর্থাৎ গুণের আশ্রয়ই দ্রব্য। সে সূত্রে গুণের লক্ষণ তখন বলা হয় নাই, সম্প্রতি "দ্রব্যাশ্রয়া নির্গুণাগুণাঃ" এই সূত্রে গুণের লক্ষণ সভাষ্য সূত্রকার বলিতেছেন। গুণসকলের দ্রব্যই আশ্রয় অর্থাৎ দ্রব্যসহ ভাবী বা দ্রব্যসমবেত। গুণেতে অপর গুণপদার্থ অস্বীকৃত। তাহাতে (স্বীকার করিলে) গুণ ও দ্রব্য পদার্থের মধ্যে বিশিষ্টতা থাকে না। দ্রব্য ও গুণ প্রায় একই হইয়া যায়। অনবস্থারূপ দোষ ও উপস্থিত হয়। সাংখ্যদর্শনোক্ত গুণ স্বতন্ত্র, সাংখ্যাচার্য বৈশেষিকোক্ত গুণ স্বীকার করেন না। নৈয়ায়িক মতে গুণপদার্থে গুণ অস্বীকৃত। "যে দ্রব্য কর্ম ভিন্ন হইয়া সামান্যবান্ পদার্থ তাহাকে গুণপদার্থ নামে আখ্যাত করা হইয়াছে"। দ্রব্যেতে সমবায় সম্বন্ধে গুণসম্বন্ধ থাকে, তাহাতেই দ্রব্যাশ্রয়ী গুণপদার্থ॥ ১১॥

শ্রীমৎপ্রভাচন্দ্রাচার্য-বিরচিতে বৃহৎ তত্ত্বার্থসূত্রে সব্যাখ্যানুবাদে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫॥

षष्ठोऽध्यायः

त्रिकरणैः कर्म्मयोगः ॥ १ ॥

टीका। त्रीति। त्रिभिः कायवाग्मनोभिः करणैः कार्य्यसाधनैः। कर्म्मयोगो भवति। न तु केवलेन कायेन, वाचा वा, केवलेन कर्म्मणा वेति। मनसा विचिन्त्य कायेन यत्नं कृत्वा मनोगतं यत्तद्बहिः प्रकाशयित्वा आरब्धो यः स कर्मयोगः। तथैव श्रुतिराह "मनसा सङ्कल्पयति वाचा अभिलपति कर्मणाचोपपादयती"ति। तथा च गीतायां "शरीर-वाङ्मनोभिश्च कर्म्म प्रारभतेऽर्जुन" इति। अत्र सभाष्यसूत्रमित्थमेवार्थमभिधत्ते। "कायवाङ्मनः कर्मयोगः" इति। तत्त्रिविधं कर्म पुनर्द्विविधं शुभमशुभञ्च। अशुभं यथा स्तेय-हिंसाऽब्रह्मादि कायिकम्। वाचिकञ्च सावद्यानृतपिशुनादि। मानसं व्यापादासूयाभिध्यादि। एतद्विपरीतं कर्म शुभमितिभाष्य-सम्मतम्। प्रागुक्त-त्रिविधयोग आस्रवाख्य इति। द्वयोः शुभाशुभयोः कर्मणोरास्रवनात्प्रस्यन्दनात्प्रस्रवणसलिलवदित्यास्रवः। "आस्रवः स्रोतसां द्वारम्" इति केचन सूरयः॥ १ ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। কায় (শরীর), বাক্য, মনঃ দ্বারা যে কার্য সুসাধিত হয় তাহার নাম যোগ। কেবল বাক্য দ্বারা মনঃ অথবা শরীর দ্বারা নয়। পূর্বে মনে সম্যক্‌রূপে চিন্তা করিয়া পরে বাক্য দ্বারা চিন্তার অনুরূপ বিষয় ব্যক্ত করিয়া পশ্চাৎ তাহার অনুরূপ কার্য করা। উক্ত ত্রিবিধ কর্ম দুই প্রকার, শুভ ও অশুভ। অশুভ কর্ম—চৌর্য, হিংসা, অব্রাহ্মণ্যাদিকায়িক। বাচিক অশুভকর্ম-নিন্দা, মিথ্যা, পৈশূন্য উক্তি। মানসিকাশুভ কর্ম বিনাশ, অসূয়া, অনিষ্টচিন্তা প্রভৃতি। এই সকলের বিপরীত উক্ত ত্রিবিধ শুভকর্ম। যোগদর্শনে উক্ত আছে,—"শুক্লকর্ম, অশুক্লকর্ম. শুভাশুভ মিশ্রিত কর্ম এই ত্রিবিধ কর্ম। এই ত্রিবিধ কর্মের অপর নাম আস্রবত সম্যক্‌রূপে সরিৎ বারির ন্যায় প্রস্রবণ হয় বলিয়া আস্রব নামে কথিত। সভাষ্য সূত্রেও এই বিষয়সমূহ সুব্যক্ত আছে ॥ ১ ॥

प्रशस्ताप्रशस्तौ ॥ २ ॥

टीका। प्रशस्तेति। प्रागुक्तयोगोद्विविधः। एकः प्रशस्तः पुण्यरूपः।

अपरः अप्रशस्तः अपुण्यस्य। तौ हेतूभवेताम्। सः प्रागुक्तत्रिविधयोगः आस्रवः। शुभाशुभकर्म्मणोर्द्वयोरास्रवणात् प्रस्रवणादास्रव इति। सरितां स्रोतः संवाहिवारिवदिति। अन्यत् पश्चाद् वक्ष्यते ॥ २ ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। প্রথম সূত্রে কথিত যোগ প্রশস্ত ও অপ্রশস্ত। সভাষ্যোমাস্বাতি-সূত্রে কারণ বলা হইয়াছে, শুভযোগ পুণ্যের আস্রব, অশুভযোগ পাপের আস্রব হয়। সরিতের বারিপ্রবাহের ন্যায় গতি হয় বলিয়া তাহাকে আস্রব নামে সংজ্ঞিত করা হয় ॥ ২ ॥

पुण्यपापयोः ॥ ३ ॥

टीका। पुण्येति। पुण्यस्य शुभयोगः आस्रव इति। पापस्याशुभयोगः। प्रशस्ताप्रशस्तयोर्द्वयोर्योगयोर्मध्ये कारणतया एवं व्यवस्था। अर्थात् प्रशस्तयोगः पुण्यस्य हेतुरप्रशस्तयोगः पापस्य हेतुः स्यात्। अत्रार्थे सभाष्योमास्वातिसूत्राणि त्रीणि। "स आस्रवः"। "शुभः पुण्यस्य"। "अशुभः पापस्य"। एतेषां सूत्राणां वृत्तं "सदसद्वेद्ये" इत्यष्टमाध्यायस्थ नवमसूत्रे वक्ष्यते। तैः सूत्रैः सार्द्धमेषां सूत्राणामभिन्नार्थकत्वम् ॥ ३ ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। প্রশস্ত যোগ পুণ্যের হেতু। অপ্রশস্ত যোগ (আস্রব) পাপের হেতু। আচার্য উমাস্বাতির সভাষ্য সূত্রেও ইহাই বর্ণিত আছে। যথা পূর্বোক্ত ত্রিবিধ যোগ আস্রব নামে খ্যাত। শুভযোগ পুণ্যের, অশুভযোগ পাপের, অষ্টম অধ্যায়ের নবম সূত্রে "সদ্বেদ্যাদি পুণ্যের, অসদ্বেদ্য প্রভৃতি পাপের" স্পষ্টরূপে বলা যাইবে ॥ ৩ ॥

गुरुनिह्नवादयो ज्ञानदर्शनावरणयोः (०) ॥ ४ ॥

टीका। गुर्व्विति। गुरूणां निह्नवोऽपह्नवः संगोपनमिति। तदादिर्येषां मात्सर्य्यादीनां ते तदादयः। ज्ञानावरणदर्शनावरणयोर्द्वयोर्हेतवो भवन्ति। अस्मिन् सूत्रे आदिपदोपादानान् मात्सर्य्यान्तरायासादनोपघाताः ग्रहणीयाः। तत्र षष्ठाध्यायस्यैकादशसूत्रे प्रोक्तं "य आस्रवः स ज्ञानस्य ज्ञानवतां ज्ञानसाधनानां च प्रदोष" इति भाष्यकृताभिहितम्। स च निह्नवादिः। एते मात्सर्य्यादयोदोषा जैनागमप्रसिद्धाः। आगमान्तरेऽपि एते मात्सर्यादयोदोषत्वेन कीर्त्तिताः। मैत्र्यादीनां शमनादीनाञ्च व्याघातकाः स्युरिति ॥ ४ ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। আট প্রকার কর্মের মধ্যে জ্ঞানাবরণ ও দর্শনাবরণ কর্মের বাধক বিশেষ দোষ গুরুগোপন, মাৎসর্য্য, অন্তরায়, আসাদন, উপঘাত। অর্থাৎ এই সকলের দ্বারা জ্ঞানাবরণ কর্মের উচ্ছেদ হয়। এইরূপে উক্ত গুরুগোপন প্রভৃতি দ্বারা দর্শনাবরণেরও হানি হয়। কর্ম চারিটী ঘাতী নামে খ্যাত, অপর চারিটী অঘাতী নামে প্রসিদ্ধ। উল্লিখিত গুরু নিহ্নবাদিদোষ মৈত্র্যাদি এবং শম দমাদিরও ব্যাঘাতকারী হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

दुःख व्रत्यनुकम्पाद्याः असातासातयोः (ः) ॥ ५ ॥

टीका। दुःखेति। दुःखादयः असातायाः अशान्तेरुपद्रवादेः हेतुः। व्रत्यनुकम्पा प्रभृतयः सातायाः प्रशान्तेनिरूपद्रवादेः कारणं स्यात्। अत्रादिपदोपादानात् असातावेदनीये आस्रवहेतुषु शोक-तापाक्रन्दन-बध-परिदेवना ज्ञेयाः। एवं साता (शान्ति) वेदनीय हेतुषु दान-सरागसंयम-क्षमा-शौचादयः। एषा तु सर्व्व-भूतव्रत्यनुकम्पा। भूतव्रत्यनुकम्पा वा। सभाष्याचार्य्यसूत्रयोः द्वयोरेकादश-द्वादश संख्यकयोः अस्य सूत्रस्यचाशयगतप्रभेदोनदृश्यते। अत्र संक्षिप्तार्थस्तत्रतु विस्तारार्थ इति। असद्वेद्यस्य दुःखादि परिदेवनान्तानि इत्यात्मसंस्थानि। परस्य क्रियमाणानि उभयोर्वाक्रियमाणानि तान्यसद्वेद्यस्यास्रवा भवन्तीति भाष्यकृतः प्रोचुः ॥ ५ ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। দুঃখ, শোক, তাপ, আক্রন্দন, বধ, পরিদেবনা স্বগত বা পরগত হইলে অসদ্‌বেদ্যের আস্রব হইবে। সর্বজীবে দয়া, দান, সরাগসংযম, যোগ, ক্ষমা, শৌচ প্রভৃতি সবেদ্যের আস্রব হয়। অসাত ও সাত শব্দের অর্থ শান্তি এবং অশান্তি। ষষ্ঠাধ্যায়ের সভাষ্য একাদশ ও দ্বাদশ সূত্রে বিশেষভাবে যাহা উক্ত হইয়াছে এই সূত্রে তাহা অতি সংক্ষেপে কথিত। উক্ত সূত্রদ্বয়ের ভাষ্য এবং টীকাতে অপর বিষয় সকল বলা হইয়াছে। দুঃখ প্রভৃতি অসাতার হেতু, ভূতের প্রতি দয়া প্রভৃতি সাতা (শান্তি)র হেতু,—ইহাই হইল সূত্রের সারার্থ ॥ ৫ ॥

केव ल्यादि(०) विवादोदर्शनमोहस्य (ः) ॥ ६ ॥

टीका। केवलीति। दर्शनमोहस्य हेतुरयं यो केवल्यादि विवादः स

(ঃ) অত্রতু 'ব্রাত্যনুকম্পাদ্যাঃ সাতা' ইতি চাপর পাঠঃ। ব্রত্যনুকম্পাবেত্যন্তঃ পাঠঃ সাধুঃ।

•) অত্র "বরণাদয়ঃ" ইতি পাঠান্তরং দৃশ্যতে।

(•) অত্র "কৈবল্যাদি"। "অবর্ণবাদশ্চ" পাঠান্তরদ্বয়মস্তি। অস্মাত্ সূত্রাত্ প্রাক্ পুন"শ্চতুর্বিংশতিকামদেবাঃ' ইতি ষটসংখ্যকং সূত্রং লিখিতম্।

(†) —এতচ্চ লেখকপ্রমাদাদাগতমিতি মন্যে। পরমেতৎসূত্রং পঞ্চমাধ্যায়ে বিগতম্।

च विवादः अवर्णवादो वर्णहीनोऽथा विवादो मिथ्यावाद इति शेषः। केवलिनां परमर्षीणां पञ्चमहाव्रतानाञ्च मिथ्यावादो दर्शनमोहनस्य हेतुर्भवति। इत्थञ्च सभाष्य-केवल्यादि चतुर्दशसूत्र प्रोक्तम्। अत्र तु आदि शब्दोपादानात् श्रुत-सङ्घ-धर्म-देवा-वर्णवादानां संग्रहोबोध्यः। तथाहि तत्सूत्रम् "केवलिश्रुत-सङ्घ-धर्म-देवावर्णवादो-दर्शनमोहस्य" इति। अत्र केवलिनोमहर्षयः। अन्यत् सर्व्वं भाष्य-टीकादिषु सम्यगस्ति ॥ ६ ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। কেবলী প্রভৃতি মহর্ষিগণের বিবাদ বা মিথ্যাবাদ (অবর্ণবাদ) প্রকাশ করা দর্শন মোহের হেতু জানিবে। এই স্থত্রে প্রদত্ত আদি পদ দ্বারা শ্রুত, সঙ্ঘ, ধর্ম, দেব প্রভৃতির বৃথা নিন্দাদিসংগৃহীত হইয়াছে। সভাষ্য-উমাস্বাতি আচার্যের চতুর্দশ স্থত্রে বিস্তাররূপে এই স্থত্রের বিষয় বর্ণিত আছে। কেবলী মহর্ষি সাঙ্গোপাঙ্গ আর্হত, বাক্যপরায়ণ শ্রুত, চাতুর্বর্ণ্যযুক্ত সঙ্ঘ, মহাব্রতসাধনপরায়ণ ধর্ম, ইহাদের অপবাদ দর্শন মোহের আস্রব ॥ ৬ ॥

कषायजनिततीव्रपरिणामश्चारित्रमोहस्य ॥ ७ ॥

टीका। कषायेति। कषायैर्विविधचित्तगतदोषैर्यो हि अति तीव्र-भावेनात्मनः परिणामः स चारित्रमोहस्य हेतुरास्रव इति। "कषायस्य उदया-त्तीव्रात्म-परिणामः चारित्रमोहस्यास्रवोभवति" इति तत्र भाष्यम्। तथा हि तत्सूत्रम् "कषायोदयात्तीव्रात्म-परिणामश्चारित्रमोहस्य" इति। मानवानां लोभक्रोधादि दोषैर्विषयेषु समासक्तानां एवमेवात्म परिणामोभवति। एवमेव सांख्यशास्त्रेऽपि कामलोभादिचित्तमलानां बहुधा दोषा ज्ञानप्रबाधका उक्ता विस्तरभिया नेह ते प्रतन्यन्ते। अनेन सूत्रेण सार्द्धं "कषायोदया" दित्यादि सूत्रस्य सम्यगर्थसादृश्यमस्ति ॥ ७ ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। কষায়রূপ দোষ হইতে উৎপন্ন যে, অতি তীব্র আত্মপরিণাম তাহা চারিত্র মোহের (পূর্বোক্ত আস্রব) হেতু। এই স্থত্রের সহিত সভাষ্য পঞ্চদশ স্থত্রের অর্থগত সাদৃশ্য আছে। সভাষ্য স্থত্রে কেবল 'উদয়াৎ' এবং 'জনিত' এই দুইটি পদ স্থত্রে পরিবর্তিত ভাবে দৃষ্ট হয়। কষায়াদি চিত্তগত দোষ যে, সৎজ্ঞানাদির প্রতিবন্ধক তাহা সাংখ্য ও যোগদর্শন শাস্ত্রে বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে। সভাষ্য স্থত্রে 'আত্মপদ'টী চিত্ত বা মন শব্দার্থজ্ঞাপক। যে

হেতু "মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।" সংসারে মানবের মনই বন্ধন বা (অধঃপতনাদি) এবং মুক্তি (চিরশান্তির) হেতু। সংসারে অত্যাসক্তিতে বন্ধন, সকল আসক্তি ত্যাগে মুক্তি মনের বা চিত্তেরই হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

बह्वारम्भ परिग्रहाद्या नारकाद्यायुष्कहेतवः ॥ ८ ॥

टीका। बह्वारम्भ परिग्रहादयोदोषा नारकादीनां आयुषोहेतुः स्यात्। भुवने अस्मिन् अविवेकिनो लोका अविचार्य्य बहुषुदोषजनकेषु कर्म्मसु समासक्ता भवन्ति। तेन काले परिणामे तानि कर्म्मजनितफलानि नरक-तिर्य्यग्योनि प्रभृत्यायुषे भवन्ति। अतो धर्म्मानुशासनं गुरूपदेशश्चानुसृत्यकर्म्मारम्भणं युक्तमिति। अत्र सूत्रे आद्यपदप्रयोगाच्चतुर्णां नारकादीनां गमनानां संग्रहो आस्रवहेतुर्बोध्यः। अत्रार्थं सभाष्य सूत्रं यथा "बह्वारम्भपरिग्रहत्वं च नारकस्यायुषः।" "बह्वारम्भत्वं बहूपरिग्रहत्वं च नारकस्य आयुष आस्रवो भवति" इति तत्र भाष्यकृद्भिरवादि। परंमनयोः सूत्रयोराशयगतभेदोनास्ति ॥ ८ ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। অবিচারিতভাবে বহুকার্য আরম্ভ করা এবং তাদৃশ কার্যে ব্যাপৃত থাকিলে পরিণামে সকল কার্যের ফল নারকাদির জনক আয়ুর হেতু আস্রব হইয়া থাকে। সূত্রে আদি পদের প্রদানহেতু নারক, পশু প্রভৃতি ভাবের লাভ সম্ভাবনা বুঝিতে হইবে। উমাস্বাতি আচার্যের সভাষ্য সূত্রের পাঠ এইরূপ "বহ্বারম্ভপরিগ্রহত্বং চ নারকস্যায়ুষঃ।" এই দুই সূত্রের অভিপ্রায় গত কোনরূপ পার্থক্য দেখা যায় না। এই সূত্রের ব্যাখ্যাকালে ভাষ্যকার বিশেষ কোন তত্ত্ব প্রকাশ করেন নাই, কেবল সূত্রার্থ বলিয়াছেন ॥ ৮ ॥

योगवक्रताद्या अशुभनाम्नः ॥ ९ ॥

टीका। योगेति। अत्र योगपदेन प्रागुक्त मनोवाक्य-कायगत-योग एव ग्राह्यः। तेषां योगानां वक्रता अनार्जवं विसंवादनञ्च अन्यथा प्रवर्त्तनं वितण्डा-चाशुभस्यनाम्न आस्रवोहेतुर्भवति। अत्रादिपदस्यार्थः-आदौभवा आद्याः मनो-वाक्देहाणां वक्रता पैशून्यादयः। अत्रादि पदोपादानात् सर्व्वार्थसिद्धिकृतां व्याख्यातृणां मते मिथ्यादर्शन पैशून्य चित्तास्थैर्य्यकूटमानतुलाकरणादयो-ग्राह्याः। सभाष्यसूत्र पाठ इत्थम्। "योगवक्रताविसंवादनं चाशुभस्य नाम्नः"

इति। विसंवादनं अन्यथा प्रवर्त्तनमित्यर्थः। अस्मिन् सूत्र आदिपदस्थाने चकारोपादानात् प्राग्वद् त्रापि पैशून्यादयः संग्रहणीयाः। अस्मिन् सूत्र विसंवादन-पदं सूत्रकृता नैवोपादत्तम्। परमादि-पदात्तदायातम्। अन्यदुभयसूत्रयो-रथैक्यमस्ति ॥ ९ ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। মন, বাক্য, শরীর দ্বারা সৎকার্য সাধন করার নাম যোগ (অঃ ৬, সূঃ ১)। এই তিন যোগের বক্রতা অসারল্য প্রভৃতি অশুভ আস্রব হেতু জানিবে। সূত্রস্থ আদি পদদ্বারা বিসংবাদ, মিথ্যাদর্শন, পৈশূন্য, চিত্তচাঞ্চল্য, কূটমান-তুলাকরণ প্রভৃতি সংগৃহীত করা হইয়াছে। সূত্রের টীকাকার পূজ্যপাদ স্বামী স্বীয় সর্বার্থসিদ্ধি টীকায় ইহা লিখিয়াছেন। সভাষ্য সূত্র এইরূপ—"যোগবক্রতাবিসংবাদনং চাশুভস্য নাম্নঃ"। এই সূত্রে আদিপদ স্থানে 'চকার' প্রদান করাতে উক্ত পৈশূন্য প্রভৃতি গ্রহণ করা হইয়াছে। উভয় সূত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়ে ঐক্য রহিয়াছে ॥ ৯ ॥

तद्वैपरीत्यं शुभस्य ॥ १० ॥

टीका। तदिति। अशुभनाम्न आस्रवहेतूनाञ्च यद्विपरीतं भिन्नं पृथगिति। तत् शुभस्य प्राक् कथितयोगस्यानुकूल्यं आर्जवं हितप्रवर्त्तनञ्च भवति। एतदेवशुभनाम्न आस्रवहेतुर्भवति। अत्रार्थे सभाष्यसूत्रमीदृशम्। "तद्विपरीतं शुभस्य" इति। योगवक्रता-विसंवादनैतदुभयविपरीतं शुभस्य नाम्नः आस्रवो भवतीति तद्-भाष्यम्। मिथ्यादर्शन-पैशून्य-विसंवाद-चाञ्चल्य-कूटमानतुलाकरणादीनां भिन्नं यत् तदेव ज्ञेयम्। अनयोः सूत्रयोः सर्व्वथा ऐकमत्यमस्ति ॥ १० ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। অশুভনামক আস্রবহেতু সকলের বিপরীত যে পূর্বোক্ত শুভ ও অনুকূল, সরল, হিতকর যোগ হইয়া থাকে। এই বিষয়ে যোগশব্দার্থ পূর্বে কথিত হইয়াছে। সভাষ্য উমাস্বাতি আচার্যের "তদ্‌বিপরীতং শুভস্য" এই সূত্র ভাষ্যেও একরূপ বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। অর্থাৎ অশুভনামক আস্রব হেতুসমূহের ভিন্নই শুভযোগ-সারল্য, শুচি, পুণ্য প্রভৃতি শুভনামক আস্রবের হেতুরূপে বোধ্য ॥ ১০ ॥

दर्शनविशुद्ध्यादि षोड़शभावनास्तीर्थंकरत्वस्य ॥ ११ ॥

टीका। दर्शनेति। अत्र दर्शनविशुद्धि प्रभृतीनां षोड़शसंख्यकानां भावनानां

तीर्थंकरत्वस्य नाम्नः आस्रवस्य हेतुत्वं भवति। अस्मिन्नादिशब्दोपादानात् आगमप्रसिद्धानां विनयसम्पन्नतादीनां पञ्चदश भावनानां ग्रहणं भवति। सर्व्व-मेतत् सभाष्य सूत्रे त्रयोविंशसंख्यके स्पष्टीकृतम्। अत्र तु लघुरीत्या उक्तम्। एते दर्शन विशुद्धयादयः प्रशस्ता गुणाः समस्ता व्यस्तावा तीर्थंकर-नाम्न आस्रवा भवन्तीति भावः। अन्यद्भाष्ये सर्व्वार्थसिद्धि-टीकायाञ्च सर्व्वं व्याख्यातमस्ति। अत्रै कस्मिन् सूत्रे ये विषयाः वर्णिताः सभाष्यसूत्रे तेष्वर्थेषु बहूनि सूत्राणि सन्ति ॥ ११ ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। এই বিষয়ে দর্শন, বিশুদ্ধি, বিনয় প্রভৃতি ষোডশসংখ্যক ভাবনা-সমূহের তীর্থকরত্ব নামক যে আস্রব তাহার কারণ জানিবে। সূত্রে আদিপদের উদাহরণহেতু আগম প্রসিদ্ধ বিনয়সম্পন্নতাদি অপর পঞ্চদশ ভাবনা সংগৃহীত হইয়াছে। সভাষ্যসূত্রের পঞ্চদশ সূত্র ও ত্রয়োবিংশতি (১৫, ২৩) সূত্রে উক্ত ষোড়শ ভাবনাসমূহের নামোল্লেখপূর্বক সংগ্রহ করা হইয়াছে। এই সূত্রে সংক্ষেপে দর্শন বিশুদ্ধি প্রভৃতির উল্লেখ করা হইয়াছে ॥১১॥

आत्म-विकत्थनाद्या नीचैर्गोत्रस्य (०) ॥ १२ ॥

टीका। आत्मेति। आत्मनः स्वस्य बिकत्थनाद्याः स्वीयश्लाघ्यत्वादीनि प्रशंसाश्च। नीचैर्हीनस्य गोत्रस्य तल्लाभस्य वा हेतु र्भवति। अत्रादिपदेन परगर्हा सद्गुणोच्छेदः असद्गुणार्ज्जनञ्च। एतानि त्रीणिहेतवः गृहीतानि स्युः। सभाष्य सूत्रेचेमं अर्थं सूर्ऽ कृतोवदन्तिस्म। तथाहि तत्सूत्रं "परनिन्दात्मप्रशंसा सद्गुणाच्छादनोद्भावनेच नीचैर्गोत्रस्य।" तथाऽस्य भाष्यञ्च। "परनिन्दात्म प्रशंसा सद्गुणाच्छादनमसद्गुणोद्भावनं चात्मपरोभयस्थं नीचै र्गोत्रस्यास्रवा-भवन्ति" इति। सभाष्यसूत्रेणसार्द्धमस्यार्थ भेदोनास्ति ॥ १२ ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। স্বীয় প্রশংসা বা শ্লাঘা প্রভৃতি হীনগোত্র লাভের হেতু (আস্রব)

---

* "আত্মবিকত্থন" ইতি পাঠান্তরমস্তি।

হয়। সূত্রে স্থিত আদি পদদ্বারা পরনিন্দা, সদ্‌গুণাবলীর উচ্ছেদ, অসদ্‌গুণের উন্মেষ বা প্রকাশ করা, এই তিনটী বিশেষরূপে সংগৃহীত হইয়াছে। "পরাত্মনিন্দাপ্রশংসে" (২৪) এই সভাষ্য সূত্রে এই সূত্রোক্ত বিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। উক্ত স্ব-প্রশংসা পরনিন্দা প্রভৃতি সমস্তে হীন গোত্রলাভের হেতু বা ফল জানিবে, অতএব পাপজনক আত্মপ্রশংসা পরনিন্দাদি পরিহার করিবে ॥১২॥

तद्व्यत्ययोमहतः ॥ १३ ॥

टीका। तदिति। तत्तेषां नीचगोत्रजनकहेतूनां व्यत्ययोविपरीता-भिन्ना ये श्रेष्ठप्रशंसा आत्मदोषे निन्दा प्रभृतयस्तेसर्व्वे महत उत्तमस्य गोत्रलाभस्य-हेतुः कारणं स्यात्। अत्र विषये सभाष्यसूत्रञ्चेत्थं भवति। "तद्विपर्य्ययो नीचैर्वृत्त्यनुत्सेकौचोत्तरस्य" इति (सूं२५)। अस्मिन् उत्तरस्येति सूत्र क्रम-प्रामाण्येनोच्चैर्गोत्रस्य हेतुर्भवति। अत्र नीचैर्वृत्तिनं विनय-प्रावण्यवाक्काय-चित्तत्वं, उत्सेकोगर्वः नीचैरित्यस्य विपर्य्यय उच्चैरुत्तम इति मन्तव्यम्। अत्र द्वयोः सूत्रयोराशयगतभेदोनास्ति ॥ १३ ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। পূর্বে কথিত আত্ম-প্রশংসাদি-দোষের বিপরীত মহামতিও সাধুজনের হইয়া থাকে। ইহারা স্বীয় প্রশংসা, পরানিষ্ট, পরনিন্দা করেন না। এই বিষয়ে সভাষ্য সূত্র যথা "তদ্‌বিপর্য্যয়োনীচৈর্বৃত্ত্যনুৎসেকৌ চোত্তরস্য"(২৫) সূত্রক্রমে ইহা প্রাপ্ত হওয়া যায় যে সুকৃতি দ্বারা প্রাপ্ত উত্তম গোত্রই নীচ গোত্রাস্রবের বিপরীত। এই সূত্র ও সভাষ্য সূত্রের অর্থগত ভেদ দেখা যায় না। নীচ শব্দার্থ হীন, উচ্চ শব্দার্থ উত্তম ॥ ১৩ ॥

दानादिविघ्नकरणमन्तरायस्य ॥ १४ ॥

टीका। दानेति। दानादीनां सुकृतिजनककर्मणाम्। यद्विघ्नकरणं तदन्तरायस्यकर्मणः आस्रवस्य हेतु र्भवतीति। एते च साम्परायस्य पारलौकिकस्याष्ट विधस्य पृथक् पृथगास्रवविशेषा भवन्तीति भाष्याशयः। अत्र दानादिषु विघ्नोत्-पादनमन्तरायकर्मणो आस्रवस्य हेतुरिति। अत्र सभाष्यसूत्र मीदृशम्। तथाहि "विघ्नकरणमन्तरायस्ये"ति। अनेन सूत्रेण सार्द्ध सभाष्य सूत्रस्याशयगत

प्रभेदोन विद्यते। अत्रादिशब्दोपादानात् लाभ-भोगोपभोग-वीर्याणां संग्रहो-बोध्यः। अन्तराय कर्मणोदानान्तरायादयः पञ्चभेदा भवन्ति ॥ १४ ॥

इति श्रीमत् प्रभाचन्द्राचार्य्ये विरचिते बृहत्तत्त्वार्थ सूत्रे
षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

इति श्रीमद्द ईश्वरचन्द्र शास्त्रि-पञ्चतीर्थ दर्शनाचार्य्य-विरचितबालबोधिनाख्य-
टीकायां तत्त्वार्थ सूत्रे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। দানাদি সুকৃতিজনক কার্যে বিঘ্ন উৎপাদন করা অন্তরায় কর্মের আস্রবের হেতু। সূত্রে আদিপদ প্রদান করাতে তদ্দ্বারা লাভ, ভোগ, উপভোগ, বীর্য (সামর্থ্য) প্রভৃতির সংগ্রহ জানিবে। অন্তরায় কর্মের দানান্তরায় প্রভৃতি পাঁচ ভেদ জানিবে। এই সূত্র ও সভাষ্য সূত্রের অভিপ্রায়গত কোনও প্রভেদ পরিলক্ষিত হয় না। কেবল এই সূত্রে 'দানাদি' এই পদটী অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। সভাষ্য সূত্রের ষষ্ঠাধ্যায়ে (২৬)টী সূত্রে অধ্যায় প্রতিপাদ্য বিষয় পরিসমাপ্ত। এই তত্ত্বার্থসূত্রে চতুর্দশ (১৪) সূত্রদ্বারা সংক্ষেপে প্রতিপাদ্য বিষয় কথিত ও অধ্যায় সমাপ্ত করা হইয়াছে ।।১৪।।

শ্রীমৎ প্রভাচন্দ্রাচার্য্য বিরচিতে তত্ত্বার্থসূত্রে সব্যাখ্যানুবাদে ষষ্ঠাধ্যায় সমাপ্ত ।।৬।।

सप्तमोऽध्यायः

हिंसादि पञ्च विरतिर्व्रतम् ॥ १ ॥

टीका। हिंसादीति। हिंसादिभ्योहि पञ्च-संज्ञकेभ्योया विरतिर्निवृत्तिरुपरम इति। तदेव व्रतं योगविशेषः। अर्थादेभ्यः हिंसाऽसत्यचौर्य्या-ब्रह्मा-परिग्रहेभ्यः कायवाङ्मनोभिः सम्यग् निवृत्तिरिति। ब्रह्मचर्य्यं सर्व्वथा इन्द्रिय-संयमः। अहिंसा जीववधादिभ्योविरतिः। परिग्रहो लोभः। लोभात्परद्रव्यादौ हरणेप्रवृत्तिः। तथाहि योग सूत्रं "अहिंसासत्यास्तेय ब्रह्मचर्य्यापरिग्रहा यमाः" इति। प्राणवियोगफलव्यापारादि च हिंसेति केचन सूरयः। योगदर्शने तद्भाष्ये च सर्व्ववर्णितमस्ति। व्रतं स्व स्व शास्त्रोक्तनियमपालनम्। विरतिश्चात्र तज्-ज्ञात्वाऽभ्युपेत्यचाकरणमिति। अनेन सूत्रेण सार्द्धं सभाष्यसूत्रस्यैव तस्य हिंसानृतस्ते याब्रह्म परिग्रहेभ्योविरतिर्व्रतम्" इति सादृश्यमस्ति। केवलमत्रा-दिपदेनानृतादीनां चतुर्णां संग्रहोभूत्। वेदान्तदर्शने उपनिषत्सुच ते बहुधा प्रपञ्चिताः। पूर्व्वाध्यायोक्त सद्वेद्यास्रवेषु भूतव्रत्यनुकम्पे" ति यत्तदत्राध्याये सम्यग्विवृण्वन्तिसूत्रकृतः ॥ १ ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (অচৌর্য) ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ (সর্বথা লোভশূন্য), এই পাঁচ বিষয় হইতে শরীর, মন, বাক্যদ্বারা সম্যগরূপে যে নিবৃত্তি বা বিরাম তাহাকে ব্রত বলিয়া শাস্ত্রে অভিহিত করিয়াছে। পূর্বাধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে 'সদ্‌বেদ্য আস্রবসমূহেতুভূতব্রত্যনুকম্পা'। সে বিষয়ে কেবা ব্রতী, কিবা ব্রত অর্থাৎ ব্রত ও ব্রতীর লক্ষণ, এখন বলা যাইতেছে। বিরতি শব্দের বিশেষ অর্থ সেই হিংসা প্রভৃতি জ্ঞাত হইয়া স্বীকার করিয়াও ত্যাগ করা। পাতঞ্জল যোগদর্শনেও ইহার অনুরূপ সূত্র আছে, যথা "অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ (লোভশূন্যতা), ইহা 'যমনামক' যোগাঙ্গ। এই সূত্র ও সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম সভাষ্য সূত্রের অর্থগত বৈষম্য নাই ॥ ১ ॥

महाणुभेदेन तद्द्विविधम्* ॥ २ ॥

टीका। महाण्विति। तद्व्रतं प्रागुक्तं महत्स्वल्पघुत्वभेदेन द्विधा भिद्यते। एकं महदेव। अपरं अणुर्नाम लध्विति। पूर्वसूत्रोक्त पञ्चाहिंसादयः महाव्रताणुव्रत-भेदेन पञ्चपञ्चधा भिद्यन्ते। तत्र सभाष्यसूत्रमीदृशं "देशसर्वतोऽनुमहती" उक्तहिंसादिभ्य एकदेशाद्व विरतिरणुव्रतं भवति। तेभ्यः सर्वतोविरामः महाव्रतमिति तदर्थः। एवमपि योगदर्शनेऽप्युक्तं "एते सार्वभौमा महाव्रत" मिति। एतत्सूत्र सभाष्यसूत्रयोरत्रार्थगतप्रभेदोनोपलभ्यते। अन्यत् सर्वार्थसिद्धौ योगदर्शनभाष्य-टीकादिषु चास्ति ॥ २ ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। পূর্বোক্ত ব্রত দুই প্রকার, এক মহাব্রত। অপর অণুব্রত। অহিংসা সত্য, অস্তেয় (অচৌর্য) ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ (নির্লোভতা) এই পাঁচটীর কায়, মন, বাক্যদ্বারা সম্পূর্ণ পালন করার নাম মহাব্রত। উক্ত অহিংসাদির একদেশ বা আংশিক পালনের নাম অণু বা ক্ষুদ্রব্রত। এই সূত্রের সহিত "দেশসর্বতোঽণুমহতী" এই সভাষ্য সূত্রের অভি প্রায় গত কোন প্রভেদ লক্ষিত হয় না। পাতঞ্জল যোগদর্শনেও এই অহিংসা প্রভৃতিকে "এতে সার্বভৌমাঃ মহাব্রতম্", এই অনুরূপ কথিত হইয়াছে। অণুব্রতের সংখ্যা পাঁচ পাঁচ ভাগে বিভক্ত ॥২॥

तद्दार्ढ्याय भावनाः पञ्चविंशतिः ॥ ३ ॥

टीका। तदिति। तत् तेषां पूर्वोक्त व्रतानाम्। दार्ढ्याय स्थैर्य्यायसुदृढ़रूपत्वेन परिपालनाय च। भावनाः वाह्याभ्यन्तरानुशीलनानि। अहिंसादिषु तत् प्रत्येकं पञ्च पञ्च भवन्ति। तथाच सभाष्यसूत्रे तत्स्थैर्य्यार्थं भावना पञ्च पञ्च (पञ्चशः पञ्च)" इत्यत्र हिंसाया ईर्य्यासमित्यादयः। सत्यवाक्यस्यानुवीचिभाषणादयः। अस्तेयस्यानुवीच्यवग्रहयाचनादयः। ब्रह्मचर्य्यस्य स्त्रीपषशुण्डकसंसक्तशयनासनवर्जनादयः। आकिञ्चनस्य पञ्चानामिन्द्रियाणामर्थानां स्पर्शादिवर्जनम्। एभिर्वर्जनैः सम्यग्दार्ढ्यं भवति। अन्यद्व भाष्ये वर्णितमस्ति। तदनयोः सूत्रयोरर्थगतभेदोनास्ति। अत्र संक्षेपेण पञ्चविंशतिरित्युक्तम्। तत्र चतुर्थ पञ्चमसूत्रयोः भाष्ये बहुधा वर्णितमस्ति। सम्प्रदायभेदेनसूत्रपाठस्य प्रभेदो विद्यते ॥ ३ ॥

* "মহাঽণুভেদেনে"তি পাঠান্তরমস্তি।

সব্যাখ্যানুবাদ। পূর্বোক্ত অহিংসা প্রভৃতি ব্রতের স্থিরতার নিমিত্ত পঁচিশ (২৫) প্রকার ভাবনা (অন্তর ও বাহ্যের অনুশীলন) শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে অহিংসার ঈর্ষা প্রভৃতি পাঁচ ভাবনা। সত্য বাক্যের অনুবীচী ভাষণ প্রভৃতি পাঁচ। অস্তেয়ের অনুবীচী অবগ্রহ যাচন প্রভৃতি পাঁচ। ব্রহ্মচর্যের স্ত্রী-পশু-ষণ্ডক-সংসক্ত শয়ন প্রভৃতি বর্জন পাঁচ। আকিঞ্চনের পাঁচ ইন্দ্রিয়ের বিষয় পঞ্চবর্জনরূপ পাঁচ। এই সূত্রের সহিত টীকোক্ত সভাষ্য সূত্রের অর্থগত তারতম্য নাই। সভাষ্য সূত্রের এই অধ্যায়ে চতুর্থ ও পঞ্চম সূত্রে উল্লিখিত পঞ্চবিংশতি প্রকারে উল্লেখ রহিয়াছে। এই সূত্রে উদ্দেশমাত্র করা হইয়াছে। সম্প্রদায়ভেদে সূত্র ও তাহার পাঠের ব্যতিক্রম দেখা যায়। সভাষ্য সূত্রটী টীকায় উদ্ধৃত করা হইয়াছে॥ ৩॥

मैत्र्यादयश्चतस्रः ॥ ४ ॥

टीका। मैत्र्यादीति। मैत्रीं सौहार्द्दं सर्वेषु जीवेषु। अत्र मैत्री आदिर्येषां प्रमोदादीनां ते मैत्र्यादयः। अत्रादिपदात् प्रमोदकारुण्यमाध्यस्थ्यानि ज्ञेयानि। प्रमोदः प्रोमोदोनाम विनयप्रयोगः। कारुण्यञ्च क्लिश्यमानेषु सम्यगनुकम्पा दीनेषुविशेषानुग्रह इत्यर्थः। माध्यस्थ्यं औदासीन्यमविनयेषु। एव-मेव योगदर्शनसूत्रे चास्ति। तथाहि "मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्या-पुण्येषु भावनातश्चित्तप्रसादनम्" इति। उक्त भावनातः चतस्र एता भावना ज्ञेयाः। अनेन सार्द्धं सभाष्यसूत्रस्य "मैत्रीप्रमोद इत्यादि सूत्रस्याशयगतप्रभेदोनास्ति। अत्रसंक्षेपोक्तिः। बौद्धानामपि एता मैत्र्यादयो भावनाः सन्ति॥ ४॥

সব্যাখ্যানুবাদ। পূর্বে কথিত পঞ্চবিংশতি ভাবনার পর সম্প্রতি মৈত্রী প্রভৃতি চারি প্রকার ভাবনা এই সূত্রে বলিতেছেন। মৈত্রী, সকল জীবে সৌহৃদ্য। প্রমোদ,—সর্বত্র বিনয় প্রকাশ। কারণ্য-দুঃখিতের প্রতি কৃপা। মাধ্যস্থ্য-নিরপেক্ষতা বা ঔদাসীন্য, এই চারি প্রকার ভাবনা কায়, মন, বাক্য দ্বারা পালন করিবে। পাতঞ্জল যোগদর্শনেও এই মৈত্র্যাদি ভাবনা বা চিত্ত পরিকর্মের কথা উল্লিখিত আছে। বৌদ্ধশাস্ত্রে তদ্রূপ মৈত্র্যাদি ভাবনার বিষয় কথিত আছে। এই সূত্রের সহিত সভাষ্য "মৈত্রীপ্রমোদ" ইত্যাদি সূত্রের অর্থ বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায় না॥ ৪॥

श्रमणानामष्टाविंशतिर्मूलगुणाः (०) ॥ ५ ॥

टीका। श्रमणानामिति। श्रमणानां श्रावकानां व्रति-साधूनामिति।

---

* শ্রবণাঃ, শমণা, মূলগুণা, এতান্যত্র ত্রীণি পাঠান্তরাণি সন্তি। বৌদ্ধমতে 'শমণ' ইতি।

एषां मूल गुणाः श्रेष्ठा गुणा अहिंसादयः। अष्टाविंशतिसंख्यका भवन्ति। ते च प्राक्तनमूलाचाराद्यागमतः प्रसिद्धाः। यथा अहिंसादिपञ्च महाव्रतम्। ईर्यादि-पञ्चसमितयः। पञ्चेन्द्रिय निरोधः। सामधिकादयः सडावश्यकक्रियाः। अस्नान भूशयन-केशोल्लंछन-नग्नत्व-(दिगम्बरत्व), एकाहार-ऊर्द्ध्वाहार-दन्तघर्षणानिचेति। दिगम्बरीय मते एते सुप्रसिद्धा गुणाः यस्य स निःशल्यव्रती। मायानिदान-मिथ्यादर्शन-शल्यैस्त्रिभिर्हीनो निःशल्योव्रतीति। व्रती द्विविधः। एकोऽगारी। अपरः अनगारश्च। तयोरेकः श्रावकोऽणुव्रतधरः अगारी व्रती स्यात्। तद्भिन्नोऽपरः। सभाष्यसूत्रे एषां गुणाना मुल्लेखोनास्ति। अत्र सप्तमाध्याये त्रयोदश-सूत्रतोविंशतिसूत्रं यावदे तस्य रहस्यं बहुधा बर्णितमस्ति। बौद्धनये तु श्रमणाः त्रिरत्नसप्तशील-दशशीलादिपरायणाः सन्ति ॥ ५ ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। শ্রমণ ব্রতীগণের আটাইশ (২৮) প্রকার মূলগুণের উল্লেখ মূলাচারাদি প্রাচীন আগমে আছে। এই সূত্রের অনুরূপসূত্র সভাষ্য সূত্র গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। দিগম্বরীয়মতে, অহিংসা প্রভৃতি পাঁচ মহাব্রত। ঈর্যাদিপঞ্চসমিতি। পঞ্চবিধ ইন্দ্রিয় নিরোধ। সাময়িকা (সামায়িকা) দি ষট্ আবশ্যক ক্রিয়া। অস্নান, ভূমিশয়ন, কেশোল্লঞ্চন (মস্তকাদিস্থিত কেশের মূলোচ্ছেদ করা), নগ্নতা (দিগম্বরতা), এক ভোজন, উর্দ্ধভোজন (দণ্ডায়মান হইয়া আহার করা), অদন্ত ঘর্ষণ, এই আটাইশগুণ শ্রমণব্রতীতে সমাবিষ্ট থাকে। সভাষ্য সূত্রের (১৩—২০) ত্রয়োদশ সূত্র হইতে বিংশতি সূত্র পর্যন্ত ব্রত ও ব্রতীর বিশদ বিবরণ আছে ॥ ৫ ॥

श्रावकानामष्टौ ॥ ६ ॥

टीका। श्रावकाणामिति। श्रावकाणां श्रमणानां व्रतीनां पुनर्मतान्तरे 'जैनाचार्य्यशासनभेद' सन्दर्भानुसारेण। अष्टौ मूलगुणा भवन्ति। नात्र पूर्वसूत्रे अस्य सूत्रार्थस्य गतार्थत्वं आचार्य्याणां मतभेदात्। अष्टसु गुणेषु मध्ये श्रीमत् स्वामि-समन्तभद्राचार्य्योक्ताः पञ्च गुणव्रतानि। एवं मधु-मद्य-मांस-द्रव्याणां त्रयाणां परित्यागरूपाणि त्रीणि। मिलित्वा तु अष्टौ भवन्ति। एतदनुरूपं किमपि सूत्रं सभाष्यसूत्रे न दृश्यते ॥ ६ ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। শ্রাবকগণের (ব্রতধারী সাধুর) মুল গুণ আটটী। এই সূত্রটী পূর্বসূত্র দ্বারা চরিতার্থ (গতার্থ) হয় নাই, যেহেতু এই বিষয়ে আচার্যগণের মতভেদ আছে। সভাষ্য

সূত্রে এইরূপ আশয়গত কোন সূত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। 'জৈনাচার্য শাসনভেদ' নামক গ্রন্থানুসারে ইহা বুঝিতে পারা যায়। শ্রীমৎ সমন্ত ভদ্রাচার্য মতে, গুণব্রত পাঁচ, মধু, মদ্য, মাংস বর্জন তিন। এই আটটী গুণ উক্ত শ্রাবকগণের। ভাষ্যকারের মতে শ্রাবক ও শ্রমণ একার্থবাচক ॥ ৬ ॥

शीलसप्तकञ्च ॥ ७ ॥

टीका। शीलेति। सप्तसंख्यकानि शीलानि श्रावकानां गुणा भवन्ति। सप्तशीलानां नामसु आचार्य्याणां मतभेदो विद्यते। सभाष्य सूत्रे षोड़श-संख्यके "दिग्देशानर्थदण्डे "त्यादिषु शीलसप्तकानां वैशद्येनोल्लेखोऽस्ति। तथाच दिग्व्रत-देशव्रता-नर्थदण्ड-सामायिकपोषधोपवासोपभोग परिभोगव्रता-तिथि संविभागाः सप्तैते गुणाः। अन्येषां आचार्य्याणां कुन्दकुन्दानां मते चारित्र-प्राभृतनिबन्धे देशव्रतादीन् विहाय सप्तसु सन्न्यासा (सल्लेखना) दयः-प्रोक्ताः। एवं गुणव्रत-शिक्षाव्रतादयश्च सप्तेति। यतः प्राक्सन्न्यासविधान-मकृत्वा दशमे सूत्रे तस्यातिचारोहि समुक्तः। अन्यदन्यत्र जैनाचार्य्याणां शासन-भेदो गुणव्रते शिक्षाव्रतप्रकरणेचास्ति। बौद्धानामपि त्रिरत्न सप्तशीलव्रतानि सन्ति ॥ ७ ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। দিক্‌ব্রত, দেশব্রত, অনর্থদণ্ড, সামায়িক; পোষধোপবাস, উপভোগ পরিভোগব্রত, অতিথি সংবিভাগ এই সাতটি শীল বা গুণ শ্রাবকগণের অবশ্য থাকিবে। "দিগ্‌দেশানর্থ" ইত্যাদি সূত্রে এই সপ্তশীলের উল্লেখ বিশদরূপে বর্ণিত আছে। এই বিষয়ে আচার্য কুন্দকুন্দাদির সহিত অপর আচার্যের মতভেদ রহিয়াছে। উক্ত আচার্যের মতে দেশব্রতাদি ভিন্ন অপর সন্ন্যাস (•) প্রভৃতি সাতশীলের উল্লেখ চারিত্রপ্রাভৃত গ্রন্থে আছে। বৌদ্ধশাস্ত্রেও সপ্তশীল সাধু প্রভৃতির অবশ্য পালনীয় ॥ ৭ ॥

शङ्काद्याः सम्यग्दृष्टेरतीचाराः (:) ॥ ८ ॥

टीका। शङ्कादीति। शंकादयो दोषाः प्रागुक्तस्य सम्यग्दृष्टेः सम्यक्-तत्त्वदर्शनस्य अतिचारा व्यतिक्रमाः स्खलनहानि प्रभृतय इति। अत्रादिपदेना-

(•) সন্ন্যাস,—সল্লেখনা। শ্রীমৎকুন্দ কুন্দাচার্য মতে গুণব্রত, শিক্ষাব্রত প্রভৃতিই সপ্তশীলের মধ্যে পরিগণিত।

(:) অত্র 'শঙ্কাদয়ঃ' এবং পাঠান্তরমস্তি। 'অতিচারাঃ' ইত্যপি পাঠান্তরম্।

काङ्क्षा, विचिकित्साऽन्यदृष्टिप्रशंसा, संस्तवाः चञ्चाराः ग्राह्याः। तथा च सभाष्यसूत्रम् "शङ्काकाङ्क्षा विचिकित्सान्यदृष्टिप्रशंसासंस्तवाः सम्यक्दृष्टेरतीचाराः" इति। अस्य भाष्ये शङ्कादीनां सुबोधं व्याख्यानमस्ति। अत्रसूत्रे अतीचाराणां संख्योल्लेखोनास्ति। सभाष्योनविंशतिसूत्रे "व्रतशीलेषु पञ्च पञ्च यथाक्रमम्" इत्यत्र प्रोक्तं भाष्यकृता-व्रतेषु पञ्चसु शीलेषु च सप्तसु पञ्चपञ्चातीचारा भवन्ति यथाक्रममितिज्ञेयम्। उत्तरोत्तरसूत्रभाष्येऽतीचाराणां व्याख्यानं विद्यते। अत्राचार्य्याणां मतभेदोऽस्ति। यथाहि सम्यगदर्शनस्य निःशङ्किताङ्गानि-विहायान्येषां काङ्क्षा-चिकित्सा-मूढ़दृष्ट्यनुपगूहनास्थिरीकरणावात्स्यल्याप्रभावनानां सप्तानां ग्रहणं ते चक्रुः। एतेषां मतद्वैधस्य समाधानं सर्वार्थसिद्धिटीकायां सम्यगस्ति। सत्सु शङ्कादिषु अतीचारेषु सम्यगदृष्टेर्हानं भवतीतिभावः॥ ८॥

সব্যাখ্যানুবাদ। শঙ্কা প্রভৃতি সম্যক্ দৃষ্টির (যথার্থ জ্ঞানের) অতীচার বা ব্যতিক্রমের হেতু হয়। শঙ্কা, আকাঙ্ক্ষা, বিচিকিৎসা, অন্যদৃষ্টিপ্রশংসা, অন্য দৃষ্টি সংস্তব এই পাঁচটী সভাষ্য সূত্রে (২৮) সম্যক্ দৃষ্টির অতীচাররূপে উক্ত আছে। এই সূত্রে আদি পদদ্বারা তাহাই গৃহীত হইবে। মতান্তরে (অপর আচার্যের মতে) প্রতিপক্ষভূত আকাঙ্ক্ষা, বিচিকিৎসা, মূঢ়দৃষ্টি, অনুপগূহন, অস্থিরীকরণ, অবাৎসল্য, অপ্রভাবনা এই সাতটী অতীচার দোষের উল্লেখ আছে। অপর বিষয় জৈনাচার্যগণের শাসনভেদ গুণব্রত, এবং শিক্ষাব্রতপ্রকরণে লিখিত আছে। মতভেদের সমাধান সর্বার্থসিদ্ধিনামক টীকায় রহিয়াছে॥ ৮॥

बन्धादयोव्रतानाम्॥ ९॥

टीका। बन्धादय इति। बन्ध आदिर्येषां व्रतानां ते तथा तेषामिति बहुव्रीहिः। ते बन्धादयोव्रतानामहिंसा प्रभृतीनां अतीचाराः स्युरिति। अत्र व्रतानामिति बहुवचनोल्लेखात् सर्वेषामहिंसादीनां ग्रहणं बोध्यम्। आदिपदेन च तेषां पृथक् पृथक् संग्रहः स्यात्। सूत्रे तेषां संख्यानिर्देशोनास्ति। अति संक्षेपेणात्रोक्तिः। सभाष्यसूत्रेषु सर्वे विषयाः सन्निविष्टाः। तद्भाष्ये टीकायाञ्च ते सम्यगवर्णिताः सन्ति। एते च विषयाः श्वेताम्बरीयसूत्रपाठरीत्या विंशतिसत्राद्यारभ्यैकत्रिंशसूत्रं यावत् व्याख्याताः॥ ९॥

সব্যাখ্যানুবাদ। বন্ধ প্রভৃতি অর্থাৎ বন্ধন, বধ, ত্বক্‌ছেদ, জীবগণের উপরি অতিশয় ভারার্পণ এবং তাহাদিগের অন্ন, বস্ত্র, জলপানাদির বাধা প্রদান করা অহিংসাদি ব্রতের অতিচার বা বিশেষহানি জানিবে। সভাষ্য সূত্র গ্রন্থের (২০।২১।২২।২৩) সূত্র, ভাষ্য, টীকাদিতে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে। অহিংসাদির (মৈত্রী, প্রমোদ, কারুণ্য, মাধ্যস্থ্য) উল্লেখ পূর্বে করা হইয়াছে। হিংসা, অহিংসা দ্বারা অপকারও উপকারের উল্লেখ পূর্বে কথিত হইয়াছে। মায়া, (অজ্ঞান) তাহার কারণ, মিথ্যাদর্শনরূপ শল্যত্রয়ের সর্বথা যে ব্রতী বিযুক্ত তাহাকে নিঃশল্যব্রতী বা সংযমী বলে॥ ৯॥

मित्रस्मृत्याद्याः सन्न्यासस्य ॥ १० ॥

टीका। मित्रेति। मित्रादीनां प्रागुक्तव्रतस्यातीचाराः स्युः। एवं सन्न्यासस्यापि अतीचारः नियतक्रम-व्यतिक्रमः स्यात्। अत्र संख्यानिर्देशो-नास्ति। सूत्रे आदिपदोपादानात् सुखानुबन्धनिदाननामादीनां ग्रहणम्। यद्यपि-क्रमव्यतिक्रमेण ग्रहणं करिष्यते तदा जीविताकाङ्क्षा मरणाकाङ्क्षायामपि संग्रहं कर्त्तुं शक्यते। सर्वमेतत् "जीवितमरणाशंसादि" सूत्रे सम्यग्वर्णित-मस्ति॥ १०॥

সব্যাখ্যানুবাদ। মিত্রস্মরণ প্রভৃতি সন্ন্যাসের (সল্লেখনার) অতিচার হয়। অতিচার-শাস্ত্রোক্ত নিয়ত ক্রমের ব্যতিক্রম। সূত্রে আদিপদ দ্বারা সুখানুবন্ধ, নিদান নামাদির সংগ্রহ জানিবে। যদি ব্যতিক্রমে অর্থাৎ হিংসাদির আচরণ করা হয় তাহাতে জীবিতাকাঙ্ক্ষা এব মরণাকাঙ্ক্ষা প্রভৃতিও সংগৃহীত হইবে। এই বিষয় সপ্তমাধ্যায়ের দ্বাত্রিংশৎ (৩২) সূত্রে বিশদরূপে ভাষ্যে কথিত আছে। এই সূত্রে সূচনা মাত্র করা হইয়াছে॥ ১০॥

स्वपरहिताय स्वस्यातिसर्जनं दानम् ॥ ११ ॥

टीका। स्वेति। अत्रदानलक्षणं निरुच्यते। स्वस्यात्मनः परस्य चहितायोपकाराय। वित्तस्य धनादेः अति सर्ज्जनं सम्यक् त्यागो दानमित्यर्थः। तत्र सभाष्यसूत्रमस्मिन्नर्थे ईदृशमस्ति। "अनुग्रहार्थं यस्यातिसर्गोदान"मिति। तथाहि आत्मनः परस्यचानुग्रहार्थं हिताय च स्वस्यद्रव्यजातस्यान्नपानादेः पात्रे अतिसर्गोयथार्थं त्यागोदानमित्यर्थः। अन्यत् परसूत्रे विद्यते। तदनयोः स त्रयोः।

तदनयोः सूत्रयोरर्थगतवैषम्यं नास्ति। परहिताय अनुग्रहार्थमिति द्वयोः पदयोः पार्थक्यमस्ति। अत्र दानविषये नानाशास्त्रेषु तत्तद्ग्रन्थेषु लक्षणादीनि बहूनि सन्ति। विस्तरभिया नेह प्रतन्यते ॥ ११ ॥

इति श्रीमत्प्रभाचन्द्राचार्य्यविरचिते वृहत्तत्त्वार्थसूत्रे
सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

इति श्रीमद्ईश्वरचन्द्र शास्त्रि-पञ्चतीर्थ-दर्शनाचार्य-विरचित-बाल-बोधिन्याख्य-टीकायां तत्त्वार्थसूत्रे सप्तमोऽध्यायः।

সব্যাখ্যানুবাদ। নিজ ও অপরের উপকারের নিমিত্ত (প্রত্যুপকারের আশা না রাখিয়া) স্বীয়ধনের যে সম্যক্‌রূপে পাত্রে অর্পণ করা তাহাকে শাস্ত্রে দান বলিয়া খ্যাত করিয়াছে। দান, অতিসর্গ, অতিসর্জ্জন, সম্যক্ অর্পণ প্রভৃতি একার্থবোধক। দানের লক্ষণাদি নানা শাস্ত্রে নানারূপ রহিয়াছে। সে সকলের এইস্থলে উপযোগিতা নাই বলিয়া উল্লিখিত হইল না। সভাষ্য উমাস্বাতি সূত্রে (৩৩) যাহা দানের লক্ষণ উল্লিখিত আছে তাহার সঙ্গে এই সূত্রোক্ত লক্ষণের কোন বিরোধ দেখা যায় না ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীমৎপ্রভাচন্দ্রাচার্য-বিরচিততত্ত্বার্থসূত্রে সব্যাখ্যানুবাদে সপ্তমঃ অধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

अष्टमोऽध्यायः

मिथ्यादर्शनादयो बन्धहेतवः ॥ १ ॥

टीका। नत्वा सिद्धं सुसिद्ध्यर्थं व्याख्यानस्याष्टमे पुनः।
प्रोक्तं प्रागास्रवं तत्त्वं बन्धतत्त्वं प्रतन्यते ॥ १ ॥

मिथ्येति। मिथ्यादर्शनमादिर्येषामिति ते तथा। अत्र बहुव्रीहिः। अत्रादिपदोपादानादविरति-कषाय-योगाः संग्राह्याः। सम्यग्दर्शनाद्विपरीतं मिथ्या-दर्शनम्। मिथ्यादर्शनं पुनर्द्विधा भिद्यते। अभिगृहीतमनभि गृहीतञ्चेति। अभ्युपेत्य सम्यग्दर्शनपरिग्रहोऽभिगृहीतम्। अज्ञानिकादीनां त्रयाणां त्रिषष्ठानां कुवादि-शतानाम्। शेषमनभिगृहीतम्। यथोक्ताया विरतेर्विपरीताविरतिः। प्रमादः स्मृत्यनवस्थानं कुशलेषु अनादरः। योगदुःप्रणिधानं चैषः प्रमादः। प्रागुक्तो योगस्त्रिविधः। कषायाः पश्चान्मोहनीये दशमसूत्रे वक्ष्यन्ते। बन्धस्य हेतवः कारणानि। अन्यत् सभाष्यसूत्रे अध्यायस्यास्यादिमे व्याख्याने तत्रोत्तरोत्तर-सूत्रेषु वर्णितमस्ति ॥ १ ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। পূর্বাধ্যায়ে আস্রবতত্ত্ব বলা হইয়াছে। এই অধ্যায়ে বন্ধতত্ত্ব কথিত হইতেছে। প্রথমে বন্ধের হেতু ও তাহার ভেদ কথিত হইতেছে, যথা মিথ্যাদর্শন, অবিরতি, প্রমাদ, কষায়, যোগ এই পাঁচটী বন্ধের হেতুরূপে আগম শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। তাহার মধ্যে মিথ্যাদর্শন দুই প্রকার, অভিগৃহীত, অনভিগৃহীত। শাস্ত্রে উক্ত বিরতির বিপরীত অবিরতি। প্রমাদ,—স্মৃতি-বিষয়ে অনবস্থান, কুশলসমূহে অনাদর এবং পূর্বে কথিত যোগ বিষয়ে দুষ্ট প্রণিধান। এই মিথ্যাদর্শন প্রভৃতি বন্ধের কারণ। ইহাদের মধ্যে পূর্বটীর সদ্ভাবে পরবর্তীর সত্তা থাকে। পূর্ব মিথ্যা বন্ধনের অসদ্ভাবে পরবর্তী অবিরতির অভাব হয়। অতএব ইহাদের পৌর্বাপর্যরূপে সম্বন্ধ ও কার্য জ্ঞাত হইবে ॥ ১ ॥

चतुर्द्धा बन्धाः ॥ २ ॥

टीका। चतुरिति। प्रागुक्तं बन्धकारणम्। सम्प्रतिबन्धस्य प्रकार-भेदः कथ्यते। तथाहि "प्रकृति-स्थित्यनुभाव-प्रदेशाबन्धस्तद्विधयः" इति सूत्रितमा-

गमे ।† एते चतुर्विधाः प्रकृत्यादयः तस्मिन् बन्धलक्षणसभाष्यसूत्रे प्रत्येकं नामनिर्द्देशपूर्व्वकं तत्त्वमुक्तम्। अत्रतु संक्षेपेण सूत्रितम्। उत्तरोत्तरसूत्रे तत्र प्रकृत्यादीनां अर्थनिर्द्देशोऽस्ति। स च बन्धः कर्म्मशरीरपुद्गलग्रहणकृतो भवति। जीवस्तु सकषायत्वात् कर्म्मणो योग्यान् पुद्गलानादत्ते इति प्रागुपवर्ण्य पश्चात्तत्प्रकारभेदं वक्ति। तदनयोः सूत्रयोराशयभेदो न विद्यते ॥ २ ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। পূর্ব সূত্রে বন্ধ ও বন্ধের কারণ বলা হইয়াছে। সম্প্রতি এই সূত্রে বন্ধের প্রকারভেদ বলিতেছেন, যথা প্রকৃতিবন্ধ, স্থিতিবন্ধ, অনুভাববন্ধ, প্রদেশবন্ধ, এই চারিরূপ। এই বন্ধ কর্ম-শরীর পুদ্গল (পরমাণু) গ্রহণকারীর হইয়া থাকে, যেহেতু কষায়যুক্ত জীব স্বীয় স্বীয় কর্মের যোগ্য পুদ্গল সকল গ্রহণ করিতে বাধ্য। বন্ধ বিষয়ে পর পর সূত্রে আরও বিশদরূপে বলা হইবে ॥ ২ ॥

मूलप्रकृतयोऽष्टौ ॥ ३ ॥

टीका। मूलेति। मूलं कारणभूता प्रकृतिः। यस्तु प्रकृतिजो बन्धः सोऽष्टविधः। ते चाष्टौ यथा ज्ञानावरणं, दर्शनावरणं वेदनीयं मोहनीयम् आयुष्कं नामिकं गोत्रम् अन्तरायश्चेति। एषां वृत्तं सभाष्यसूत्रे चास्ति। तथा च सूत्रं "आद्यो ज्ञानदर्शनावरणवेदनीय-मोहनीयायुष्कनाम-गोत्रान्तरायाः" इति। तेन सार्द्धं सूत्रस्यास्यार्थद्वैधं नास्ति। उत्तरसूत्रे कर्म्मणामेषां प्रत्येकं संख्याभेदादिकं वक्ष्यति। अष्टसु कर्म्मसु चत्वार्य्यघातिकर्म्माणि। चत्वारि घातिकर्म्माणि इति केचन सूरयः ॥ ३ ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। পূর্বে বন্ধের লক্ষণ ও হেতু বলিয়া এই সূত্রে আট প্রকার বন্ধ প্রকৃতির উল্লেখপূর্বক তাহার নাম নির্দেশ করা যাইতেছে। যথা, জ্ঞানাবরণ, দর্শনাবরণ, বেদনীয়, মোহনীয়, আয়ুষ্ক, নাম, গোত্র, অন্তরায়, এই আটটী মূল প্রকৃতি বা আটপ্রকার কর্ম। আটপ্রকার কর্ম ঘাতী ও অঘাতী নামে ব্যবহৃত হয়; অষ্টবিধ কর্মের সংখ্যা নির্দেশ পরসূত্রে ব্যক্ত হইবে ॥৩॥

उत्तरा अष्टचत्वारिंशच्छतम् ॥ ४ ॥ (०)

टीका। उत्तरा इति। प्रागुक्ताः प्रकृतयः अष्टचत्वारिंशदुत्तर-शतसंख्यका भवन्ति। अष्टसु कर्म्मसु मध्ये प्रत्येकं संख्याभेदो वक्ष्यते। तथाच सूत्रोक्त-

† প্রকৃত্যাদি সূত্রে ক্বচিদ্ বন্ধ পদং নাস্তি। (০) 'উত্তরাষ্ট' 'চত্বারিংশৎ' ইতি পাঠান্তরদ্বয়মস্তি।

ক্রমেণ প্রথম প্রকৃতেঃ পঞ্চ ভেদঃ। দ্বিতীয়প্রকৃতের্নবভেদঃ। তৃতীয়প্রকৃতেঃ দ্বিভেদঃ। চতুর্থপ্রকৃতেরষ্টাবিংশতিঃ। পঞ্চমপ্রকৃতেশ্চতুর্ভেদঃ। ষষ্ঠপ্রকৃতে দ্বিচত্বারিংশদ্ভেদঃ। সপ্তমপ্রকৃতেঃ দ্বিভেদঃ। অষ্টমপ্রকৃতেঃ পঞ্চভেদঃ। অত্রার্থে সভাষ্যসূত্রং যথা "পঞ্চ-নব-দ্ব্যষ্টাবিংশতিচতুর্দ্বিচত্বারিংশদ্-দ্বিপঞ্চভেদা যথাক্রমম্"। ইত্যস্য ভাষ্যে সর্ব্বং ব্যাখ্যাতমস্তি। সর্ব্বেষাং মেলনেনোত্তরপ্রকৃতিসমষ্টিসংখ্যা অষ্টচত্বারিংশদুত্তরশতমিতি সূত্রোক্তং ফলিতং ভবতি। সভাষ্য সূত্রে মূলপ্রকৃতের্নামকথনানন্তরমুত্তরপ্রকৃতীনাং সংখ্যাঃ সপ্তনবতির্নির্দ্দিষ্টাঃ। পরন্তু নামকর্ম্মণামুত্তরোত্তরপ্রকৃতীনাঞ্চ মেলনেন প্রোক্তা অষ্টাচত্বারিংশদুত্তরশতসংখ্যাঃ সূরিরিতি ॥ ৪ ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। উত্তর প্রকৃতিসকল একশত আটচল্লিশ (১৪৮) সংখ্যাযুক্ত। তাহাদের মধ্যে যথাক্রমে সংখ্যার নির্দেশ করা যাইতেছে। যথা, জ্ঞানাবরণ পাঁচ। দর্শনাবরণ নয়। বেদনীয় দুই। মোহনীয় আটাশ। আয়ুষ্ক চারিটী, নামিক চতুরশীতি। গোত্রিক দুই। অন্তরায় পাঁচ। এই প্রকৃতি সকলের মিলিত সমষ্টিতে (১৪৮) সংখ্যা। এই সূত্রে জ্ঞানাবরণাদির প্রত্যেক গত ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যার উল্লেখ নাই কেবল উত্তর প্রকৃতিগত সমষ্টি সংখ্যার উল্লেখ করা হইয়াছে। সভাষ্য উমাস্বাতি আচার্যসূত্রে "পঞ্চনবদ্ব্যষ্টাবিংশতি" ইত্যাদি (সূত্রে) অনুরূপ সংখ্যার নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু উভয় সূত্রের প্রকৃত অর্থগত কোন ভেদ দেখা যায় না। পর পর সূত্রে বিশেষরূপে ব্যক্ত করা হইয়াছে ॥৪॥

জ্ঞানাবরণাদিত্রয়স্যান্তরায়স্য চ ত্রিংশত্সাগরোপমকোটীকোট্যঃ
পরার্দ্ধা (১) স্থিতিঃ ॥ ৫ ॥

টীকা। জ্ঞানাবরণাদীতি। জ্ঞানাবরণ-দর্শনাবরণ-বেদনীয়ানাং ত্রয়াণাম্ অন্তরায়প্রকৃতেশ্চ ত্রিংশত্সাগরোপম-কোটীকোট্যঃ পরা উত্কৃষ্টা স্থিতির্ভবতি। এতদর্থে সভাষ্যসূত্রং যথা "আদিতস্তিসৃণামন্তরায়স্য চ ত্রিংশত্সাগরোপম-কোটী-কোট্যঃ পরা স্থিতিঃ"। তথাহি এতস্য ভাষ্যম্। "আদিতস্তিসৃণাং কর্ম্মপ্রকৃতীনাং জ্ঞানাবরণ-দর্শনাবরণ-বেদ্যানাং অন্তরায়প্রকৃতেশ্চ ত্রিংশত্সাগরোপম-কোটী-কোট্যঃ পরা স্থিতিরিতি ॥" সূত্রমিদমতিক্লিষ্টার্থম্। অন্যত্ সভাষ্য-সূত্রটীকায়াং বর্ণিতমস্তি। দ্বয়োঃ সূত্রয়োরাশয়গতপার্থক্যং নাস্তি ॥ ৫ ॥

---

(১) অত্র সূত্রে 'পরার্ধ্যা' 'পরা' ইতি পাঠান্তরদ্বয়মস্তি।

সব্যাখ্যানুবাদ। জ্ঞানাবরণ প্রভৃতি কর্মত্রয়ের এবং অন্তরায়ের পরা বা উৎকৃষ্ট স্থিতি ত্রিংশৎ সাগরতুল্য কোটী কোটী পরার্ধ পরিমিত। পূর্বোক্ত কর্মসমুহের মধ্যে জ্ঞানাবরণ, দর্শনাবরণ, বেদনীয়, এবং অন্তরায় প্রকৃতির উক্ত সংখ্যা পরিমিত স্থিতি সভাষ্য (১৫) সূত্র কারের মতে কথিত এবং ভাষ্য টীকাকারাদিরও তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। পর পর সভাষ্য গ্রন্থে এই বিষয় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সূত্রোক্ত সংখ্যার বিষয় বিশেষ দুর্বোধ্য ॥৫॥

मोहनीयस्य सप्ततिः ॥ ६ ॥

टीका। मोहनीयस्येति। मोहनीयस्य कर्म्म प्रकृतेः सप्ततिसागरोपम-कोटिकोट्यः संख्यका परा स्थिति र्भवति। एवमेव सभाष्यसूत्रे चास्ति। "सप्तति-र्मोहनीयस्ये"ति। द्वयोरेवं नाम गोत्र प्रकृत्योर्विंशतिःसागरोपमकोटिकोट्यः परा स्थितिः स्यादिति ॥ ६ ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। মোহনীয় কর্মপ্রকৃতির সপ্ততি সাগরতুল্য কোটী কোটী-সংখ্যক উৎকৃষ্ট স্থিতি সম্ভব। সভাষ্য উমাস্বাতি আচার্যের সূত্রে ও ভাষ্যে এইরূপই উক্ত হইয়াছে। দুই সূত্রের মধ্যে পদার্থকথনে কোনরূপ প্রভেদ দেখা যায় না। পূর্বে প্রকৃতিবন্ধের কথা বলিয়া এখন স্থিতিবন্ধের উল্লেখ সূত্রকার করিতেছেন। নাম ও গোত্র প্রকৃতির বিংশতি সাগর তুল্য কোটী-কোটী উৎকৃষ্ট স্থিতিকাল হইবে ॥৬॥

त्रयस्त्रिंशद्देवायुषः (:) ॥ ७ ॥

टीका। त्रयस्त्रिंशदिति। अत्रायुष्कर्म्मणो हि परा श्रेष्ठा स्थितिः त्रय-स्त्रिंशत्सागर-तुल्यसंख्यका स्यात्। तथा चात्र सभाष्यसूत्रम्। "त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमाण्यायुष्कस्य" इति। एवमेव भाष्यकृदाह। "आयुष्कप्रकृते त्रयस्त्रिंशत्-सागरोपमाणि परा स्थितिः" इति अस्मिन् सूत्रे एवकारमदानात् 'सागरोपम-कोटीकोट्यः' प्रभृति पदानां व्यावृत्तिः स्यात्। अन्यदुभयोः सूत्रयोस्तुल्यार्थत्वं मन्तव्यम् ॥ ७ ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। পূর্বোক্ত কর্মপ্রকৃতির মধ্যে আয়ুষ্ক কর্মের শ্রেষ্ঠস্থিতি ত্রয়ত্রিংশৎ সাগরতুল্য সংখ্যা পরিমিত। এই বিষয়ে সভাষ্য সূত্র এই সূত্রের অনুরূপ। আয়ুষ্ক কর্মপ্রকৃতির

(:) ত্রয়ত্রিংশদ্দেবায়ুষঃ" ইত্থং পাঠান্তরমস্তি।

ত্রয়ত্রিংশৎ সাগরসংখ্যা পরিমিত শ্রেষ্ঠা স্থিতি"। এই সূত্রের সঙ্গে সভাষ্য সূত্রের অর্থগত বৈষম্য নাই। এই সূত্রে ত্রবকার নির্দিষ্ট থাকাতে কোটী-কোটী পরার্ধ ব্যাবৃত্ত বা নিরস্ত হইল। পর পর সূত্রে অপর কর্ম প্রকৃতির বিষয় ব্যক্ত হইবে ।।৭।।

नाम-गोत्रयोर्विंशतिः ॥ ८ ॥

टीका। नामेत्यादि। द्वयोर्नामगोत्रकर्म्मप्रकृत्योः श्रेष्ठा स्थितिः विंशतिः सागरोपम-कोटीकोट्यः सा भवति। अत्र सभाष्यसूत्रमेवमेवेति। "विंशतिर्नाम-गोत्रयोः"इति। परन्तु पुनर्विंशतिसूत्रे तत्र "नामगोत्रयोरष्टौ" इति सूत्रितम्। यदेवं सभाष्यसूत्रे द्वयोः सूत्रयोर्विरुद्धा उक्तिस्तत् सुधीभिश्चिन्तनीयम्। वेद-नीयस्य कर्म्मप्रकृतेरपरा निकृष्टा द्वादश मुहूर्त्ताः स्थितिर्भवति। एवं शेषाणा-मन्तर्म्मुहूर्त्ता"। वेदनीय-नाम गोत्र कर्म्मप्रकृतिभ्यः भिन्नानां शेषाणां ज्ञानावरण-दर्शनावरण-मोहनीयायुष्कान्तराय-प्रकृतीनामासां स्थितिरन्तर्मुहूर्त्ता स्यात्। तत्र स्थितिबन्धमुक्त्वानुभावबन्धं वक्ष्यति। ततः प्रदेशबन्धं प्रोच्याध्याय समाप्तिरिति। अत्र तु संक्षेपेण कथनमिति। "सद्वेद्यादि"सूत्रोक्तमष्टविधं कर्म्म पुण्यात्मकन्त-द्विपरीतं कर्म्म पापात्मकमिति ॥ ८ ॥

श्रीमत्प्रभाचन्द्राचार्य्य-विरचिते तत्त्वार्थसूत्रे अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

इति श्रीमद् ईश्वरचन्द्रशास्त्रि-पञ्चतीर्थ-दर्शनाचार्य-विरचित-बालबोधिन्याख्य-टीकायां तत्त्वार्थसूत्रेऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। নাম ও গোত্র প্রকৃতির শ্রেষ্ঠা স্থিতি বিংশতি সাগরতুল্য কোটী-কোটী সংখ্যা পরিমিত। এই অধ্যায়ে সাগর, কোটী, পরার্ধ প্রভৃতি সংখ্যাবাচকরূপে বুঝিতে হইবে। এই সূত্রের সহিত সভাষ্য সূত্রদ্বয়ের কোনরূপ অর্থগত পার্থক্য দেখা যায় না। সভাষ্য সূত্রে বহু সূত্র দ্বারা ক্রমে বন্ধ, বন্ধের হেতু, প্রকৃতিবন্ধ, স্থিতিবন্ধ, অনুভাববন্ধ, প্রদেশবন্ধ প্রভৃতি অতি বিশদরূপে বর্ণিত আছে। এই সূত্রগ্রন্থে সংক্ষেপে অল্পসংখ্যক সূত্র দ্বারা পূর্বোক্ত বিষয়সকল কথিত হইয়াছে। সভাষ্য সূত্রগ্রন্থের ১৭।১৮ সূত্রদ্বয়ের উক্তিতে বিরোধ দেখা যায়, তাহা বুধগণের চিন্তনীয়। 'নাম গোত্রদ্বয়ের প্রকৃতি বিংশতি' (১৭), এবং 'নাম গোত্রদ্বয়ের প্রকৃতি আট মুহূর্ত বা অপরা স্থিতি' (১৮), এইরূপ ভিন্ন উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। সভাষ্য সূত্রগ্রন্থে (২৪) সূত্রে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ।।৮।।

ইতি বৃহত্ তত্ত্বার্থসূত্রে সব্যাখ্যানুবাদে অষ্টম অধ্যায় ॥

नवमोऽध्यायः

गुप्त्यादिना सम्बरः ॥

टीका। गुप्तीति। पूर्व्वस्मिन्नध्याये सपरिकरः बन्धो निगदितः। सम्प्रति अध्यायेऽस्मिन् सम्बरं वक्ति। प्रागुक्तस्य काययोगादेः द्विचत्वारिंशद्विधस्य आस्रवस्य यो निरोधः स सम्बरः। गुप्त्यादिभिः कर्म्मास्रवस्य निरोधो भवति। अत्रादिपदात् गुप्ति-समिति- धर्म्मानुपेक्षा-परीषहजय-चारित्राणि आगमानुशासनात् सम्बरस्य भेदोपभेदसहितानि ग्राह्याणि। एवमेव सभाष्य "सगुप्ति समित्यादि" सूत्रे प्रोक्तानि। अतोऽनयोरर्थ-वैषम्याभावः। अत्रतु संक्षेपेणोक्तम् ॥ १ ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। পূর্বে অষ্টমাধ্যায়ে বন্ধ ও তাহার বিবরণ কথিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে সম্বরের লক্ষণ প্রভৃতি বলা যাইতেছে। গুপ্তি প্রভৃতি দ্বারা কর্ম আস্রবের নিরোধ হয়। সূত্রোক্ত আদিশব্দ দ্বারা সমিতি, ধর্ম, অনুপ্রেক্ষা, পরীষহজয়, চারিত্র প্রভৃতি উপভেদের সহিত সম্বর প্রভেদ আগমানুসারে বুঝিতে হইবে। সভাষ্যসূত্রে উক্ত গুপ্তি প্রভৃতির পৃথক্ নাম উল্লিখিত আছে। পূর্বে কথিত কায়যোগাদির দ্বিচত্বারিংশৎ প্রকার আস্রবের নিরোধই সম্বর জানিতে হইবে। এই সম্বর গুপ্ত্যাদি উপায়ের দ্বারা উৎপন্ন হয় ॥ ১ ॥

तपसा निर्जरापि ॥ २ ॥

टीका। तपसेति। तपसा वक्ष्यमाणेन द्वादशविधेन निर्जरा, एवमपि शब्दात् सम्बरश्च स्यादिति। तथाच सभाष्यसूत्रम् "तपसानिर्जराचेति"। द्वादश-विधतपोभिः सभाष्यसूत्रोक्तैः द्वे सम्बरनिर्जरे भवतः। तत्रापि पुनः पृथक्स्पष्ट-रीत्या सूत्रितं "सम्यग्योगनिग्रहोगुप्तिः" इति। सम्यग्दर्शनपूर्व्वकं त्रिविधस्य योगस्य गुप्तिः। साच कायगुप्ति मनोगुप्ति वाग्गुप्तिश्चेति त्रिधेति। सभाष्य-सूत्रे तद्भाष्ये च समित्यादीनां पृथग्लक्षणसूत्रितं तत्तद्व्याख्यानञ्चास्ति। अत्र तु अप्रसृतोक्तिः ॥ २ ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। বক্ষ্যমাণ দ্বাদশ প্রকার তপের দ্বারা সম্বর ও নির্জরা লাভ হয়। সভাষ্য সূত্রেও এই সূত্রের অনুরূপ অর্থ কথিত হইয়াছে। সভাষ্য (১৯৷২০) সূত্রে দ্বাদশ প্রকার তপের লক্ষণাদি কথিত হইয়াছে। সম্যক্‌রূপে ত্রিবিধ (কায়, মন, বাক্য) যোগের নিগ্রহকে গুপ্তি বলা হইয়াছে। এই গুপ্তিও তিনপ্রকার কায়গুপ্তি, বাক্‌গুপ্তি, মনোগুপ্তি। সূত্রোক্ত অপি শব্দদ্বারা পূর্বোক্ত সম্বর পদ অনুকৃষ্ট হইয়াছে। এই বিষয় সভাষ্য সূত্রে বিশদভাবে বর্ণিত আছে ॥ ২ ॥

उत्तमसंहननस्यान्तर्मुहूर्त्तावस्थापि ध्यानम् (०) ॥ ३ ॥

टीका। उत्तमेति। उत्तमसंहननस्य योगिणः ध्यानं अन्तर्मुहूर्त्तकालं यावत् समवस्थितं स्यात्। इतः प्राग्भाष्यान्वितसूत्रे चारित्र-तपः परीषहप्रभृतीनां स्वरूपतः लक्षणादिभिर्व्याख्यानं कृतम्। भाष्ये तु कुत्र चित्तेषां पृथक् पृथग्नाम-भिरुल्लेखोऽस्ति। एवञ्च सभाष्यसूत्रम् "उत्तमसंहननस्यैकाग्रचिन्तानिरोधो-ध्यानम्"। ध्यानन्तु तपोऽन्तरङ्गं भवति। एक मुहूर्त्तन्ततोपयधिककाले स्थितं स्यात्। उत्तमसंहननस्य तु साधोर्नैतादृशं ध्यानं किञ्चित् कालमेव तिष्ठति। एवञ्च "तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानमिति" योगदर्शनसूत्रे तदेव वक्ति। प्रत्ययस्य मनोवृत्तेरेकतानता सदृशप्रवाहोध्येये इत्यर्थः। उत्तमसंहननं चतुर्विधं वज्रर्षभ-नाराचं, ऋषभनाराचं, नाराचमर्द्धनाराचञ्चेति। तत्रतु एकाग्रचिन्तानिरोधश्च ध्यानमितिभण्यते। उत्तरोत्तरं सभाष्यसूत्रे बहुधा ध्यानादि विषये प्रचुरं प्रपञ्चित-मस्ति ॥ ३ ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। উত্তম সংহনন নামক যোগীর ধ্যান অন্তর্মুহূর্তকাল স্থায়ী হয়। ধ্যান ও তপের অন্তরঙ্গ। উক্ত ধ্যান অধিক এক মুহূর্তকাল ব্যাপক স্থির হয়। হীন সংহনন যোগীর ধ্যান কিঞ্চিন্মাত্রকাল স্থায়ী হয়। সভাষ্যসূত্রে কথিত হইয়াছে উত্তম সংহনন যোগীর ধ্যান লক্ষণ একাগ্রচিন্তা নিরোধ। উত্তম সংহনন চারি প্রকার,—বজ্রর্ষভনারাচ, ঋষভনারাচ, নারাচ, অর্ধনারাচ। সেই ধ্যান মুহূর্তকাল পর্যন্ত হইবে। তাহার পরে নয়, তাহার পরে দুষ্ট ধ্যান ॥ ৩ ॥

---

(০) শ্বেতাম্বরীয় সূত্রপাঠ ঈদৃশঃ " – ধ্যানমিত্যন্তং সপ্তবিংশতি সূত্রম্।— 'আমুহূর্ত্তাত্" ইত্যন্তং অষ্টাবিংশ সূত্র-মিতি ভেদোদৃশ্যতে॥

तच्चतुर्व्विधम् ॥ ४ ॥

टीका। तदिति। तद्ध्यानं चतुर्धाविभक्तं स्यात्। तथाच सभाष्य-सूत्रम्। "आर्त्त-रौद्र-धर्म्म-शुक्लानि" इति। आर्त्त-रौद्रे द्वे ध्याने संसारस्य हेतू भवतः। अपरे द्वे ध्याने धर्म्म शुक्लाख्ये मोक्षस्य हेतू स्याताम्। एवमेव सभाष्यसूत्रेऽस्ति ॥ ४ ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। উক্ত ধ্যান চারিপ্রকার, সূত্রে সংখ্যা নির্দেশ থাকাতে জৈনাগম অনুসারে আর্ত, রৌদ্র, ধর্ম, শুক্ল এই চারিটী বুঝিতে হইবে। সভাষ্য উমাস্বাতি আচার্যের সূত্রে এইরূপই বর্ণিত আছে। এই সূত্রে সংক্ষেপেই বলা হইয়াছে ॥ ৪ ॥

आद्ये संसारकारणे ॥ ५ ॥

टीका। आद्य इति। प्रागुक्तेषु चतुर्व्विधेषु ध्यानेषु मध्ये आद्ये द्वे आर्त्त-रौद्राख्ये ध्याने संसारस्य स्वादृष्टोपनिबद्धशरीर परिग्रहरूपस्य कारणे हेतू स्तः। अन्यत् सुगममिति ॥ ५ ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। পূর্বোক্ত চারিপ্রকার ধ্যানের মধ্যে প্রথম আর্ত ও রৌদ্র নামক ধ্যানদ্বয় সংসারবন্ধনের বা তাহার কারণ হয়। এই দুই ধ্যানের বিবরণ পূর্বে নির্দ্দিষ্ট সভাষ্যসূত্রে লিখিত আছে ॥ ৫ ॥

परे मोक्षस्य ॥ ६ ॥

टीका। पर इति। चतुर्षु मध्ये अपरे द्वे ध्याने धर्म्मशुक्ले मोक्षस्य निर्व्वाणस्य कारणे स्यातामिति। अत्रतु द्वाभ्यां सूत्राभ्यां संसारमोक्षयोर्हेतू उक्तौ। सभाष्यसूत्रेतु एकस्मिन् "परे मोक्षहेतू" इत्यत्र द्वे कारणे निगदिते। अत्रतु सुस्पष्टरूपेण सूत्रद्वयेन संसारनिर्व्वाणयोर्हेतू कथितौ भवतः। एतेषां ध्यानानां स्व स्व शक्त्या संसारोनिर्व्वाणश्च प्रादुर्भवेदिति। मोक्षलक्षणं दशमेऽध्याये वक्ष्यति ॥ ६ ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। পূর্বোক্ত আর্ত প্রভৃতি চারিটী ধ্যানের মধ্যে ধর্ম ও শুক্লনামক ধ্যান-দ্বয় মোক্ষের (নির্বাণের) কারণ হইবে। এই দুই সূত্রে ধ্যান চতুষ্টয়ের দুইটী সংসারের হেতু,

অপর দুইটী মুক্তির হেতু, লিখিত আছে। সভাষ্য সূত্রের এক সূত্রেই "পরে মোক্ষহেতূ" সংসার ও মোক্ষের কারণ কথিত হইয়াছে। ধ্যান চতুষ্টয় স্বীয় স্বীয় শক্তি দ্বারাই সংসার ও নির্বাণের হেতু হয়, অপর উপায় অপেক্ষা করে না ॥৬॥

पुलकाद्याः पञ्चनिर्ग्रन्थाः ॥ ७ ॥

टीका। पुलकेति। अत्र पुलक आदि र्येषामिति बहुव्रीहिः। सूत्रे आदि पदात् पुलको-बकुशः कुशीलो-निर्ग्रन्थः स्नातकश्चेत्ये ते पञ्चविधा निर्ग्रन्थ विशेषा भवन्ति। एतेषां लक्षणव्याख्यादिकं भाष्य सन्दर्भे सम्यग् वर्णितमस्ति। सभाष्यसूत्रे अष्टचत्वारिंशत् संख्यके पुलकादीनां प्रत्येकं नामतो निर्द्देशो विद्यते। अन्यत् सर्व्वार्थसिद्धौ टीकायामस्ति। अत्र सप्तभिः सूत्रैः संक्षेपेणाध्यायोक्ता मुख्यविषया उक्तास्तत्रतु-नपञ्चाशत्सूत्रैरेव गौणमुख्यविषया व्याख्याताः सुविस्ताररूपेण। उभयोः सन्दर्भयोः सूत्राणां पाठभेदः संख्यातारतम्यञ्च सम्प्रदायमतभेदादस्ति ॥ ७ ॥

श्रीमत्प्रभाचन्द्राचार्य्य-विरचिते तत्त्वार्थसूत्रे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

इति श्रीमदीश्वरचन्द्रशास्त्रि-पञ्चतीर्थ-दर्शनाचार्य्य-

विरचित-बालबोधिनाख्य-टीकायां तत्त्वार्थसूत्रे

नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। পুলক প্রভৃতি পাঁচ সংখ্যক যোগী নিগ্রন্থ সংজ্ঞায় অভিহিত। পুলক, বকুশ, কুশীল, নিগ্রন্থ, স্নাতক। ইহাদের লক্ষণাদি সভাষ্য সূত্র সন্দর্ভে বিস্তাররূপে বর্ণিত আছে। এই গ্রন্থে অতি সংক্ষেপে কথিত। সভাষ্য সূত্রের সহিত এই সূত্রের অভিপ্রায়ের কোন ভেদ নাই। এই গ্রন্থে সাতটী সূত্র দ্বারা অধ্যায়ের মুখ্য বিষয়সকল কথিত হইয়াছে। সভাষ্য সূত্র সন্দর্ভে উনপঞ্চাশৎ সূত্রের দ্বারা গৌণমুখ্য বিষয়সকল বর্ণিত। পারিভাষিক শব্দসমূহের অর্থ ভাষ্যও টীকাতে কথিত হইয়াছে। গ্রন্থের বিস্তারভয়ে এই গ্রন্থের টীকা ও অনুবাদে লিখিত হইল না ॥৭॥

ইতি তত্ত্বার্থসূত্রে শ্রীমৎ ঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রি-পঞ্চতীর্থ-বিরচিতে সব্যাখ্যানুবাদে নবম অধ্যায় ॥৯॥

दशमोऽध्यायः

मोहक्षये घातित्रयापनोदनात् केवलम् ॥ १ ॥

टीका। विशुद्धं केवलं ज्ञानं मोह-घाति-प्रणाशनात्।
जायते येन कृत्येन दशमे तत् प्रतन्यते ॥

अत्र मोहनीय कर्म्मक्षये-त्रयाणां ज्ञानावरण-दर्शनावरणान्तरायाणां घाति-कर्म्मणां क्षये सति केवलं ज्ञानमुत्पद्यते। विना एतेषां चतुर्णां मोहादीनां क्षयं केवलदर्शनज्ञानं नोत्पद्यते। अत्र सभाष्यसूत्रमीदृशम्। "मोहक्षयाज् ज्ञानदर्शना-वरणान्तरायक्षयाच्च केवलम्" इति। मोहनीये कर्म्मणि क्षीणे सति ज्ञानावरण-दर्शनाबरणान्तरायेषु त्रिषु क्षीणेषु च केवलज्ञानदर्शनं समुत्पद्यते इति भाष्य कृतामुक्तिः। मोहक्षयादिति सभाष्यसूत्रे पृथक् कथनं क्रमप्रसिद्धिसूचनार्थमिति। अन्यद्भाष्ये टीकायाश्चास्ति। अत्र पञ्चमी हेत्वर्थे। तदनयोः सूत्रयोरभिप्रायगत-भेदोन दृश्यते। अन्यदुत्तरसूत्रे वक्ष्यते ॥ १ ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। সম্প্রতি দশম অধ্যায়ে যে কেবল জ্ঞানের হেতু ও উৎপত্তি সূত্রকার বলিতেছেন। মোহনীয় কর্মের ক্ষয়ের পর জ্ঞানাবরণ, দর্শনাবরণ, অন্তরায় কর্মক্ষয় হইলে কেবল জ্ঞান উৎপন্ন হয়। আট প্রকার কর্মের মধ্যে চারিটী ঘাতি কর্ম। জ্ঞানাবরণ প্রভৃতি তিনটী ঘাতী কর্মের উচ্ছেদই কেবল জ্ঞানোৎপত্তির কারণ। মোহনীয় প্রভৃতি কর্মের ক্ষয় কিরূপে হইবে তাহা পর সূত্রে বলা যাইবে। এই সূত্রের সহিত সভাষ্য সূত্রের আশয়গত কোন প্রভেদ নাই। অপর বিষয়সমূহ দ্বিতীয় ও তৃতীয় সূত্রে ব্যক্ত হইবে ॥ ১ ॥

अशेषकर्म्मक्षये मोक्षः ॥ २ ॥

टीका। अशेषेति। सर्व्वेषां कर्म्मणां क्षये समुच्छेदे सति पश्चाद्मोक्षो भवति। मिथ्यादर्शनादयोबन्धस्य कारणानि भवन्तीति सभाष्यसूत्रे "बन्धहेत्वभाव-निर्जराभ्याम्" इत्यत्राभिहितम्। तेषां बन्धहेतूनां एवन्तदावरणीयस्य कर्म्मणः समुच्छेदात् क्षयो भवति। परं सम्यग्दर्शनादीनां ततः प्रादुर्भावः। निसर्गाद्गुरोः सकाशादधिगमाच्च तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्मग्दर्शनं भवति। अतः

परं सभाष्य तृतीयं सूत्रं यथा "कृत्स्न कर्म्मक्षयो मोक्षः" इति। प्राक् चत्वारि कर्म्माणि क्षीणाणि पश्चात्तु वेदनीय-नाम-गोत्रायुष्काणि क्षीयन्ते। अस्या अवस्थायाः कृत्स्नकर्म्मक्षयो मोक्ष इति निगद्यते। सभाष्यसूत्रयोर्द्वयोराशयोऽत्रै केन सूत्रेण उच्यते॥ २॥

সব্যাখ্যানুবাদ। সকল কর্ম ক্ষয় হইলে পরে মোক্ষ হয়। মিথ্যাদর্শন প্রভৃতি বন্ধের কারণ, এই বিষয়ে সভাষ্যসূত্র এইরূপ "বন্ধ হেত্বভাবনির্জরাভ্যাম্"। বন্ধ হেতুর অভাব এবং নির্জরা দ্বারা সম্যক্ দর্শনের প্রাদুর্ভাব হয়। এই বিশেষভাবে তৃতীয় সূত্রে মোক্ষের শেষ লক্ষণ কথিত হইয়াছে। যথা "সমস্ত-কর্মক্ষয়ই মোক্ষ"। আটপ্রকার ঘাতী ও অঘাতী কর্মের সম্পূর্ণ ক্ষয়ই মোক্ষ। সভাষ্য দুই সূত্র দ্বারা যাহা কথিত হইয়াছে এই গ্রন্থে এক সূত্রে সংক্ষেপে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে। অশেষ কর্মের বিনাশ এবং বন্ধ হেতুর অভাব, নির্জরা দ্বারা সঞ্চিত কর্মের সমুচ্ছেদ হয় ইহাই সূত্রের তাৎপর্য॥ ২॥

ततः ऊर्द्ध्वं गच्छन्त्या लोकान्तात् (*) ॥ ३॥

टीका। तत इति। ततस्तस्मान् परं मोक्षलाभानन्तरं ये जीवा मुक्ता स्ते लोकानामन्ते चरमे अतूर्द्ध्वं गच्छन्ति। पूर्व्वन्तु जीवस्य औपशमिक-क्षायिक-क्षायोपशमिकौ दयिक-पारिणामिकानां भव्यत्वस्यचाभावान्मोक्षो भवति। "तदनन्तरमूर्द्ध्वं गच्छन्त्यालोकान्तात्" इति सभाष्यसूत्रे यद्व वर्णितं तदस्मिन्नपि सूत्रे उक्तम्। तदनयोः सूत्रयोराशयगतप्रभेदो नास्ति। तत्र तदनन्तरमिति सकलकर्म्मक्षयानन्तरं एवमौपशमिकाद्यभावानन्तरश्चेति बोध्यम्। अन्यद्भाष्ये सर्व्वं वर्णितमस्ति। तथैव टीकायाश्चेति॥ ३॥

সব্যাখ্যানুবাদ। পূর্ব সূত্রে যাহা কথিত (বিষয়োক্ত) ফলের পর অর্থাৎ মোক্ষ লাভের পরে মুক্তগণ লোকান্তে বা তাহার ঊর্দ্ধে গমন করেন। মুমুক্ষুর প্রথমে সভাষ্য সূত্রোক্ত ঔপশমিক, ক্ষায়িক, ক্ষায়োপশমিক, ঔদয়িক, পারিণামিক এবং ভব্যত্বের অভাব হইলে মোক্ষ সামান্য লাভ করে, তাহার পরে নিখিল কর্মের ক্ষয় হইলে চরম মোক্ষ হয়। সভাষ্য দুইটী সূত্রেতে যাহা কথিত আছে এই সূত্রে সংক্ষেপে (একই সূত্রে) তাহা উক্ত হইল। দশম অধ্যায়েই মোক্ষ তত্ত্ব বর্ণিত॥ ৩॥

---

* অত্র পূর্বসূত্রেচাস্মিন্ সূত্রেঽপি সম্প্রদায় ভেদাত্ কথঞ্চিত্ পাঠ ভিন্নত্বঞ্চাস্তি। অর্থ বৈষম্যংনাস্তি।

ततोनगमनं धर्म्मास्तिकायाभावात् (*) ॥ ४ ॥

टीका। तत इति। ततस्तस्मात् परं लोकान्तिकभागादूर्द्ध्वं गमनं मुक्तस्य न भवेत्। यतस्तत्र धर्म्मास्तिकायस्याभावः। हेतोरभावात् कार्य्याभाव-इति। तथाचोमास्वात्याचार्य्य भाष्यम्। "अत्रोच्यते, धर्म्मास्तिकायाभावात् धर्म्मास्तिकायोहि जीवपुद्गलानां गत्युपग्रहेणोपकुर्व्वते। स तत्र नास्ति। तस्माद् गत्युपग्रहकारणाभावात् परतो गतिर्न भवति। अप्सु अलावुवत्। नाधो न तिर्य्यगित्युक्तम्। तत्रैवानुश्रेणिगतिर्लोकान्ते अवतिष्ठते मुक्तो निष्क्रिय इति"। अतोऽनयोरेतत्-सूत्र ससूत्रभाष्ययोराशय भेदोन दृश्यत इति ॥ ४ ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। মুক্তের, লোকান্তিমভাগের পরে অলোকস্থানে গমন হয় না, যেহেতু সেখানে ধর্মাস্তিকায়ের অর্থাৎ গতির কারণের অভাব, কারণ না থাকিলে কার্যের উৎপত্তি হয় না। এই বিষয়ে ষষ্ঠ সূত্রের ভাষ্যে আচার্য উমাস্বাতি বলিয়াছেন, 'ধর্মাস্তিকায়ের অভাবে জীবপুদ্গলের গতিলাভে উপকার করে না, মুক্ত জীব স্বস্থ ও নিষ্ক্রিয় থাকে।' অপর মতে শুষ্ক এরণ্ড বীজের ন্যায় অনবরত মুক্ত জীব ঊর্ধ্বদেশে অলোকাকাশে গমন করে ॥ ৪ ॥

क्षेत्रादि-सिद्धभेदाः साध्याः† ॥ ५ ॥

टीका। क्षेत्रादीति। अत्र क्षेत्रादिभिकरणैः सिद्धभेदः साधनीयः विकल्पनीय इति। एतानि क्षेत्रादीनि द्वादशसंख्यकानि सिद्धस्यानुयोगद्वाराणि भवन्ति। एभिः क्षेत्रादिभिः सिद्धः साध्योऽनुगम्यश्चिन्त्य इति। अत्र तु भाषाङ्कित सूत्रमित्थम्। तथाहि क्षेत्र-काल-गति-लिङ्ग-तीर्थ-चारित्र-प्रत्येक बुद्धबोधित-ज्ञानावगाहना-नन्तर-संख्या-ल्प वहूत्त्वतः साध्याः"† इति। अस्मिन्नादि पदादागमोक्त-कालादीनां संग्रहस्तेषां प्रभेदश्च। एषाञ्च सिद्धानां नयविवक्षातोविकल्पा भवन्ति। तत्र भाष्ये सूत्रोक्त प्रतिपदव्याख्यानं विशदमस्ति। तथैव सर्व्वार्थ सिद्धि प्रभृति टीकादिष्वस्ति। अत्र तु संक्षेपोक्तिः। प्रत्येक बुद्धबोधितपदस्य व्याख्यानं बौद्धनये भिन्नमस्ति। दशमेऽध्याये सभाष्यग्रन्थे सप्तसूत्राणि। अत्रतु पञ्चभिः सूत्रैस्तदर्थानि कथितानि। सभाष्यसूत्रे प्रत्यधरायं सूत्राधिक्यमस्ति।

(*) "কায়ত্বাত" ইতীদৃশং পাঠান্তর মপ্যস্তি।

† "সাধ্যঃ" ইতি তত্র পাঠভেদঃ।

सभाष्यसत्रग्रन्थे प्रथमाध्याये पञ्चत्रिंशत्-सूत्राणि द्वितीये द्विपञ्चाशत् सूत्राणि। पञ्चमे चतुश्चत्वारिंशत् सूत्राणि। षष्ठे षड्‌विंशति सूत्राणि। सप्तमे चतुस्त्रिंशत् सूत्राणि। अष्टमे षड्‌विंश-सूत्राणि। नवमे एकोनपञ्चाशतसूत्राणि। दशमेऽध्याये सप्तसंख्यकानि सूत्राणि। एतेषु सूत्रेषु ये जैनागमोक्तविषयाः सम्यग् व्याख्याता स्ते चात्र तत्त्वार्थ सूत्रे संक्षेपणोपदिष्टाः शास्त्र-सारभूताश्चेति। अन्यदेतस्य प्रमेयकमलमार्त्तण्डादौ तत्त्वं सुवर्णितमस्ति ॥ ५ ॥

इति श्रीमत् प्रभाचन्द्राचार्य्य-विरचिते* तत्त्वार्थसूत्रे (०) दशमोऽध्यायः ॥१०॥

शाके वाणाश्विरस्विन्दु-मानेऽनुनाम वत्सरे।
वृश्चिके मासि टीकेयं समाप्ता बालबोधिनी ॥ १ ॥
पूर्व्ववङ्गाब्धि पूर्व्वेस्मिन् चन्द्रनाथाद्रि-दक्षिणे।
चट्टग्राम-समासन्ने द्वारकाविषयोमम ॥२॥

श्रीमद् ईश्वरचन्द्र शास्त्रि-पञ्चतीर्थ-दर्शनाचार्य्य-विरचित-बालबोधिन्याख्य-टीकायां दशमोऽध्यायः समाप्तिमगमत् ॥ १० ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। এই সূত্রে ক্ষেত্রাদিদ্বারা সিদ্ধগণের ভেদ কল্পিত হইয়াছে। ভেদ বা বিকল্প উভয় একার্থবোধক। সূত্রস্থিত আদি পদদ্বারা কাল, গতি, লিঙ্গ, তীর্থ, চারিত্র, প্রত্যেক বোধিত, (বুদ্ধবোধিত), জ্ঞান, অবগাহনা, অন্তর, সংখ্যা, অল্পবহুত্ব পদার্থের ভেদ সংগ্রহ বুঝিতে হইবে। সভাষ্য সপ্তম সূত্রে ক্ষেত্রাদি প্রত্যেকের উল্লেখ রহিয়াছে। এই সূত্রের ভাষ্যে প্রত্যেকটীর ব্যাখ্যা ভাষ্যকার করিয়াছেন। এই গ্রন্থে সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। উক্ত ক্ষেত্রাদিদ্বারা সিদ্ধগণের নয়-বিবক্ষা করা হইয়া থাকে। এইসকল বিষয় সর্বার্থসিদ্ধি প্রভৃতি টীকাতেও স্পষ্টরূপে উল্লিখিত আছে। প্রত্যেক বুদ্ধবোধিত বিষয়ের অর্থ বৌদ্ধমতে অন্যরূপ। ভাষ্যকার স্বমতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সম্প্রদায়ভেদে সূত্রাবলীর সংখ্যা ও বহু পাঠভেদ দৃষ্ট হয়। সম্প্রতি সমর ভীতিতে জৈন শাস্ত্রীয় ও দর্শন শাস্ত্রের গ্রন্থসমূহ স্থানান্তরে রাখাতে যথামতি বা যথা স্মৃতি টীকা ও অনুবাদ লিখিলাম, এই নিমিত্ত সুধীগণের নিকট ভ্রমাদি বিষয়ে ক্ষমার্হ ॥ ৫ ॥

ইতি তত্ত্বার্থ সূত্রে সব্যাখ্যানুবাদে দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

সমাপ্তমিদং তত্ত্বার্থসূত্রম্ ॥ ১৩৪৯ বঙ্গাব্দাঃ ॥

---

* "জিন কল্পী সূত্রে" ইতি। "ইতি জিনকল্পী সূত্রং সমাপ্তম্" ইতিচ পাঠান্তরদ্বয়মস্তি।

† "বৃহৎ প্রভাচন্দ্রাচার্য" ইতি চ পাঠ ভেদঃ।